শাইখ আলী জাবের আল ফীফী
হাফিজাহুল্লাহ রচিত

তিনিই আমার রব

তিনিই আমার রব

প্রকাশকের কথা

মানবজীবন বড়ই বৈচিত্র্যময়। কখনো সমস্যাসঙ্কুল, কখনো সুখ আর শান্তির পশরায় সাজানো। মানুষের আচরণও বড্ড অদ্ভুত। যখন আমরা সমস্যায় নিপতিত হই, দুঃখ আর কষ্টে জড়িয়ে যাই, আমরা তখন খুব হতাশ হয়ে পড়ি। ভেঙে পড়ি। ভাবি, আর কখনোই বুঝি দাঁড়াতে পারবো না। সামান্য অন্ধকার দেখেই আমরা এত ভয় পাই, মনে হয়, আর বুঝি কখনো আলোর দেখা মিলবে না। এই সমস্যাসঙ্কুল সময়টাকে আমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা পরীক্ষা হিসেবে নিতে চাই না। যেন চিরকাল কেবল সুখী জীবনযাপন করার জন্যই আমাদের সৃষ্টি।

আবার আল্লাহর দয়ায় যখন আমরা উঠে দাঁড়াই, যখন একটু সুখের দেখা মেলে, আমরা এটাকে কেবল আমাদের অর্জন হিসেবে দাবি করি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি সামান্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেও ভুলে যাই আমরা। এই উঠে দাঁড়ানোতে কার দয়া, স্নেহ, মমতা এবং ভালোবাসা আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে, তা আমরা স্মরণও করতে চাই না।

তিনিই আমার রব বইটিতে রয়েছে মূল্যবান সব উপকরণ—যা পাঠককে আল্লাহর সাথে একান্তে পরিচয় করিয়ে দেবে, ইন শা আল্লাহ—যাতে বিশ্বাসী হৃদয় আল্লাহকে আরও ভালো করে চিনতে, জানতে এবং বুঝতে পারে। এছাড়াও এই বইতে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে—কীভাবে আল্লাহর দয়া এবং অনুগ্রহ আমাদের সর্বদা ঘিরে রাখে; দেখানো হয়েছে—কীভাবে তার অনুগ্রহ ছাড়া আমাদের জীবনের একটি সেকেন্ডও কল্পনা করা যায় না।

তাই আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য আমাদের প্রতিনিয়ত তার শুকরিয়া করা উচিত এবং প্রার্থনা করা উচিত—যেন আল্লাহ তা'আলা আমাদের আরও নি'য়ামাত দান করেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম। তাঁকে সেই নামগুলো ধরে ডাকতেই পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে। কারণ, এগুলোর রয়েছে ব্যাপক গুরুত্ব এবং তাৎপর্য। পবিত্র এই নামগুলো স্মরণ করে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলে সে প্রার্থনা হয়ে ওঠে আরও শক্তিশালী।

শাইখ 'আলী জাবির আল ফীফী হাফিযাহুল্লাহ্ রচিত *লি আন্নাকাল্লাহ* ঠিক সেরকমই একটি বই। লেখক খুব চমৎকারভাবে আল্লাহর নামগুলোর বর্ণনা এবং সেগুলোর তাৎপর্য উল্লেখ করেছেন বইটিতে। আল্লাহর পবিত্র নামগুলোর গূঢ় অর্থ, সেগুলোর পেছনের নিগূঢ় রহস্যকে লেখক এত চমকপ্রদভাবে তুলে ধরেছেন—যা অনবদ্য। বইটি বাংলাভাষী পাঠকদের আল্লাহর নামগুলোকে অন্যভাবে, অন্যআলোয় দেখতে সহায়তা করবে। আমরা যারা আল্লাহর কাছে একান্তভাবে চাই, আমাদের সেই চাওয়াগুলোকে পূর্ণতা দিতে বইটি কার্যকরী ভূমিকা রাখবে বলে বিশ্বাস করি, ইন শা আল্লাহ।

বইটির অনুবাদ বাংলাভাষী পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে সমকালীন পরিবার আনন্দিত। বইটি পাঠ করে কোনো তৃষাতুর হৃদয় যদি রাহমাতের বারিধারার সন্ধান পায়, তাহলেই আমাদের কষ্ট সার্থক হবে, ইন শা আল্লাহ।

অনুবাদকের কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য—যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন; আর আচ্ছাদিত করেছেন অসংখ্য নি'য়ামতরাজি দ্বারা। যার অশেষ রাহমাত ও অবারিত করুণায় সিক্ত হয়ে আজ বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের মাঝে নির্বাচিত হয়ে আমরা মুসলিম হিসেবে জন্মগ্রহণ করতে পেরেছি অথবা তারই করুণায় সিক্ত হয়ে আমরা মুসলিম হতে পেরেছি। যিনি আমাদের বানিয়েছেন তার নির্বাচিত দলের অন্তর্ভুক্ত, তাওফীক দিয়েছেন তার প্রিয়জন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারী হওয়ার। যিনি পৃথিবীতে আমাদের চলার পথ সহজ করে দিয়েছেন। যিনি আমাদেরকে জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে পথপ্রদর্শন করে গেছেন। আমরা গুনাহ ও অবাধ্যতার পথ বেছে নিয়ে বারংবার অনিবার্য 'আযাবের উপযুক্ত হলেও যিনি বার বার তার ক্ষমা দিয়ে আমাদের ঘিরে রেখেছেন। যিনি... যিনি... এভাবে যতই বলতে থাকি শেষ হবে না!

আমাদের প্রত্যেকেরই নাম আছে, যাকে 'আরবীতে বলা হয় 'ইসম'। আর নাম দ্বারা উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে বলা হয় 'মুসাম্মা'। আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা। তাঁর অনেকগুলো নাম রয়েছে। এ নামগুলোকে বলা হয় 'আল-আসমাউল হুসনা' তথা সুন্দরতম নামসমূহ। দুনিয়ার দিক থেকে আসুন চিন্তা করি।

আপনার কোনো বন্ধুর যদি অনেকগুলো নাম থাকে। আর প্রতিটি নামই আপনার মুখস্থ থাকে, তাকে আপনি অবস্থা অনুসারে প্রতিবারই ভিন্ন নামে ডাকেন, তাহলে সে আপনাকে কতটা কাছের মনে করবে? তার কাছে মনে হবে যে, আপনি তাকে অনেক গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। যে কারণে তার সবগুলো নাম আপনি মনে রেখেছেন। তাহলে যে আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা, যে আল্লাহ তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লামের যবানে আমাদের জানালেন,

إن لله تسعة وتسعين اسماً، مائة إلا واحداً، من أحصاها دخل الجنة

নিশ্চয় আল্লাহর নিরানব্বইটি নাম আছে, একশটির একটি কম। যে এগুলোকে পূর্ণ ঈমানসহ অনুধাবন করল সে জান্নাতে প্রবেশ করল।

এ হাদীসে আল্লাহর নিরানব্বইটি নামই আয়ত্ত করার ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে। এখন এ আয়ত্তের ধরন কেমন হবে? এর উত্তরে ইবনুল কায়্যিম রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন—এটি তিন ভাবে হবে।

১. এ শব্দগুলো জানা

২. এগুলোর মর্মার্থ জানতে পারা

৩. এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে চাওয়া এবং এগুলোর দাবি অনুসারে ‘আমাল করা।[১]

আমরা সবাই আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করি, আমরা জানি, তিনিই আমাদের রব। তিনি গোটা সৃষ্টিকুলের স্রষ্টা ও মালিক। তিনি সকল রাজত্বের মালিক, সমগ্র বিশ্বের পরিচালক। তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। তিনিই আমাদের রব। এ বিশ্বাস রবকে স্বীকৃতি প্রদানের বিশ্বাস। এর নাম ‘তাওহীদুর রবুবিয়্যাহ’ বা প্রভুত্বের তাওহীদ।

এই যে আমরা তাকে বিশ্বজাহানের স্রষ্টা, রিয্‌কদাতা, পরিচালক মেনে নিলাম—এর অপরিহার্য দাবি এই যে, ‘ইবাদাতও তার জন্যই হতে হবে। শারী‘য়াতসম্মত উপায়ে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য যত আমল—তা একমাত্র তার জন্যই নিবেদিত হতে হবে। যুগে যুগে রাসূলগণ এ তাওহীদেরই দা‘ওয়াত দিয়েছেন। সকল সৃষ্টি যেন তার ‘ইবাদাতের দিকে ফিরে আসে সেটাই তিনি চেয়েছেন। এর নাম ‘তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ’ বা ‘ইবাদাতের তাওহীদ।

আল্লাহর সুন্দরতম গুণবাচক নামসমূহ আছে। এ নামগুলোর প্রত্যেকটি তাঁর গুণকে শামিল করে থাকে। যেমন আল-‘আলীম নামটি ইলমের গুণ বোঝায়। আল-হাকীম নামটি হিকমাহ্‌র গুণ বোঝায়। এ নামগুলো কোনো সৃষ্টির গুণাবলির সদৃশ নয়, শুধু এক আল্লাহর জন্যই সাব্যস্ত এ সুন্দরতম নামসমূহ। এ বিশ্বাস ‘তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত’।

---

[১] বাদায়ি‘উল ফাওয়ায়েদ : ১/৬৪

আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করতে হলে এ তিনটি বিশ্বাস অবশ্যই আমাদের ধারণ করতে হবে। সর্বশেষ যে তাওহীদের কথা বলা হলো, তারই একটা প্রতিফলন এ ছোট বইটিতে পাওয়া যাবে ইন শা আল্লাহ। ইবনুল কায়্যিম রাহিমাহুল্লাহর উক্তি প্রণিধানযোগ্য—

"যে ব্যক্তির হৃদয়ে সামান্য পরিমাণ জীবনীশক্তি আছে অথবা মহান রবের প্রতি সামান্য ভালোবাসা আছে অথবা মহান রবের সাক্ষাতের সামান্য পরিমাণ হলেও ইচ্ছা আছে, তার সবচেয়ে বড় লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, সবচেয়ে বেশি প্রচেষ্টা যেন হেয় থাকে এ অধ্যায় জানা, গভীরভাবে অনুধাবন করা, এ সম্পর্কে জানতে চাওয়া ও এগুলো থেকে নতুন কিছু আবিষ্কারের চেষ্টায় রত থাকা। বিশুদ্ধ হৃদয়, প্রশান্ত আত্মাধারী ব্যক্তিগণ এ বিষয়ে জানার পরিবর্তে অন্য কোনো বিষয় জানার প্রতি অধিক আগ্রহী হবে—সেটা ভাবাই যায় না। এ বিষয়ে জানলে তারা যতটা খুশি হবে ততটা খুশি অন্য যে কোনো কিছু অর্জিত হলেও হবে না। যখন তাদের অন্তরে এ নামগুলোর আলোক-ছটা পড়বে তখন অন্য সব আলোর বিচ্ছুরণ সামান্যই মনে হবে।"

আল্লাহর নামগুলো জানা ও তার মর্মার্থ উদঘাটনের প্রতি বরাবরই আমার সীমাহীন আগ্রহ ছিল—আলহামদু লিল্লাহ।

একদিন অনলাইন থেকে কয়েকটি বই ডাউনলোড করলাম। তার মাঝে এ বইটিও ছিল। নামটি দেখেই বেশ পছন্দ হলো। বেশ দ্রুত পড়ে ফেললাম বইটি। পড়ার পরে হঠাৎ অনুবাদ করার চিন্তা মাথায় এলো। সাহস করে আল্লাহর সাহায্য নিয়ে অনুবাদ শুরু করে দিলাম। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে কাজ সম্পন্ন করতে পেরেছি। বইটি পড়তে গিয়ে ক্ষণে ক্ষণে শিহরিত হয়েছি। কখনো এ বই আমাকে গভীরভাবে ভাবতে শিখিয়েছে, সৃষ্টিকর্তার প্রতি আরও অভিমুখী হতে এ বইটি আমাকে উৎসাহী করেছে। সকল প্রশংসা এক আল্লাহর।

বইটির পরতে পরতে লুকিয়ে আছে বিস্ময়। বইটি আপনাকে আল্লাহর গুণবাচক সুন্দরতম দশটি নামের সাথে পরিচিত করবে। নামগুলোর সাথে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের গভীর সম্পর্ক তুলে ধরবে। বইটি ভাবনার এক নতুন দিগন্ত খুলে দিতে সহায়তা করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমরা যারা জীবনে ক্ষণে ক্ষণে আল্লাহকে ভুলে যাই, তাদেরকে আবার প্রভুপ্রেমে উদ্বেল করে তুলবে এ বই।

প্রিয় পাঠক, আমি এক নগণ্য অনুবাদক। এ বই দেখে অনেকে আমাকে লেখক ভেবে বসছেন। বিষয়টি তা নয়। এটিই আমার প্রথম প্রকাশিত অনূদিত গ্রন্থ। এ বইটি আমার

হৃদয়কে স্পর্শ করেছে। আশা করি, পাঠকের হৃদয়ও স্পর্শ করবে, ভাবনার সাগরে ঢেউ তুলবে। আমার অনুরোধ, এ বইটি যেন আল্লাহকে জানার, চেনার শেষ বই না হয় আমাদের। আমরা যেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে চেনার জন্য কুরআন-হাদীসের শরণাপন্ন হই। আসুন, সহীহ মুসলিমের (২৬৬) একটি হাদীস পড়ে নিই—সুহাইব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

'যখন জান্নাতবাসী জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলবেন, "তোমরা কি এমন কিছু চাও—যা আমি অতিরিক্ত দেব?" জান্নাতীগণ বলবে, "আপনি কি আমাদের চেহারা শুভ্র করেননি? আমাদেরকে কি আপনি জান্নাতে প্রবেশ করাননি? আমাদেরকে কি আপনি জাহান্নাম থেকে রক্ষা করেননি?" এ কথার পর আল্লাহ তার পর্দা সরিয়ে দেবেন। তারা (জান্নাতীগণ) তাদের রবকে দেখার মতো এত প্রিয় আর কিছুই পাবে না।'

আমি স্বপ্ন দেখি, এ বইয়ের লেখক, পাঠক, প্রকাশক, সম্পাদকসহ সকল 'ঈমানদার ব্যক্তি যখন হাত ধরাধরি করে জান্নাতে প্রবেশ করব তখন সেই রবকে দেখতে পাবো। এ রকম কোনো বইয়ে যতটুকু জেনেছি ততটুকু নয়, সরাসরি দেখে আমরা চোখ জুড়াবো। আমাদের হৃদয় এক অপার্থিব আনন্দে ভরে যাবে। আমরা যেন দুনিয়ার এ যাত্রায় সফল হয়ে সেই স্বর্গসুখ লাভ করতে পারি সে জন্য আল্লাহর কাছে তাওফীক চাই। আর অনুবাদক হিসেবে আমি যেন এ স্বপ্নটি বাস্তবায়ন করতে পারি—সে জন্য সবার কাছে দোয়া চাই।

সবশেষে ধন্যবাদ জানাই আরিফ আজাদ ভাইকে; যিনি তার মূল্যবান সময় ব্যয় করে বইটি সম্পাদনা করে দিয়েছেন এবং বইয়ে থাকা আমার ভাষাগত দুর্বলতা পরিচর্যা করে শুদ্ধ করেছেন। আরও ধন্যবাদ জানাই সমকালীনের পুরো টীমকে, যারা আমার এ সামান্য অনুবাদকর্ম তাদের প্রকাশনী থেকে ছাপানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বারাকাল্লাহু ফী হায়াতিহিম ওয়া নাফা'আ বিহিমুল উম্মাহ।

আখূকুম ফিল্লাহ

আব্দুল্লাহ মজুমদার

১৫ শাবান, ১৪৩৯ হিজরী।

লেখকের কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য। সালাত ও সালাম প্রিয়তম নাবী, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তার সাহাবী রাযিয়াল্লাহু 'আনহুম এবং তার প্রিয়জনদের জন্য।

এই বইটি মহান আল্লাহ তা'আলার কিছু নাম নিয়ে রচিত। মহা শক্তিধর আল্লাহ্‌ তা'আলার গুণবাচক কিছু নাম নিয়ে আমি এক দুর্বল, এক অক্ষম বান্দা, যার জ্ঞান সীমাবদ্ধ, তবুও আমি লিখেছি আমার মহাজ্ঞানী প্রতিপালক, মহান আল্লাহ্‌র জন্য।

বইটি আমি এমন ধাঁচে লেখার চেষ্টা করেছি, যেন সমাজের মধ্যম স্তরের লোকেরা বুঝতে পারে; অসুস্থ মানুষ বিছানায় শুয়ে, দুঃখী লোকেরা ছলছল চোখে, আর বিপদাপদের মাঝে একজন বান্দা যেন তা পড়তে পারে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে, মহান প্রতিপালক আল্লাহ্‌ রব্বুল 'আলামীনের সাথে নিজের অন্তরকে সম্পৃক্ত করা, তাঁর পরিচয় লাভ করা, তিনি যে আমাকে দেখছেন—এই ভাবনা জাগরুক রাখা, তাকে ভয় করা, তাঁর কাছেই কোনো কিছুর প্রয়োজনে আশা করা—এগুলো যেমন 'আখিরাতে সফলতা এনে দেয়, তেমনই দুনিয়াতেও প্রতিটি বিষয়ে আমাদের বিজয়ের দ্বার খুলে দেয়। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, যত দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা, বিপদ—সবই কেটে যেতে পারে, যদি বান্দা তার সৃষ্টিকর্তার সাথে নিজের সংযোগ স্থাপনে গুরুত্ব দেয়—যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন শুধু তাঁর 'ইবাদাতের জন্যই।

আল্লাহ্‌র নান্দনিক নামগুলো হতে পারে 'ঈমানের বড়সড় একটি দরজা। এর ভেতর দিয়ে বান্দা এক বিশেষ পবিত্র জগতে প্রবেশ করে। যেখানে তার অন্তর আল্লাহর সম্মানে তাকে সিজদা করে এবং তাঁর ভয়ে, বিনম্র ভালোবাসায় তাঁরই অভিমুখী হয়।

এই বইয়ে আল্লাহ্‌র অসংখ্য গুণাবলির হাতেগোনা কয়েকটি দ্বারা আমি অক্ষম বান্দা তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে চেয়েছি। আর প্রথমে আমার নিজেকে এবং তারপর আমার দ্বীনী ভাইবোনদের জানাতে চেয়েছি যে, আল্লাহ্ সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। তাঁর দয়ার ভাণ্ডার অফুরন্ত। তিনি সব কিছু শোনেন, স-অ-ব কিছু দেখেন।

এই বইয়ের মাধ্যমে আমি আমার সেই ভাইয়ের কাঁধে সমবেদনার হাত রাখতে চাই, যে দুঃখ-দুর্দশায় পতিত। আমি এমন ভাইয়ের মাথায় হাত বুলাতে চাই, যে তীব্র মাথাব্যথায় কাতর। এই বইয়ে আমার লেখা বর্ণগুলোতে আমি লুকিয়ে রেখেছি আমার বিনিদ্র রজনীর অশ্রুধারা। যা দ্বারা আমি নিভিয়ে দিতে চাই প্রত্যেকের অন্তরে প্রজ্বলিত বেদনার অগ্নিশিখা।

এই বই রচনার পেছনে আমার ভেতরে আরও যে বিষয়টি কাজ করেছে, সেটি হলো—আল্লাহ্‌র নামগুলো না জানলে তো আমরা মরুভূমিতে পথহারা লোকের মতো হয়ে যাব। মরুভূমির গনগনে রোদে আমাদের দিনগুলো, আমাদের প্রাত্যহিক 'আমালগুলো ঝলসে যাবে। ফলে অন্তরে সারাক্ষণ বিরাজ করবে দুশ্চিন্তার কালো মেঘ।

তাই, আসুন, সবচেয়ে আপনজন হিসেবে আল্লাহকেই বেছে নিই। তাঁকে চেনা এবং জানার চেষ্টা করি। তাঁর ওপর 'ঈমান আনি। তাঁর ওপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করি। কেবল তাঁরই 'ইবাদাত করি। প্রয়োজনে তাঁরই সামনে নত হই। তাঁর নৈকট্য অর্জন করি। অবশ্যই আমরা সুখী হবো। আমাদের ভাগ্য খুলে যাবে।

অন্যথা আমাদের বেছে নিতে হবে ভ্রান্তি ও ভুলের পথ; যে পথে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে পদে পদে। যে পথে ক্লান্তি অনুভূত হয় ক্ষণে ক্ষণে। যে পথ ছিন্নভিন্ন করে মানুষের অন্তরাত্মা।

আমি এ দাবি করব না যে, বইটি জ্ঞানে পরিপূর্ণ অথবা অন্য সকল বইয়ের তুলনায় এটি ভালো। আমি শুধু আল্লাহ্‌র প্রতি আমার নির্ভরতা, আমার অক্ষমতা ও ভুল-ভ্রান্তি স্বীকার করে নেবো।

এই বইয়ে যদি ভালো কিছু থাকে, তবে এটিই চাইবো—তা যেন আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেন। আর যদি অন্য কিছু থাকে, তাহলে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তো জানেনই যে, ভুল আমার পক্ষ থেকেই হয়েছে। আর আমি এও জানি, তিনি ক্ষমা করে থাকেন।

আল্লাহ্‌র কাছে চাই নিয়্যাতের বিশুদ্ধতা, কলম ও অন্তর থেকে উদ্ভূত ভুল-ত্রুটির

মার্জনা। সালাত ও সালাম পাঠ করুন আমাদের নেতা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর। শেষ দু'আ এটিই করি—সকল প্রশংসা সৃষ্টিকূলের রব আল্লাহ্‌র জন্যই।

সূচিপত্র

الصَّمَدُ

আস-সামাদ তথা স্বয়ংসম্পূর্ণ

সমগ্র বিশ্বের সকল সৃষ্টি যদি আপনার কোনো ক্ষতি করতে চায়, বিপরীতে আল্লাহ্ যদি আপনার কোনো ক্ষতি না চান, তাহলে কেউই আপনার কিছু করতে পারবে না।

আবার আল্লাহ্ যদি আপনাকে কোনো অনিষ্ট দ্বারা আক্রান্ত করতে চান, বিপরীতে সমগ্র বিশ্বের সকল সৃষ্টি একত্র হয়েও যদি আপনাকে তা থেকে রক্ষা করতে চায়, তবুও তারা আপনাকে রক্ষা করতে পারবে না।

‘আস-সামাদ’ তথা স্বয়ংসম্পূর্ণ

যদি দেখেন সংকীর্ণ এক জেলখানায় আপনি আবদ্ধ হয়ে পড়েছেন, যেখান থেকে কোনোভাবেই আপনি বের হতে পারছেন না; যদি আপনাকে বিপদাপদ ঘিরে ধরে; নানা প্রয়োজন যদি আপনাকে বেষ্টন করে ফেলে; নানা রকম দুশ্চিন্তায় যদি আপনি অসাড় হয়ে পড়েন আর আপনার অন্তরাত্মা অজানা কোথাও পালাতে চায়—তাহলে জেনে রাখুন, এখনই সময় আপনার রবের প্রতি মুখাপেক্ষী হওয়ার।

জীবনে শক্তিশালী হয়ে উঠতে যা কিছু প্রয়োজন—তার সবই দেবে আল্লাহ্‌র পবিত্র নাম ‘আস-সামাদ’ তথা ‘স্বয়ংসম্পূর্ণ’। এ নাম আপনাকে সাহসের সাথে বাস্তবতার মোকাবেলা করতে সহযোগিতা করবে। আপনাকে দৃঢ়তার সাথে পদক্ষেপ নিতে শক্তি যোগাবে।

এই স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিপালকের সঙ্গে নতুন এক জীবন শুরু করুন। নিশ্চিত থাকুন—আপনার আগামীকাল আজকের থেকে ভালো হবে, বহুগুণে, অনেক দিক থেকেই।

স্বয়ংসম্পূর্ণতার ছায়ায়

‘আস-সামাদ’ (স্বয়ংসম্পূর্ণ) নামটি শুনলেই ভেতরে কেমন যেন এক ধরনের সম্মোহন তৈরি হয়। শব্দটির বর্ণগুলো যেমন শক্তিশালী, অর্থও তেমনই গভীর। যদিও এই নামের স্মরণ খুব কমই হয়ে থাকে তবুও নামটির আলাদা এক গাম্ভীর্য আছে। এই গাম্ভীর্য বান্দাকে ‘ইবাদাতের সময় আল্লাহ্‌র প্রতি একনিষ্ঠ করে তোলে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ‘ইবাদাতে যত বেশি একনিষ্ঠ হবে, তার অন্তর আল্লাহ্‌র প্রতি ততই ঝুঁকবে, ততই তাঁর প্রতি মুখাপেক্ষী হয়ে উঠবে এবং শুধু তাঁরই কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করবে।

চলুন, আমরা ‘আস-সামাদ’ (স্বয়ংসম্পূর্ণ)-এর জগতে প্রবেশ করি। ‘স্বয়ংসম্পূর্ণ’ শব্দ থেকে কিছু পাওয়ার চেষ্টা করি—

স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেন তিনি—সকল সৃষ্টি যার মুখাপেক্ষী, সবাই যার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে, যিনি সবাইকে নিরাপত্তা দান করেন। এটিই এই নামের মহান অর্থ। এই অর্থের পথ ধরেই আমরা এখন যাত্রা করব।

কোনো কিছু চাইতে হলে স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তার কাছেই চাইতে হয়। বিপদাপদ নেমে এলে তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করতে হয়। বিপদে পড়লে ভীত-বিহ্বল হয়ে তাঁর দিকেই ছুটে যেতে হয়।

কুর'আনের ছোট কিন্তু বিশিষ্ট একটি সূরায় তাঁর এই নামটি এসেছে। যে সূরাটি কুর'আনুল কারীমের এক-তৃতীয়াংশের মর্যাদা রাখে। সূরা ইখলাস।

قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ۝١ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ۝٢

বলুন, আল্লাহ্ এক। আল্লাহ্ অমুখাপেক্ষী।[১]

বান্দার যখন কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হয় তখন বলবে, 'আল্লাহ্'।
যখন কোনো পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজন হয় তখনো বলবে, 'আল্লাহ্'।
যখন কোনো রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন হয় তখনো বলবে, 'আল্লাহ্'।
যখন কোনো পথপ্রদর্শনের প্রয়োজন পড়ে তখনো বলবে, 'আল্লাহ্'।
যখন অনুকম্পালাভের প্রয়োজন পড়ে তখনো সে বলবে, 'আল্লাহ্'।

ঢেউতরঙ্গ

তিনি আপনাকে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু দিয়ে ঘিরে রেখেছেন, যেন আপনি তাঁর নাম, তাঁর শান-শওকত, গুণাবলি দিয়ে তাঁর কাছে চাইতে পারেন। আর আপনার এই চাওয়াটাই হবে তাঁর প্রতি আপনার মুখাপেক্ষিতার নমুনা।

জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে আপনি তাঁর প্রয়োজন অনুভব করবেন। নিজ ইচ্ছায় তাঁর কাছে ছুটে যেতে না চাইলে অনিচ্ছায় হলেও আপনাকে তাঁর দিকেই ফিরতে হবে।

কৃষকের ফসল ফলানোর মৌসুম পেরিয়ে যাচ্ছে। জমিতে সেচের প্রয়োজন; কিন্তু সেচযোগ্য পানি কমে এসেছে, তখন আসমানের দিকে তাকিয়ে সে আর্তনাদ করে বলে ওঠে, হে আল্লাহ্!

---

[১] সূরা ইখলাস, ১১২: ১-২

যখন নৌকাযোগে প্রবল ঢেউয়ের মাঝ দিয়ে আরোহীরা ছুটে চলে, বিশাল বিশাল ঢেউ যখন তাদের জীবনপ্রদীপ নিভিয়ে দেওয়ার এক তীব্র ভীতি তাদের অন্তরে সঞ্চার করে চলে, তখন তারা অস্ফুট স্বরে বলে ওঠে, আল্লাহ্!

বৈমানিক যখন ঘোষণা দেয় যে, বিমানের চাকাগুলো কাজ করছে না, সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত এয়ারপোর্টের ওপর বিমানটা আরেকবার চক্কর দেবে, আরোহীরা তখন গুরুত্বপূর্ণ সকল লোকজনের কথা ভুলে যায়। তারা শুধু সেই সত্তাকে স্মরণ করে—যার হাতে সকল কিছুর ক্ষমতা, যিনি নিরাপত্তা দেন সবাইকে, তাকে নিরাপত্তা দেওয়ার প্রয়োজন কখনো পড়ে না এবং সে সক্ষমতাও নেই কারও।

স্ক্রিনে হার্টবিটের কার্যক্রম দেখানো হচ্ছে। আপনি সেই আঁকাবাঁকা রেখাগুলো দেখছেন। অসুস্থ লোকটার নিঃশ্বাস ধীরে ধীরে কমে আসছে। নেমে আসছে হার্টবিটের কার্যক্রমের সূচক-কাঁটাও। স্ক্রিনে রেখাগুলোর নড়াচড়া যখন আপনার সামনে আস্তে আস্তে স্থির হয়ে আসে; ঠিক সেই মুহূর্তে আপনি কিন্তু সহযোগিতার জন্য নার্সকে স্মরণ করেন না। আপনার মাথা থেকে ডাক্তারের নামটাও তখন কর্পুরের মতো উবে যায়। কেবল মুখ থেকে বেরিয়ে আসে একটি কাতর স্বর, 'আল্লাহ্, সাহায্য করুন।

ভ্রান্ত চিন্তা

হুসাইন নামে এক বৃদ্ধ বেদুইন একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলো। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কয়জনের 'ইবাদাত করো, হুসাইন?' সে বলল, 'সাত জনের; ছয় জন যমীনে আর এক জন আসমানে।' নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি ভয় পাও কাকে?' সে বলল, 'যিনি আসমানে আছেন তাঁকে।' তিনি এবার জিজ্ঞেস করলেন, 'হুসাইন, কার কাছে চাও তুমি?' সে বলল, 'যিনি আসমানে আছেন, তাঁর কাছে।' নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন, 'তাহলে যমীনে যারা আছে তাদের বর্জন করো এবং আসমানে যিনি আছেন কেবল তাঁরই 'ইবাদাত করো।' বৃদ্ধ বেদুইন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কথা শুনে ইসলাম গ্রহণ করে নিলেন।[১]

[১] *তিরমিযী,* ৩৮২০-১২/৪৫২

হুসাইন নামের এই বেদুইন স্বয়ংসম্পূর্ণতার মর্ম বুঝতে পেরেছিলেন। কারণ, যার দিকে আপনি মুখাপেক্ষী হবেন, যাকে আপনি ভয় পাবেন, যার কাছে আপনি আপনার সবকিছু সঁপে দেবেন, আপনার সকল চাওয়া-পাওয়া যার দুয়ারে আপনি তুলে ধরবেন, আপনার সকল আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রবিন্দু যিনি হবেন, তিনিই তো আপনার সিজদা পাওয়ার অধিক যোগ্য।

'ঈমান খুবই সহজ একটি জিনিস। এটি অর্জনের জন্য গাদা গাদা বইপত্রের দরকার নেই। কোনো দার্শনিক মতবাদ, যৌক্তিক গবেষণার আবশ্যকীয়তা নেই। 'ঈমান হলো একনিষ্ঠতার সাথে শুধু একটি বাক্য স্বীকার করা, তারপর সেই বাক্য দ্বারা ভ্রান্তির জাল ছিন্নভিন্ন করে দেওয়া।

কুর'আন এ বিষয়টাকে সংক্ষেপে বলছে—

قُلِ ٱللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِى خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ۝

বলুন, আল্লাহ্; তারপর তাদেরকে খেল-তামাশায় মত্ত হতে দিন।[১]

শুধু 'আল্লাহ্' শব্দটিই জীবনের সব মিথ্যাকে ঢেকে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

প্রতিটি মানুষের এই যে শরীর, শরীরের প্রতিটি কোষের গভীরে, শিরার অভ্যন্তরে এমন অনেক কিছু রয়েছে—যা আল্লাহ্কে ভালো করেই চেনে। তাঁর জন্য সিজদায় নত হয়। নিজের অজান্তেই অন্তরের অন্তরীক্ষে তাঁরই জন্য তাসবীহ জপে যায়।

একজন কাফির যদিও কাফির—তা সত্ত্বেও কুর'আনের ধ্বনি তার কানে পৌঁছলে সে নত হয়ে আসে।

সীরাতের বিখ্যাত ঘটনাবলির মধ্যে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার মাসজিদুল হারামে মক্কার মুশরিকদের কাছাকাছি অবস্থান করে সূরা নাজম তিলাওয়াত করছিলেন। সূরা শেষ করার সাথে সাথেই সবাই সিজদা করা শুরু করল। একেবারে সব্বাই সিজদা করে ফেলল। এমনকি যারা তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, তাকে কষ্ট দিয়েছিল, তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল—তারাও। কারণ, তাদের শরীরের কোষে, শিরা-উপশিরায় হঠাৎ করে যে 'ঈমানী শক্তি জেগে উঠেছিল সেটাই তাদের সিজদায় লুটিয়ে পড়তে বাধ্য করেছিল।

[১] সূরা আন'আম, ৬ : ৯১

তারকারাজি

আল্লাহ্ তাঁর বিশেষ বান্দাদের অন্তরে তাঁকে ভালোবাসার প্রয়োজন সৃষ্টি করে দিয়েছেন। বান্দার অন্তরে ভালোবাসার পবিত্র একটি জায়গা আছে। এ জায়গাটি শুধু তখনই পূর্ণ হবে যখন বান্দা আল্লাহ্র প্রতি নত হবে, তাঁর ঘর তাওয়াফ করবে, তাঁর সামনে দাঁড়াবে, তাঁর জন্যই ঘুম থেকে উঠবে আর অকাতরে তাঁর রাস্তায় দান করে যাবে।

এ জীবন যেন প্রতিটি মুহূর্তেই ফিসফিস আওয়াজে বলছে, 'আপনি যাকে খুঁজছেন, তিনি তো 'আরশের উপর আপনার কথা শুনছেন। 'রাহমান (আল্লাহ্) আরশের উপর রয়েছেন।'

এক পাপী একবার রাস্তার ঘুপচি এক গলিতে একাকী পেয়ে একজন নারীর পথ আগলে তাকে কুপ্রস্তাব দিয়ে বসল। সেই নারী তার পাপকাজে বাধা দিয়ে তার প্রস্তাবে অস্বীকৃতি জানালেন। পাপী লোক তাকে উৎসাহ দিয়ে বলল, 'আমাদের কেউ দেখছে না, শুধু তারকাগুলো দেখছে।' তখন তিনি সাহসের সাথেই জবাব দিলেন, 'তাই যদি হয়, তাহলে এ তারকারাজি যিনি স্থাপন করেছেন তিনি কোথায়?' তিনি তো দেখছেন।

এই নারীর অন্তর ছিল আল্লাহ্র প্রতি মুখাপেক্ষী। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, আল্লাহ্ তাকে দেখছেন, আল্লাহ্ সব জানেন, তিনি সব শোনেন। তার বিশ্বাস ছিল, তিনি সবই দেখেন; আর তাঁর জ্ঞান সবকিছুকে বেষ্টন করে আছে। তো, আল্লাহ্র প্রতি আপনার মুখাপেক্ষিতা সালাত আদায়ের সময় কা'বাঘরের প্রতি মুসল্লীর নির্ভরতার মতো হতে হবে। অন্তর এমনই হওয়া চাই। অন্তরের কামনা-বাসনা সবদিকেই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকতে পারে; তবে সামনের দিকটা থাকবে কেবল আল্লাহ্র জন্যই।

আপনার অন্তরের ডান দিকটাকে যেদিকে ইচ্ছে ফেরান। বাম দিকটাও যেদিকে ইচ্ছে ফিরিয়ে নিন; কিন্তু সামনের দিকটা শুধু আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই রাখবেন। তিনি যে আপনাকে দেখছেন—এই ভাবনাটি মাথায় স্থির রাখবেন। কেবল তাঁকেই আপনার সবটুকু ভালোবাসা উজাড় করে দেবেন।

আপনি তো তাঁকে ভুলে যান

কখনো যদি কোনো কিছু খুঁজে না পান, তাহলে অনর্থক চিন্তা বাদ দিন। আল্লাহ্র দিকে মুখ করুন। তাঁর কাছে চান। তিনিই সেটা হারানোর ব্যবস্থা করেছেন, যেন বান্দা

তাঁর মুখাপেক্ষী হয়ে তাঁর আশ্রয় কামনা করে। যেন বান্দা বলে, 'আল্লাহ্, আমার হারানো জিনিসটা আমাকে ফিরিয়ে দিন।' তিনি চান—আপনি যেন তাঁকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন, আর আপনার প্রয়োজনকে ভুলে যান। অথচ আপনি আপনার প্রয়োজনীয় বস্তু নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন আর ভুলে বসে আছেন আল্লাহ্কে!

এ ব্যাপারে শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ্-র খুব দামী একটি বক্তব্য আছে। অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করে দেখুন, বিপদ-আপদ, দুঃখ-কষ্টের সময় বক্তব্যটি মনে করুন। তিনি বলেছেন,

'বান্দা প্রায়ই বিপদে পড়ে। সে আল্লাহ্র কাছে নিজের প্রয়োজন উত্থাপন করে, তাঁর কাছে চায়, বিপদ থেকে মুক্তি কামনা করে। সে বিনয়ের সাথে চাইতে থাকে। মাধ্যম হিসেবে সে 'ইবাদাত-বন্দেগী শুরু করে। প্রাথমিক অবস্থায় তার লক্ষ্য থাকে রিয্ক, সাহায্য, নিরাপত্তা বা এ ধরনের কিছু পাওয়া; কিন্তু বিনয়ের সাথে চাওয়ার ফলে সে আল্লাহ্কে চিনতে পারে। আল্লাহ্র প্রতি তার ভালোবাসা জন্মায়। আল্লাহ্কে ডেকে ও স্মরণ করে সে তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ লাভ করে। এই স্মরণই একসময় তার কাছে ওই প্রয়োজনের চেয়ে প্রিয় হয়ে ওঠে। বান্দাদের প্রতি এটি আল্লাহ্র এক ধরনের দয়া। এভাবে অনেক সময় দুনিয়াবী প্রয়োজন দিয়েই তিনি বান্দাদের দ্বীনী উচ্চ স্থানে পৌঁছে দেন।'

মূসা 'আলাইহিস সালামের সময় একবার বৃষ্টিবর্ষণ বন্ধ হয়ে গেল। প্রচণ্ড খরা দেখা দিল। সম্প্রদায়ের হাজার হাজার নারী-পুরুষ-শিশু নিয়ে মূসা 'আলাইহিস সালাম পথে বেরিয়ে এলেন। দেখলেন, একটি পিঁপড়া মেঘমালার প্রভুর প্রতি মুখাপেক্ষী হয়ে আসমানের দিকে হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে। মূসা 'আলাইহিস সালাম বুঝতে পারলেন মুখাপেক্ষিতার অর্থ। এই যে পিঁপড়ার বিনয়, এই বিনয়ে আসমান থেকে অঝোর ধারার বর্ষণ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। তিনি নিজ সম্প্রদায়কে বললেন, 'তোমরা ফিরে চলো।' তারা ফিরে যাওয়ার সময়ই বিদ্যুৎ চমকানোর আওয়াজ আর গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হলো।

ছোটবেলায় শুনতাম, একজন কারী দু'আ করছেন, 'আল্লাহ্, আপনার দুয়ারে আমরা বাহন থামালাম.. আপনার দান থেকে আমাদের বঞ্চিত করবেন না।' তো এই যে মহান দানশীলের দরজায় বাহন থামানো—এর নামই মুখাপেক্ষিতা।

কেবল তাঁর প্রতি মুখাপেক্ষী হোন

আপনি রোগাক্রান্ত হয়েছেন; আপনাকে অবশ্যই জেনে রাখতে হবে, ঔষধকে যদি তিনি আপনার শরীরে কাজ করার অনুমতি না দেন, তাহলে আপনার ওই রোগ কিছুতেই ভালো হবে না। তাই নিজের সুস্থতার জন্য কেবল তাঁর প্রতি মুখাপেক্ষী হোন।

আপনাকে এই দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে, তিনি যদি ওই চলন্ত গাড়িটা আপনার দিক থেকে ঘুরিয়ে না দিতেন তাহলে আপনি এতক্ষণে মৃতদের একজন হয়ে পড়ে থাকতেন। তাই নিজেকে রক্ষার জন্য আপনি তাঁর প্রতি মুখাপেক্ষী হবেন।

আপনাকে এই দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে, তিনি যদি আপনাকে রক্ষা না করতেন, তাহলে সামুদ্রিক যানে আরোহণের পর সেটি উল্টে এতক্ষণে আপনি মাছের খাবারে পরিণত হতেন। তাই তিনি যেন সর্বদা আপনার সাথে থাকেন—সে জন্য আপনি তাঁর প্রতি মুখাপেক্ষী হবেন।

আপনার উচিত তাঁর প্রতি মুখাপেক্ষী হওয়া—যেন আপনার আত্মা প্রশান্তি পায়, যেন আপনার ভেতরের অস্থিরতা দূর হয়। কেননা, তাকে ব্যতীত কল্পনা করলে আপনাকে শুধু দিগ্বিদিক হন্তদন্ত হয়ে ছুটে বেড়াতে হবে। আর এতে আপনি ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে পড়বেন।

এই যে যারা জাহাজের ওপর আছে, তাদের কথাই ভাবুন। অন্তহীন সমুদ্রে জাহাজ যখন দুলতে আরম্ভ করে, মৃত্যু একেবারে নিকটে চলে আসে, যখন প্রবল ঝড় তাদেরকে টালমাটাল অবস্থায় ফেলে, দেখবেন, সব ধর্মের লোকেরা তখন কেবলই একজনের নাম বলছে—'আল্লাহ্!'

هُوَ ٱلَّذِى يُسَيِّرُكُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا كُنتُمْ فِى ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا۟ بِهَا جَآءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَآءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوٓا۟ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ ۙ دَعَوُا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَئِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِۦ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّٰكِرِينَ ﴿٢٢﴾

তিনিই তোমাদের জলে-স্থলে ভ্রমণ করান। এমনকি তোমরা যখন নৌযানে আরোহণ কর এবং সেগুলো আরোহী নিয়ে অনুকূল বাতাসে বেরিয়ে যায় এবং তারা তাতে আনন্দিত হয়, তারপর যখন দমকা হাওয়া বইতে শুরু করে এবং চারদিক থেকে উত্তাল তরঙ্গমালা ধেয়ে আসে, আর তারা নিশ্চিত ধারণা করে যে, এবার তারা ঘেরাও হয়ে পড়েছে, তখন তারা

দ্বীনের প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে আল্লাহ্‌কে ডেকে বলে, 'আপনি আমাদের এ (বিপদ) থেকে বাঁচালে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হবো।'[১]

তাঁর প্রতি মুখাপেক্ষী হওয়ার মতো কিছু প্রয়োজন, কিছু উপকরণ আপনার মধ্যে তিনি সৃষ্টি করে রেখেছেন। আপনি যদি 'আল্লাহ্' বলে একবার ডাকেন, তাহলে আপনার ভেতরটা নিরাপত্তায় নিশ্চিন্ত হয়ে উঠবে। প্রয়োজনের কথা যদি ইচ্ছায় না বলেন, তবু অনিচ্ছায় হলেও আপনাকে বলতেই হবে। যদি আপনি 'ঈমানদার অবস্থায় না বলেন, তবে তা জোর করে হলেও অন্য অবস্থায় আপনাকে বলতে হবে। যদি সুখের সময় তাকে মনে না করেন, তাহলে কষ্টের সময় তাঁর নামেই আপনাকে চিৎকার করতে হবে।

কম্পাস

তাঁর কাছে ফিরে আসার জন্য আমরা কেন বিপদের অপেক্ষা করি? কেন বিপদই আমাদেরকে তাঁর কথা মনে করিয়ে দেয়? সমস্যায় পড়লে তবেই কেন আমরা মাসজিদ পানে ছুটি?

আমাদের কি উচিত নয় বিপদ-আপদ সমস্যা ছাড়াও তাঁর কাছে আশ্রয় চাওয়া?

এই যে সুস্থতা, 'ঈমান, নিরাপত্তা, সুখ ইত্যাদি তিনি আমাদের দিয়েছেন, তা কি পরিমাণে এতই কম যে, বিপদে পড়া ব্যতীত আমরা তাঁর প্রতি মাথা নত করব না? বিপদে না পড়লে, নিরাপদ থাকাকালে আমরা আল্লাহকে স্মরণ করবো না?

আপনার অন্তরের কম্পাসটাকে তাঁর দিকে ফিরিয়ে নিন। তারপর তাঁর দিকে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও ছুটে যান। আপনাকে তাঁর কাছে পৌঁছতে হবেই। 'তোমরা যেদিকেই মুখ ফিরাও না কেন, সেদিকই আল্লাহ্‌র দিক।'

আপনি যদি সকালে একজনের বাড়িতে আশ্রয় চান, দেখবেন সকালে আপনাকে সে আশ্রয় দিলেও বিকেলে আপনার জন্য দরজা বন্ধ করে দেবে। সে আপনাকে একজনের বিপক্ষে সাহায্য করলেও স্বাভাবিকভাবেই অন্যজনের বিপক্ষে সাহায্য না-ও করতে পারে। আজ কিছু দিলে আগামীকাল নাও দিতে পারে; কিন্তু আল্লাহ্ কক্ষনো এমনটা করবেন না।

[১] সূরা ইউনুস, ১০ : ২২

هُوَ ٱلْحَىُّ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَٱدْعُوهُ ⑯

তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তাই তাঁকে ডাকো।[১]

তিনি দিনে-রাতে সব সময় বান্দাকে দান করে যান। আপনি নির্যাতিত হলে তিনি আপনাকে সাহায্য করেন। তিনি কক্ষনো বান্দার প্রতি রাগান্বিত হয়ে নিজের দানের দরজা বন্ধ করেন না। তাঁর হাত দিন-রাত দান করে যায়। তিনি মহান দানশীল। এ জন্যই সকল সৃষ্টি তাঁর প্রতি মুখাপেক্ষী হয়ে আছে। আপনি যদি কোনো প্রয়োজনে অন্য কারও প্রতি মুখাপেক্ষী হন, তাহলে ব্যর্থ মনোরথ নিয়েই আপনাকে ফিরতে হবে। কোনো সন্দেহ নেই।

অন্য কারও কাছে চাইলে সে হয়তো আপনার কথা শুনবে না, শুনলেও আপনার প্রয়োজন পূরণ করতে দেরি করবে; অথবা প্রয়োজন কিছুটা পূর্ণ করবে, কিছুটা থাকবে; অথবা প্রয়োজন পূর্ণ করে দেবে ঠিকই, তবে এক চামচ অপমানের সাথে; অথবা অপমানও করবে না, কিন্তু তবুও আপনি তার কাছে ছোট হয়ে যাবেন।

অন্তরটা কেবল তাঁর জন্যই রাখুন

অনেক আগে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার পড়াশোনার একটি বিষয়ের ওপর লেখা জমা দেওয়ার জন্য গিয়েছিলাম। যে ভদ্রলোকের কাছে লেখা জমা দিতে হবে, তার কাছে যখন আমার লেখার বিস্তারিত বর্ণনা দিতে গেলাম, তিনি বললেন, 'এত বেশি কথা বলার দরকার নেই।'

মানুষ চায় না, আপনি বিস্তারিত কিছু তাদের কাছে বলেন; কিন্তু আল্লাহ্‌র সামনে আপনি বিস্তারিত বলবেন, বেশি করে চাইবেন—এটাই আল্লাহ্ পছন্দ করেন। যে বান্দা আল্লাহ্‌র কাছে বেশি বেশি চায়, তাকেই তো আল্লাহ্ ভালোবাসেন। তাহলে কেন আপনি তাঁকে ছেড়ে অন্য কারও কাছে চাচ্ছেন?

নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু 'আনহু-কে বললেন—

[১] সূরা মু'মিন, ৪০ : ৬৫

إذا سألت فاسأل الله

তুমি চাইলে আল্লাহ্‌র কাছেই চাইবে।[১]

যখনই আপনার কোনো কিছুর প্রয়োজন হবে, তখন তা যার কাছে চাইবেন—তিনি যেন আল্লাহ্‌ই হন।

এক আল্লাহ্‌ভীরু ব্যক্তি থেকে আবূ হামিদ আল-গাযালী রাহিমাহুল্লাহ্‌ একটি কথা বর্ণনা করেছেন—যা আমার খুবই ভালো লেগেছে। সেখানে তিনি আল্লাহ্‌র মহান নামের ব্যাপারে বলছেন, 'আপনার অন্তরটি আপনি অন্য সব কিছু থেকে শূন্য করে শুধু আল্লাহ্‌র জন্য রাখুন। তারপর তাঁকে যে নামেই ডাকবেন তিনি সাড়া দেবেন।'

এটাই মুখাপেক্ষিতার অর্থ। আপনার অন্তরে আল্লাহ্‌র নামটি সরব রাখুন। তারপর তিনি সন্তুষ্ট হন এমন কোনো কথা বলুন—যাতে থাকবে তাঁরই স্নেহের পরশ ও কোমল ছোঁয়া।

আপনার ওপর যখন কোনো বিপদ আসে, ধরে নিন সেটি কোনো চিঠি। এ চিঠি আপনাকে বলছে, 'আপনার একজন রব আছেন। তাঁকেই ডাকুন।'

আপনার অসুস্থতা একটি বার্তা, যেন আপনি আপনার রবের প্রতি বিনয়ী হতে পারেন। আপনার দারিদ্র্য একটা সংকেত, যেন সিজদায় আপনি তাঁর প্রতি নত হতে পারেন। আপনার দুর্বলতা আপনাকে বলছে, 'আপনি সর্বশক্তিমানের কাছে শক্তি চান।'

আপনার জীবনের সবকিছু চিৎকার করে আপনাকে বলে, আপনার একজন রব আছেন, তাঁর প্রতি মুখাপেক্ষী হোন।

ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু 'আনহুর উল্লিখিত হাদীসটিতে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

তুমি আল্লাহ্‌র (বিধানসমূহের) রক্ষণাবেক্ষণ কর (তাহলে) আল্লাহ্‌ও তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। তুমি আল্লাহ্‌র (অধিকারসমূহের) স্মরণ রাখো, তাহলে তুমি তাঁকে তোমার সম্মুখে পাবে।[২]

---

[১] *তিরমিযী*, ২৫১৬
[২] *তিরমিযী*, ২৫১৬

আপনার অন্তরের গভীরে, চিন্তা-চেতনায়, কর্মকাণ্ডে তাঁকে ধারণ করুন। তাহলে তিনি আপনাকে সাহায্য, আনুকূল্য ও সমর্থন দিয়ে আপনার পাশেই থাকবেন।

এটি একটি বাস্তবতা যে, মুখাপেক্ষিতার কারণে বান্দার অন্তর ততক্ষণ প্রশান্ত হয় না যতক্ষণ না সে তার সকল বিষয় মহান আল্লাহর চিরস্থায়ী রাজত্বের দরবারে আনুকূল্য ও প্রশান্তি পাওয়ার জন্য পেশ করে।

কয়েক কদম

যেদিকে ইচ্ছে তাকান; তবে আপনার অন্তরে আলাদা দুটি চোখ রাখবেন, যে চোখ দুটি শুধু আল্লাহর-ই মাহাত্ম্য দেখবে।

যা ইচ্ছে বলুন; তবে আপনার অন্তরে একটা জিহ্বা রাখবেন, যেটি শুধু তাঁকে স্মরণ করেই কথা বলবে। সবার কথা শুনবেন, তবে অন্তরে একটি কান রাখবেন, যেটি শুধু তাঁর কথাই শুনবে।

যে পথে ইচ্ছে হাঁটতে পারেন; তবে অন্তরে অন্তরেও কয়েক কদম হাঁটুন, যে হাঁটার গন্তব্য হবে মহান রবের 'আরশ।

আপনার অন্তর, আত্মা, চিন্তা, দেহ, ইচ্ছা, ধ্যান-ধারণা—সবকিছুকেই তাঁর মুখাপেক্ষী করে তুলুন।

কখনো কলম হাতে নিলে মনে মনে বলুন, 'আমি এ কলম দিয়ে যা লিখবো তাতে কি আল্লাহ্ খুশি হবেন?'

কোনো কথা বলতে গেলে ভেবে নেবেন, 'আমি যা বলব তাতে কি তিনি সন্তুষ্ট হবেন?'

যে কোনো অবস্থায় উপনীত হওয়ার পর নিজেকে প্রশ্ন করবেন, 'আমার এ অবস্থাটা কি তাঁর কাছে পছন্দনীয়?'

একটা অদৃশ্য এলার্ম আপনার অন্তরের ভেতরে সেট করে দিন; যেটা বলেই চলবে, 'আল্লাহ্ কী চান, আল্লাহ্ কী চান, আল্লাহ্ কী চান?'

সর্বাবস্থায় তাঁর মুখাপেক্ষী হোন। মধ্যরাতে জেগে উঠলে তাকেই স্মরণ করুন। তাকে স্মরণ না করলে আপনার সব চিন্তাই যে বিফল। আপনার কল্পনায় যদি তার

নামের ভালোবাসা জেগে না ওঠে যদি না থাকে তাহলে আপনার বিবেক নষ্ট। আপনার সব স্বপ্ন তখন গিরি-খাদের মতো হবে, যা একসময় আপনাকে বিপদে ফেলবে। তবে আপনার অন্তরে যখনই সেই চিরঞ্জীব সত্তার স্মরণ আসে তখন সেই স্বপ্নগুলো ভরে ওঠে গাছ, নদী ও পাখির কলরবে; পরিণত হয় এক অনাবিল সৌন্দর্যের ভূমিতে।

উত্থান

যদি আপনার আত্মাকে শিখিয়ে নিতে পারেন যে, ক্রমান্বয়ে কীভাবে তাঁর নিকটবর্তী হয়ে উঠতে হবে; দেখবেন, সে এক সময় দুনিয়াবী চাওয়া বেশি চাইতে লজ্জাবোধ করবে। কারণ, আপনাকে তো দুনিয়া চাওয়ার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। আপনার চাওয়া-পাওয়া সব তো 'আখিরাতকেন্দ্রিকই।

- একবার খলীফা কা'বা ঘর তাওয়াফ করতে গিয়ে ইবনু 'উমারকে বললেন, 'ইবনু 'উমার, আমার কাছে কিছু চাও তো।'

- তখন ইবনু 'উমার আল্লাহ্‌র প্রতি মুখাপেক্ষী এক উত্থিত মানুষের মতো খলীফার দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, 'দুনিয়াবী, না 'আখিরাতের বিষয়?'

- খলীফা বললেন, 'আখিরাতেরটা তো আল্লাহ্‌র নিকটই। আমার কাছে দুনিয়াবী কিছু চাও।'

- উত্তরে ইবনু 'উমার বললেন, 'দুনিয়ার মালিকের কাছেই দুনিয়া চাইনি, আর যে কিনা দুনিয়ার মালিক নয়, তার কাছে কীভাবে আমি দুনিয়া চাই?'

তো, আল্লাহ্‌র প্রতি মুখাপেক্ষিতা আপনাকে অপমানিত করবে না; বরং আপনার ব্যক্তিত্বকে মহান করে তুলবে। এইসব ধুলাবালির রাজাদের আপনি কখনোই পরোয়া করবেন না। দুনিয়া এমন একটা জিনিস—যার দিকে আল্লাহ্‌র প্রতি মুখাপেক্ষী বান্দারা কখনো ফিরেও তাকায় না।

ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ্-কে এক আমীর বলেছিলেন, ' আচ্ছা, শুনলাম, আপনি আমাদের রাজাকে খুঁজছেন?'

ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ্ মাথা উঁচু করে বললেন, 'আল্লাহ্‌র কসম, আমার কাছে আপনার এই রাজার দুই পয়সারও দাম নেই।'

যে লোক রাতের প্রান্তভাগে আল্লাহ্‌র দিকে মুখ ফেরায় সে কীভাবে দিনের প্রান্তভাগে এসে এক টুকরো মাটির মুখাপেক্ষী হয়ে নিজেকে লাঞ্ছিত করবে?

বাস্তবতা

যখনই আপনি আপনার প্রয়োজনে তাঁর মুখাপেক্ষী হবেন, তখনই আপনার প্রয়োজনটা হাতের নাগালে চলে আসবে। আল্লাহ্‌র পথে আসা ছাড়া আপনার কোনো ইচ্ছাই পূর্ণ হওয়া সম্ভব না। আল্লাহ্‌র আঙিনা ছাড়া আপনার কোনো প্রয়োজনেরই অস্তিত্ব নেই। আল্লাহ্‌র ইশারা ছাড়া কোনো কিছু ঘটার সম্ভাবনাও নেই। তিনি ছাড়া আর কেউই নেই—যার দ্বারা এই জগতে কোনোকিছু ঘটতে পারে।

তাঁর শক্তি ও ইচ্ছা ছাড়া একটি কোষও নড়তে পারে না, একটি অণুও জন্মাতে পারে না, পানির একটি ফোঁটাও বাষ্পে পরিণত হতে পারে না, গাছের একটি পাতাও ঝরে পড়তে পারে না।

আল্লাহ আপনাকে রক্ষা করলে সকল সৃষ্টি মিলে আপনার এক তিল পরিমাণ ক্ষতি যেমন করতে পারবে না, তেমনই আল্লাহ্ যদি আপনার ক্ষতি চান তাহলে সকল সৃষ্টি মিলে আপনাকে কোনোভাবেই সেই ক্ষতি থেকে বাঁচাতে পারবে না।

তাই আল্লাহ্‌র কাছেই ফিরে আসুন। তাঁর কাছে আশ্রয় চান, আপনার দায়িত্বটা তাঁর হাতে ছেড়ে দিন। তিনিই তো সেই অমুখাপেক্ষী প্রভু—যিনি জন্ম নেননি, এবং কাউকে জন্ম দেননি। তাঁর সমকক্ষও কেউ নেই।

হে আল্লাহ্, আপনি আমাদের অন্তরকে আপনার মুখাপেক্ষী করে দিন। আমাদের মনকে এমন করে দিন—যেন আমরা কেবল আপনার কাছেই হাত পাতি, আপনার দরবারেই শুধু ধরনা দিই। আপনি ছাড়া আর কোনো সৃষ্টির কাছে যেন আমরা সাহায্য না চেয়ে বসি।

الْحَفِيظُ

আল-হাফীয তথা মহারক্ষক

আমরা এন্টিস্লিপ, গাড়ির ব্রেক, প্রতিরক্ষামূলক বেলুন আর সিটবেল্টের উপকারিতা জানি ঠিকই; কিন্তু আমাদের কী দুর্ভাগ্য, এর সক্ষমতা-অক্ষমতা—সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌কে আমরা ভুলে যাই!

আল-হাফীয তথা মহারক্ষক

যদি অনুভব করেন, আপনার জীবনে বিপদ নেমে আসছে, রোগ আপনার স্বাস্থ্যের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াচ্ছে, আপনার ছেলেটি আপনার থেকে দূরে আছে; আর আপনি তাকে হারিয়ে ফেলার ব্যাপারে শঙ্কিত, অথবা খারাপ সঙ্গীর সাথে মিশে তার বখে যাওয়ার আশঙ্কা করেন; অথবা আপনি মনে করতে পারেন, আপনার জমানো সম্পদ আস্তে আস্তে শেষ হতে শুরু করেছে; তাহলে জেনে রাখুন, আল্লাহ্‌র 'আল-হাফীয' তথা 'মহারক্ষক' নামটি আপনার জানা দরকার। এই মহান নামের স্পর্শে আপনার 'ঈমানকে নবায়ন করা প্রয়োজন। আপনার জন্য এই নাম নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করার এখনই সময়।

একমাত্র তিনিই আপনার জীবন রক্ষা করবেন, আপনার স্বাস্থ্য রক্ষা করবেন, আপনার সন্তানদের রক্ষা করবেন আর রক্ষা করবেন আপনার সহায়-সম্পত্তি। বস্তুত আপনার জীবনের সবকিছুর রক্ষণাবেক্ষণকারী একমাত্র তিনিই।

হে আত্মা, প্রশান্ত হও

বিখ্যাত মুফাস্‌সির শাইখ আব্দুর রাহমান আস-সা'দী রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন, 'মহারক্ষক তো তিনি, যিনি তাঁর সব সৃষ্টিকে রক্ষা করেন। তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার সবকিছুর ব্যাপারে জ্ঞান রাখেন। তিনি তাঁর প্রিয় বান্দাদের গুনাহ ও ধ্বংসাত্মক কাজে পতিত হওয়া থেকে রক্ষা করেন। সর্বাবস্থায় নিজ দয়ায় তাদের আচ্ছাদিত করে রাখেন।'

সংরক্ষণের সর্বশেষ পর্যায় তাঁর কাছেই এবং শ্রেষ্ঠ তত্ত্বাবধান তাঁরই। তিনি সাথে থাকলেই আপনি পূর্ণ প্রশান্তি লাভ করবেন।

اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي

আল্লাহ্, আমাকে আপনি রক্ষা করুন সামনের, পেছনের, ডানের, বামের ও উপরের দিক থেকে। আর আমি নিম্নমুখী গুপ্তহত্যার শিকার হওয়া থেকে আমি পানাহ চাই।[১]

[১] *ইবনু মাজাহ, ৩১২১*

আপনি তাঁর কাছে ছয় দিকের বিপদ-আপদ থেকে আশ্রয় চান। আপনি চাইবেন, সংরক্ষণের একটি গোলক যেন আপনাকে সবদিক থেকে ঘিরে রাখে। আর এ ব্যাপারে শুধু আল্লাহ্ই সক্ষমতা রাখেন।

তিনি আপনার চোখ-কান রক্ষা করেন। আর এই রক্ষাণাবেক্ষণের কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আমরা তাকে দিনে-রাতে ডেকে যাই

اللهم عافنى فى سمعى، اللهم عافنى فى بصرى

আল্লাহ্, আমার কানের নিরাপত্তা দিন। আল্লাহ্, আমার চোখের নিরাপত্তা দিন।[১]

আপনার চোখ-কান হারালে আপনি এ সৃষ্টিজগত চেনার যন্ত্রই হারিয়ে ফেলবেন। এক বিশাল অন্ধকার জগতে নিরুদ্দেশ হয়ে যাবেন। ভয়ঙ্কর নীরবতা দিয়ে দুনিয়া আপনাকে শ্বাসরুদ্ধ করে ফেলবে।

قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَٰرَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُم مَّنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ
الانعام ٤٦

আপনি বলুন, বলো তো দেখি, যদি আল্লাহ্ তোমাদের কান ও চোখ নিয়ে যান এবং তোমাদের অন্তরে মোহর এঁটে দেন, তবে আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের এমন কোন উপাস্য আছে, যে তোমাদের এগুলো এনে দেবে?[২]

মহান রক্ষক তো তিনিই, যার দেওয়া কান দিয়ে আপনি হারাম শোনেন। অথচ মুহূর্তের মধ্যে তা অক্ষম করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তিনি আপনাকে তা ব্যবহার করার সুযোগ দেন।

মহান রক্ষক তো তিনিই, যার দেওয়া চোখ দিয়ে আপনি হারাম দেখেন। অথচ ক্ষণিকের মধ্যে তাঁর দৃষ্টি কেড়ে নেওয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তিনি আপনাকে তা ব্যবহার করার সুযোগ দেন।

তিনি আপনার দ্বীনেরও সংরক্ষক। আর এর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য আপনি সিজদায় গিয়ে বলবেন, হে অন্তরসমূহ ও দৃষ্টিসমূহের পরিবর্তনকারী, আমার অন্তরকে আপনার দ্বীনের ওপর অটল রাখুন।

---

[১] *আবু দাউদ*, ৫০৯০
[২] সূরা আন'আম, ০৬ : ৪৬

ভ্রান্তির পথগুলো

তিনি যদি আপনার অন্তরকে দ্বীনের ওপর অটল না রাখতেন তাহলে সন্দেহের পশুগুলো আপনার দ্বীনকে খাবলে খেত, প্রবৃত্তির ষণ্ডারা আপনার দ্বীনকে অপহরণ করত।

এমন অনেক 'আলিম আছেন যারা বইপত্রের মাঝে জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন; কিন্তু আল্লাহ্ তাদের বিশ্বাস বিশুদ্ধ করতে চাননি। তাই তারা শেষ বয়সে আল্লাহ্কে অস্বীকার করে বসে; বিদ'আতে লিপ্ত হয়; কিন্তু দেখুন, কত সামান্য 'আমাল নিয়েও আপনি তাঁকে সিজদা করতে পারছেন। এভাবেই মহারক্ষক আল্লাহ্ আপনার দ্বীন সংরক্ষণ করে রেখেছেন।

'ইলম থাকা সত্ত্বেও যারা অপদস্থতার শিকার হয়েছে, এমনই একজন 'আলিম, নাম তার 'আব্দুল্লাহ্ আল-কাসিমী। দ্বীনের জন্য তিনি একটি বই রচনা করেছিলেন। বইটির নাম *আস-সিরা বাইনাল ইসলাম ওয়াল ওয়াসানিয়্যাহ*। তার এই বই নিয়ে কেউ কেউ বাড়িয়ে বলতে গিয়ে বলেন, 'তিনি জান্নাতের মোহরানা দিয়ে দিয়েছেন'। হারাম শরীফের মিম্বরে পর্যন্ত তার প্রশংসা করা হয়েছিল; কিন্তু কয়েক বছরের ব্যবধানে তার মনে সন্দেহ দানা বাঁধতে শুরু করে। (এমন ফিতনা থেকে আল্লাহ্ আমাদের রক্ষা করুন)। তার মনে সন্দেহ দানা বাধতে থাকে। তারপর তার ধারনাকৃত সেই সন্দেহগুলো একদিন তত্ত্বে রূপ নেয়, বাস্তব চিন্তায় পরিণত হয়। এরপর সেই ভ্রান্তির বেড়াজালে, সন্দেহের ধ্বংসস্তুপে ভর করে সে কলম ধরে ইসলামকে আক্রমণ করে; একটি বইও লিখে ফেলে *হাযিহি হিয়াল আগলাল* নামে। সেখানে সে দাবী করে বসল, 'আল্লাহ্‌র এই দ্বীন এখন শিকল ও জেলখানায় পরিণত হয়েছে।' আমরা আল্লাহ্‌র কাছে এ রকম লাঞ্ছনা থেকে পানাহ চাই।

মহারক্ষক তো তিনিই, যিনি আপনার দ্বীনকে সংরক্ষণ করেন। আপনার মাথায় জমে থাকা জ্ঞানের স্তুপ সংরক্ষণ করার কোনো দরকার তাঁর নেই। আপনার উচিত জ্ঞান নিয়ে অহংকার না করা। কুর'আন মুখস্থ করেছেন—এ নিয়ে গর্বের কিছু নেই। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কিছু হাদীস মুখস্থ বলতে পারেন—এ নিয়ে কীসের বড়াই! আল্লাহ্ যদি দয়া করে আপনার দ্বীনকে সংরক্ষণ না করেন তাহলে আপনি নির্ঘাত বিভ্রান্তিতে নিপতিত হবেন। এই যে বাল'আম ইবনু বাউরা[১]-কে আল্লাহ্‌র মহান নামের (ইসমে আ'যম) জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল, যেন

[১] বাল'আম ইবনু বাউরা মূসা 'আলাইহিস সালামের সময় অ-ইয়াহূদীদের মধ্যে একজন গুরুত্বপূর্ণ

যে কোনো সময় তাকে তাঁর নামে ডাকলেই তিনি সাড়া দেন। এই মহান নাম তাকে পথভ্রষ্ট হওয়া থেকে বাঁচাতে পারল না। সে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিল।

আমরা আল্লাহ্‌কে ভুলে যাই

তিনি আপনার জীবন রক্ষা করেন। এ জন্যই প্রিয়জনদের থেকে বিদায় নেওয়ার সময় আমরা বলি—

أستودعك الله الذى لاتضيع ودائعه

আপনাকে সেই আল্লাহ্‌র কাছে আমানত রাখছি, যার আমানতগুলো হারিয়ে যায় না।[১]

যে আমানত আল্লাহ্‌র সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের আওতায় রয়েছে তা হারানো যে অসম্ভব।

কোনো দুর্ঘটনায় যদি কোনো মানুষ বেঁচে যায় তাহলে তার পেছনে অবশ্যই একজন সংরক্ষণকারী থাকেন—যিনি তাকে বাঁচান। আমরা এন্টিস্লিপ, গাড়ির ব্রেক, প্রতিরক্ষামূলক বেলুন আর সিটবেল্টের উপকারিতা জানি ঠিকই; কিন্তু আমাদের কী দুর্ভাগ্য, এর সক্ষমতা-অক্ষমতা—সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌কে আমরা ভুলে যাই!

সাগরের ঢেউতরঙ্গ যখন জাহাজে আঘাত হানে, হৃৎপিণ্ডটা যখন ভয়ে বুক পর্যন্ত উঠে আসে, তখন কে সলিল সমাধি হওয়া থেকে জাহাজটা রক্ষা করেন?

একটি ভিডিওতে দেখেছিলাম, সাগরের উন্মত্ত ঢেউ খেলা করছে একটা জাহাজ নিয়ে। জাহাজের লোকজন দ্রুত একপাশ থেকে অন্য পাশে ছুটে যাচ্ছে। তাদের

ধর্মীয় ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হতো। নিজ সম্প্রদায়ের লোকেরা তাকে প্রভূত সম্মান প্রদর্শন করত। কেননা, সে ছিল এমন একজন লোক, যার দু'আ কবুল হতো। সিরিয়ার কিনআন এলাকায় ছিল তার বসবাস। যখন মূসা 'আলাইহিস সালাম কিনআন বিজয়ে সফর করেন, বাল'আমের সম্প্রদায়ের লোকেরা তাকে চাপ দিতে থাকে মূসা 'আলাইহিস সালাম ও তার সঙ্গীদের বিরুদ্ধে ধ্বংসের দু'আ করতে। প্রথমে সে অস্বীকার করলেও পরে প্রলোভনে পড়ে সে নাবী ও তার সঙ্গীদের বিরুদ্ধে বদ-দু'আ করে। আর এর ফলেই সে আল্লাহর শাস্তিতে পতিত হয়। বিস্তারিত দেখুন, মাআরিফুল কুরআন, পৃ. স. ৫০১... এছাড়া বাল'আমকে রবানিক সাহিত্যে সাতজন নম্র ভাববাদীর (আইয়ুব ও তার চার বন্ধু, বাল'আম ও তার পিতা বাউরা) একজন হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে- (Talmud, B. B. 15b)। অ-ইয়াহূদীদের মধ্যে বাল'আমের অবস্থান ছিল তেমন-ই যেমন ছিল ইয়াহূদীদের মাঝে মূসা 'আলাইহিস সালামের অবস্থান- (Midrash Numbers Rabbah 20)। উল্লেখ্য, মূসা 'আলাইহিস সালামের মতো বাল'আমেরও ত্বকচ্ছেদ অবস্থায় জন্ম- (Abbot De-Rabbi Natan)। ইয়াহূদীদের ধর্মগ্রন্থ তালমুদমতে, তার এক পা খোঁড়া ও এক চোখ কানা ছিল- (Talmud Sanhedrin 105a)।

[১] *মুসনাদ আহমদ* : ২/৪০৩

তখন কিছুই করার নেই। এমনকি স্বাভাবিক চিন্তাশক্তিও লোপ পেয়েছে। তাদের মাথায় যে একটা জিনিস আছে তা হলো, কোনো কিছু আঁকড়ে ধরে জীবন রক্ষা করা। তারপর যখন ক্যামেরাটা আরও দূর থেকে তাক করা হলো, তখন বিশাল সমুদ্রের প্রমত্ত ঊর্মিমালার মাঝে জাহাজটাকে মনে হলো ছোট্ট এক টুকরো কাগজ।

বিমানের পাইলট যখন ঘোষণা করে, বিমানে সমস্যা দেখা দিয়েছে, তখন যাত্রীরা সবাই পরম ভক্তির সাথে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করতে থাকে। সবাই আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় চেয়ে তাওবার ঘোষণা দেয়। জীবনের সব আশা-ভরসা, স্বপ্ন-চিন্তা ভুলে যায়। তাদের বিবেক-বুদ্ধি তখন শুধু মৃত্যুর কথাই চিন্তা করে।

কে তিনি, যিনি তাঁর মহান ক্ষমতায় বিকল বিমান সচল করে দিয়েছেন? যারা ভয়ে কুঁকড়ে ভূত হয়ে গিয়েছিল—কোন সত্তা তাদের সুস্থ-স্বাভাবিক অবস্থায় বের করে এনেছেন?

একবার একটি বিমানের যাত্রী ছিলাম আমি। হঠাৎ প্রবল বায়ুচাপের সম্মুখীন হলো বিমানটি। যখন বিমানের অবস্থা আমি বুঝতে পারলাম যে, সেটি বিরাট মরুভূমির বুকে সাঁতার কেটে চলেছে, সাথে সাথে একরাশ ভয় আমাকে ঘিরে ফেলল। জীবনে এত ভ্রমণ করেছি। সেখানে তো আকাশের বুকে বিমানের এই দুর্বল অবস্থানের ব্যাপারে আমি সচেতন ছিলাম না। আল্লাহ্‌র অশেষ ক্ষমতায় কীভাবে এটা আকাশে ভেসে বেড়ায়—কখনো তা আমি ভেবেও দেখিনি।

সাগরঝড়ে প্রবল ঢেউয়ে জাহাজ হলো টালমাটাল,
নিবিড়ভাবে তাকেই তখন যাচ্ছি ডেকে, সমানতাল।
ঝড়ের শেষে নিরাপদে পৌঁছি যখন তীরে,
এক নিমিষেই ভুলি তাকে খেল-তামাশায় ফিরে।
মাঝ আকাশে উড়ছি যখন মুক্ত বাধাহীন,
যাই না পড়ে, রক্ষা করেন রব্বুল 'আলামীন।

প্রহরীরা

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন—

لَهُۥ مُعَقِّبَٰتٌ مِّنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِۦ يَحْفَظُونَهُۥ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ۗ ⑪

মানুষের জন্য রয়েছে তার সামনে-পেছনে একের পর এক আগমনকারী প্রহরী; তারা আল্লাহ্‌র আদেশে তার রক্ষণাবেক্ষণ করে।[১]

শুধু আপনার জন্যই মহারক্ষক আল্লাহ চারজন ফেরেশতা নিযুক্ত করে রেখেছেন। আপনাকে তারা সবদিক থেকে ঘিরে রাখে। আপনার তাকদীর অনুযায়ী সবকিছু যেন সম্পন্ন হয়, আল্লাহ্‌র নির্দেশে সে জন্য আপনাকে তারা ঘিরে রাখে।

তিনিই তো মহারক্ষক। তিনি আপনার জন্য এত পরিমাণ ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন, যেন তিনি না চাইলে একটা বুলেটও আপনাকে আঘাত করতে না পারে, কোনো পাথরের আঘাতে যেন আপনি শেষ হয়ে না যান, এমনকি একটি মশাও যেন আপনার ত্বক স্পর্শ করতে না পারে।

শাইখ ‘আয়য আল-কারনীকে ফিলিপাইনে হত্যার চেষ্টা করা হয়। সেই ভিডিওটা আমি বিস্ময়ের সাথে দেখেছি। এক মিটার দূরত্ব থেকে আততায়ী শাইখের দিকে ছয়টা বুলেট শুট করল। এই বুলেট আর শাইখের মাঝে কোনো প্রতিবন্ধক ছিল না। আততায়ীকে বেশ ধূর্ত মনে হলো। শাইখ বা তার সহকারীরা প্রতিহত করারও সুযোগ পাননি; কিন্তু এরপরও শাইখ সুস্থ অবস্থায় সেখান থেকে বের হলেন। আমার মনে পড়ে, অনেক দূর থেকেও একটা মাত্র বুলেট আমেরিকান প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডির জীবন কেড়ে নেয়। অথচ তখন তার গাড়ি ধীর গতিতে সামনে চলছিল। চারপাশে প্রচুর সেনাবাহিনীর সদস্যও ছিল তার নিরাপত্তায়।

পরে শাইখ বলেছিলেন, আক্রমণের সময় তিনি আল্লাহ্‌র স্মরণে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি নিজেকে দু‘আ-র প্রাচীর দিয়ে বেষ্টন করে রেখেছিলেন।

এই ঘটনাটি একটি পরিপূর্ণ পাঠের অংশ। শুধু তাই নয়, এ ধরনের ঘটনা সম্বলিত কয়েক খণ্ডের একটি বই রচিত হতে পারে, যে বই ‘হাফীয’ (মহারক্ষক) নামের বর্ণনায় পূর্ণ থাকবে।

বন্ধনীর মাঝে..

আপনি কি জানেন, তিনি সবসময়ই আপনাকে রক্ষা করে থাকেন, নানামুখী আক্রমণ থেকে প্রতি মুহূর্তেই আপনাকে তিনি বার বার বাঁচিয়ে থাকেন?

[১] সূরা রা‘দ, ১৩ : ১১

কীভাবে?

এই যে লেখাটি পড়ছেন, এরই মধ্যে তিনি আপনার হৃৎস্পন্দন থেমে যাওয়া, আপনার শিরা-উপশিরায় রক্ত জমাট বাঁধা, বিবেকের উন্মাদনা, কিডনি নষ্ট হওয়া, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিনষ্ট হওয়া, মাথাব্যথা, পাকস্থলীর সমস্যা, কোনো অঙ্গ বিকল হওয়া, চোখ অন্ধ হওয়া, শ্রবণশক্তি চলে যাওয়া, জিহ্বা আড়ষ্ট হয়ে যাওয়া—এ সব থেকে তিনি আপনাকে বাঁচিয়েছেন। এর পরের মুহূর্তের পরের মুহূর্তটাও আপনাকে তিনিই বাঁচিয়ে রাখেন। তার প্রতিরক্ষা আপনার জন্য এভাবেই চলছে..

বলুন তো, এই স...ব কিছুর জন্য প্রতি মুহূর্তে আমাদের ঠিক কয়বার 'আলহামদু লিল্লাহ্' পড়া উচিত?

একটি বোতল

অন্ধকারে অচেনা-অজানা কোথাও আপনার গাড়ি থামানোর পর যদি ভয় পান যে সেটি চুরি হয়ে যাবে, তাহলে মহারক্ষকের হাতে তা সংরক্ষণের ভার দিয়ে দিন। যা কিছু আল্লাহ্‌কে রক্ষা করতে দিয়েছেন তা আপনি কক্ষনো হারাবেন না।

বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর বাচ্চাদের নিয়ে চিন্তিত হলে বলবেন—

أستودعكم الله الذى لاتضيع ودائعه

'আমি সেই আল্লাহ্‌র কাছে তোমাদের আমানত রেখে যাচ্ছি—যার নিকট গচ্ছিত আমানত হারায় না।'

ফিরে এসে দেখবেন, তারা ভালো অবস্থাতেই আছে। কারণ, তিনি যে মহারক্ষক।

যদি কখনো পাবলিক প্লেসে অথবা অনিরাপদ কোনো জায়গায় দামী কিছু রেখে যেতে বাধ্য হন, তাহলে অন্তর থেকে বলুন, 'আল্লাহ্, আপনি রক্ষা করুন।' নিশ্চিত থাকুন, আপনার ফিরে আসা পর্যন্ত আল্লাহ্ তা রক্ষা করবেন।

চার বন্ধু তাবুক থেকে ষাট কিলোমিটার দূরে 'নিমাতু রাইত' নামে এক জায়গায় বেড়াতে গেল। সকাল নয়টায় তারা পায়ে হেঁটে 'শুক' নামক এক স্থানে পৌঁছল। এই 'শুক' এক গভীর খাদ। সেখানে নামার মানে হলো, জীবনের মায়া ত্যাগ করে

সেটি বিলিয়ে দেওয়া। কারণ, এটা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ একটি গর্ত।

অ্যাডভেঞ্চারের নেশা তাদের পেয়ে বসল। তারা আধঘন্টার মধ্যে ওই খাদের তলানিতে পৌঁছে গেল। মাগরিব পর্যন্ত তারা উপরে ওঠার চেস্টা করল। পাথরগুলো আঁকড়ে ধরল; কিন্তু মসৃণ পাথরখণ্ডে তারা বার বার পিছলিয়ে পড়ে যেতে লাগল। পায়ের নিচের পাথরখণ্ড ভেঙে যেতে লাগল। পরে এমন একটা সরু জায়গা বেয়ে উপরে ওঠার চেস্টা করতে লাগল—যেখানে পায়ের আঙুলেরও জায়গা হয় না।

এভাবে চেস্টা করতে করতে তারা একসময় ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তাদের পা ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। এক তীব্র পিপাসায় তারা পরাজিত হয়ে পড়ল। সোজা কথা, চোখের তারায় সাক্ষাৎ মৃত্যু দেখতে পেল তারা।

তবে তাদের অন্তরগুলো ছিল আল্লাহ্‌র সাথে সম্পৃক্ত। তারা দৃঢ় বিশ্বাসী ছিল যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো রক্ষাকারী নেই। তাদের মধ্যে একজন (বাকিরাও সাক্ষ্য দেয়) আল্লাহ্‌র কাছে বিনয়াবনত হয়ে চাইল। পিপাসায় বুকের ছাতিটা তখন ফেটে যাচ্ছে, মৃত্যু-কামনার মতো অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, এখানে কোনো মানুষ কখনো পা রেখেছে, এমন সম্ভাবনা একেবারেই—নেই এ অবস্থায় হঠাৎ তাদের মধ্যে একজন একটি পানির বোতল দেখতে পেল। বোতলটি পরিষ্কার ও স্বচ্ছ টলটলে পানিতে পরিপূর্ণ। এই পানি বন্ধুদের সাথে ভাগাভাগি করে পান করার যে আনন্দ, তাদের নিকট এর চেয়ে বেশি আনন্দের ব্যাপার ছিল এই, আল্লাহ্ ওই সময় তাদের সাথে ছিলেন। আল্লাহ্-ই এই বোতলটা তাদের জন্য ওই সময় পাঠিয়েছিলেন। তাদের রক্ষা করেছিলেন নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে।

এই বোতলটি শুধু মৃত্যু থেকে বাঁচার চিহ্ন না, এটা মহারক্ষকের হিফাযতের এক অনন্য দৃস্টান্ত।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে ওই যুবকরা আবার উপরে ওঠার চেস্টা করতে থাকে। এভাবে মাগরিবের পূর্বমুহূর্তে তারা ছাদে পৌঁছে যায়। ততক্ষণে তাদের মুখগুলো কালো রং ধারণ করেছে। পোশাক ছিন্নভিন্ন। পা থেকে রক্ত ঝরছে। তবে আল্লাহ্‌র প্রতি তাদের 'ঈমান তখন পাহাড়সম।

কিছু চোখ ঘুমিয়ে পড়ে আবার কিছু চোখ জেগে থাকে। এমন সব বিষয় নিয়ে অনেকে ব্যস্ত থাকে, যা হতেও পারে আবার না হতেও পারে। যে রব গতকাল আপনার জন্য যথেস্ট ছিলেন তিনি আগামীকালও আপনার জন্য যথেস্ট হবেন।

অনেক অনেক বেশি

মহারক্ষকের সাথে প্রতিটি সৃষ্টিরই একটা সম্পর্ক আছে। সৃষ্টি করার পরই তিনি সৃষ্টিকুলকে ছেড়ে দেননি; বরং জীবনের নতুন নতুন ধাপের মুখোমুখি হওয়ার জন্য তাদেরকে তিনি অস্ত্র-সজ্জিত করে দেন। তিনি জীবনযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার জন্য প্রত্যেক সৃষ্টজীবকে তার উপযুক্ত তরবারি দিয়ে সুসজ্জিত করেন।

দ্রুত দৌঁড়ানোর সক্ষমতা দিয়ে কিছু প্রাণীকে তিনি অন্য প্রাণীর আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন। যেমন : হরিণ, খরগোশ।

কেউ ক্ষতি করতে চাইলে তাকে আক্রমণ করে ফেঁড়ে-চিরে দিয়ে নিজেকে রক্ষা করার ক্ষমতা দিয়েছেন ষাঁড় আর গণ্ডারকে।

কিছু প্রাণীকে দীর্ঘদেহ দিয়ে রক্ষা করেন তিনি অন্য প্রাণী থেকে। সে তার বিশাল দেহ দিয়ে শত্রুকে মাড়িয়ে চলে। যেমন : ভাল্লুক আর হাতি।

কিছু প্রাণী আছে যারা বৈদ্যুতিক সংকেত দিয়ে নিজেদের রক্ষা করে। তাদেরকে যেই স্পর্শ করে সেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়। যেমন : বৈদ্যুতিক ইল ফিশ।

কিছু প্রাণী আবার নিজেদের শরীরে বিষ তৈরি করে আত্মরক্ষা করে। যেমন : সাপ-বিচ্ছু।

এভাবেই তিনি তাঁর সৃষ্টিকুলকে রক্ষা করেন। আর মানুষ জানে না এমন কত প্রাণীকে তিনি রক্ষা করেন—তার সংখ্যা নিরূপণ করা অসম্ভব ব্যাপার।

তিনি আপনাকে রক্ষা করেন

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যে মু'মিন বান্দাদের হিফাযত করেন তার একটা চিত্র হলো—

إِنَّ ٱللَّهَ يُدَٰفِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟

নিশ্চয় আল্লাহ্ 'ঈমানদারদের রক্ষা করেন।[১]

[১] সূরা হাজ্জ, ২২ : ৩৮

একবার ভেবে দেখুন, তিনি যে 'ঈমানদারদের যাবতীয় বিপদাপদ থেকে রক্ষা করেন কেবল তা নয়; বরং তাদের হয়েই তিনি তাদের রক্ষা করেন। এতেই বোঝা যায়, তারা কত ভয়াবহ ও বিবিধ সমস্যার মুখোমুখি হবে; কিন্তু আল্লাহ্ তো জানেন, তাদের শত্রুরা কী পরিকল্পনা করেছে। তাই তিনি তার প্রিয় মু'মিন বান্দাদের হিফাযতের দায়িত্ব নেন, যাবতীয় ক্ষতি থেকে তাদের দূরে রাখেন।

হাদীসে কুদসীতে[১] আছে—

যে আমার কোনো বন্ধুর সাথে শত্রুতা করবে তার বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধের ঘোষণা দিই।[২]

একবার কল্পনা করুন, সত্য দ্বীনের দা'ওয়াতের শত্রুর সাথে আল্লাহ্র যুদ্ধ।

কে বিজয়ী হবে আর কে পরাজিত? কে হবে লাঞ্ছিত?

তিনি তাঁর মু'মিন বান্দাদের হিফাযত করেন। তাদেরকে বিশেষভাবে রক্ষা করেন। ভালোবাসা, অনুগ্রহ ও দয়া দিয়ে তাদের ঘিরে রাখেন।

কুরাইশের মুশরিকরা একটা গুহার কাছে একত্র হলো। গুহার ভেতরে মাত্র দুইজন মানুষ—রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আবূ বাক্র আস-সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু 'আনহু। তাদেরকে হত্যার জন্য ইতোমধ্যে বড় অঙ্কের অর্থপুরস্কার ঘোষণা করা হয়ে গেছে। মুশরিকদের ভেতর একটা চাপা ক্ষোভ বিরাজ করছে। ওই সময়ের সবচেয়ে দামী ব্যক্তিকে পরাজিত করতে পারা এবং তার নাম-নিশানা বিলীন করে দেওয়ার প্রবল ইচ্ছা তাদের ভেতর।

আবূ বাক্র আস-সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু 'আনহু-র অন্তরের কোণে ভয়ের নীরব প্রবেশ। মহান সাথী তার দিকে ভরসার চোখে তাকালেন; জিজ্ঞেস করলেন, 'আবূ বাক্র, তোমার কী মত সেই দু'জনের ব্যাপারে—যাদের মধ্যে তৃতীয়জন হলেন আল্লাহ্? আবূ বাক্র, তুমি কি মনে করো যে, আমরা দুইজনই? না, আমরা তো তিনজন।'

মুহূর্তের মধ্যে ভয়ের জাল ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। কাঁপাকাঁপি থেমে গেল। দুর্ভাবনা কেটে গেল।

---

[১] হাদীসে কুদসী হলো আল্লাহর এমন বাণী, যা কুর'আনের অর্ন্তভুক্ত নয়, জিবরা'ঈল 'আলাইসি সালাম আল্লাহর বাণী হিসেবেই রাসূলের কাছে পৌছিয়েছেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা নিজ বর্ণনায় শুনিয়েছেন।

[২] *বুখারী*, ৬১৩৭

আপনি যদি তাঁর সংরক্ষণের অধীন হয়ে যেতে পারেন, তবে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ুন; কারণ, সব ভয়াবহ ব্যাপারই তখন নিরাপদ।

খেয়াল করুন, যেসব যুবক গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল—তাদের কথা।[১] তারা আল্লাহ্‌র কাছে হিদায়াত চেয়েছিল। আল্লাহ্‌ও তাদের আশ্রয় দিলেন দুয়ার বিহীন একটি গুহায়। সেটি ছিল মানুষ, পশু আর পোকামাকড়ের জন্য উন্মুক্ত; কিন্তু রাহমান তাদের রক্ষা করতে চান, এজন্য তিনি সেখানে পাহারাদারির জন্য সৈন্য দাঁড় করিয়ে দিলেন। এ সৈন্যের নাম 'ভয়'। ভয়ে কেউ আর সেই গুহার আশেপাশেই আসত না। কেউ ভুল করে কাছে কিনারে এসে পড়লে ভয়ে পালাত :

যদি আপনি তাদের দিকে তাকিয়ে দেখতেন, তাহলে আপনি অবশ্যই পেছন ফিরে পালিয়ে যেতেন। আর অবশ্যই আপনি তাদের ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়তেন।[২]

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন—

سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ ۝

খুব শীঘ্রই আমি কাফিরদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করবো।[৩]

তাঁর বান্দাদের জন্যই তিনি কাফিরদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করেন। সেজন্য কাফিররা সবসময় আল্লাহ্‌র বন্ধুদের ভয়ে ভীত থাকে।

হিংস্র পশুর উপত্যকা

আল্লাহ্ আপনাকে ফেরেশতা দিয়ে রক্ষা করবেন। যে ব্যক্তি ঘুমানোর আগে 'আয়াতুল কুরসী' পড়বে তার জন্য আল্লাহ্ এমন একজন ফেরেশতা তার মাথার কাছে নিযুক্ত করবেন যে তাকে রক্ষা করবে।

---

[১] আসহাবে কাহাফ বা গুহায় আশ্রয়গ্রহণকারী সেই ছয়জন যুবক উদ্দেশ্য এখানে—যারা তাওহীদের বিশ্বাসী ছিল। তাদের সঙ্গে আশ্রয়গ্রহণকারী একটি কুকুরও ছিল তাদের সাথে।
[২] সূরা কাহাফ, ১৮ : ১৮
[৩] সূরা আনফাল, ০৮ : ১২

আল্লাহ্ যদি আপনার সাথে থাকেন তাহলে কীসের ভয়?

'আল-হাফীয' তথা 'মহারক্ষক' এই নামটা আপনাকে বুক উঁচু করে দাঁড়ানোর সাহস যোগায়। আপনাকে তাঁর কথা মনে করিয়ে দেয়, যিনি চিরঞ্জীব। যিনি মৃত্যুবরণ করেন না। আপনি যখন অন্ধকারে হেঁটে চলেন, যখন আপনি হিংস্র পশুর উপত্যকা পেরিয়ে যান, কুমিরপূর্ণ নদী যখন আপনি পার হন তখন মহারক্ষক আপনাকে সবসময়ই সংরক্ষণের একটা বলয় দিয়ে ঘিরে রাখেন। তখন বিপদের আয়োজনগুলো আপনার কাছে নিতান্তই সামান্য বস্তুতে পরিণত হয়ে পড়ে।

এর মানে এই না যে, আল্লাহ রক্ষা করছেন—এই দোহাই দিয়ে আপনি নিজেকে হিফাযতের কোনো মাধ্যম/উপায় গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখবেন; বরং মাধ্যম গ্রহণের জন্য আমাদের তো আদেশই দেওয়া হয়েছে। হিজরত, যুদ্ধসহ সবসময়ই রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাধ্যম গ্রহণ করেছেন। সুতরাং মাধ্যমের গুরুত্ব তো থাকবেই এবং একই সাথে আপনার অন্তরে আল্লাহ্র অবস্থান থাকবে মহাজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান ও মহারক্ষকরূপে।

আফ্রিকায় দা'ওয়াতের কাজ করার জন্য 'আব্দুর রাহমান আস-সুমাইত সফর করেছেন। সেখানে দা'ওয়াত দিয়েছেন, দ্বীন প্রচার করেছেন, পথে গিরি-উপত্যকা পার হয়েছেন, ক্ষুধা-পিপাসা, অসুস্থতায় আক্রান্ত হয়েছেন—এরপরও তার যে স্বাচ্ছন্দ্যে দা'ওয়াতী কাজ করতে পারা এবং দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে এ কাজে অগ্রসর থাকা এবং অবশেষে কুয়েতে নিজ বাড়ির বিছানায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা—এগুলো কেউ যদি চিন্তা করে, তাহলে বুঝবে, আল্লাহ্র 'আল-হাফীয' তথা মহারক্ষক নামের মহিমা কী!

এ ব্যাপারে আরেকটা ঘটনা উল্লেখ করা যাক। এটা আল্লাহ্র সৎকর্মশীল বান্দাদের ক্ষেত্রে বিস্ময়কর কিছু না। সা'ঈদ ইবনু জুবাইর রাহিমাহুল্লাহ-কে হাজ্জাজের দুইজন সৈন্য ধরে ফেলল। তারা তাকে হাজ্জাজের কাছে নিয়ে যেতে লাগল। পথে বৃষ্টি নেমে এলে তারা এক পাদ্রীর গির্জায় আশ্রয় নিল; কিন্তু সা'ঈদ সেখানে প্রবেশ করতে কিছুতেই রাজি হলেন না। যে জায়গায় বিভ্রান্তিমূলক পদ্ধতিতে আল্লাহ্র উপাসনা করা হয় সেখানে প্রবেশে কোনোভাবেই তাকে সম্মত করা গেল না। তারা তাকে রেখেই গির্জায় ঢুকে পড়ল। এ সময় একটা সিংহ তার কাছে এলো। ভেতর থেকে হাজ্জাজের সৈন্যরা চিৎকার করে বলল, 'আপনি পালান, আপনি পালান।' কিন্তু সা'ঈদ একটুও না নড়ে আপন জায়গায় বসে রইলেন। বসে বসে যিক্‌রে

নিমগ্ন হলেন। সিংহ এবার তাঁর আরও কাছে চলে এলো। এবার সা'ঈদের কানের কাছে এসে যেন ফিসফিস করে কিছু বলল। দুই সৈন্য ভয়ে জবুথবু হয়ে তাকিয়ে রইল সা'ঈদের দিকে। পাদ্রীও অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বললেন, 'এ ব্যক্তি তো আল্লাহ্‌র এক খাঁটি বান্দা।'

থাকো তোমরা দুনিয়া নিয়ে
আমাকে রাখো মুক্ত-স্বাধীন।
তোমাদের মধ্যে আমিই ধনী
যদিও আমি সহায়-সম্বলহীন।

শেষ মুহূর্তে হিংস্র সিংহটাকে থামিয়েছিলেন কে? তিনি তো সেই মহারক্ষক প্রভু।

আমি দরিদ্র

ইউটিউবে একটা ভয়াবহ ভিডিও দেখলাম; এক লোক হেঁটে রেললাইন পার হচ্ছে। ট্রেনটা বেশ দ্রুত গতিতে ছুটে আসছে। তবে লোকটা যথাসময়ে ওই পাশে চলে যাবে এমন একটা ভাব নিয়েই এগোচ্ছে।

হঠাৎ করে তার পা আটকে গেল রেললাইনের সাথে। সে পা ছাড়ানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে; কিন্তু সরছে না। এদিকে ট্রেনও এগিয়ে আসছে প্রবল গতিতে। মৃত্যুর ভয়ে সে জোরে চিৎকার করে উঠল। মরার আগেই ভয়ে সে মরে যাচ্ছে এমন অবস্থা। ট্রেন আর তার মাঝে দূরত্ব যখন মাত্র কয়েক মিটার বাকি, তখন আল্লাহ্‌ লাইনের লোহার পাতকে লোকটির পা বের করার অনুমতি দিলেন। লাইন থেকে পা ছাড়িয়ে লোকটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেল।

আপনার দুর্বলতার ওপর ভরসা রাখুন, আপনি যে কত ক্ষুদ্র সেটা বিশ্বাস করতে শিখুন। দারিদ্র্যের ওপর নির্ভর করুন। তারপর আপনার অন্তরকে আল্লাহ্‌মুখী করে ফেলুন আর বলুন—

আমি সৃষ্টিকূলের প্রভুর কাছে দরিদ্রের মতো চাই। আমি চাই সর্বাবস্থায়ই নিঃস্ব।

হযরত লূত 'আলাইহিস সালামের সম্প্রদায় ছিল জঘন্য পাপাচারী। একদিন তারা জোরপূর্বক লূত 'আলাইহিস সালামের ঘরে ঢুকে পড়ল এবং তার অতিথিদের জোর

করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে লাগল। অথচ অতিথি ছিলেন ফেরেশতারা। আচ্ছা, আপনার ঘরের অতিথি যদি আপনার সম্প্রদায়ের সবচেয়ে পাপী লোকগুলোও হয় এবং তাদেরকে কেউ টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যায় তাহলে সেটা কত বড় লজ্জার ব্যাপার হবে, ভেবে দেখুন তো; অধিকন্তু সেখানে অতিথি ছিলেন পবিত্রতম ফেরেশতাগণ। লূত 'আলাইহিস সালাম তখন দুর্বল কণ্ঠে বললেন—

لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ ءَاوِيٓ إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ ۝

তোমাদের বিরুদ্ধে যদি আমার শক্তি থাকত অথবা আমি কোনো সুদৃঢ় আশ্রয় গ্রহণ করতে সক্ষম হতাম।[১]

নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম লূত 'আলাইহিস সালামের এই অসহায় উক্তি সম্পর্কে বলেন,

'আল্লাহ্ লূত আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর রহম করুন। তিনি সুদৃঢ় স্তম্ভ আল্লাহ্‌র নিকটেই আশ্রয় নিতেন।[২]

আপনি আল্লাহ্‌র রজ্জুকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরুন। কারণ, অন্যান্য স্তম্ভ আপনার সাথে বে'ঈমানী করলেও এটা করবে না।

প্রিয় ভাই

আল্লাহ্ কখনো শত্রু দিয়েও আপনাকে হিফাযত করবেন। কীভাবে সেটি?

কথিত আছে, এক গভীর রাতে চুরি করার জন্য এক চোর মহল্লার একটি বাড়িতে ঢুকল। বাড়িতে ঢুকে সে মূল কক্ষে থাকা ওই বাড়ির টাকা-পয়সা যেখানে যা ছিল খুঁজতে লাগল। বাড়িতে অবস্থানকারী দম্পতি তাদের ছোট বাচ্চা নিয়ে ঘুমাচ্ছিল। চোর ঘরে ঢোকার পর হঠাৎ বাচ্চাটি চিৎকার করে কেঁদে উঠল। বাবা-মা জেগে উঠে কিছুটা সন্দেহপ্রবণ হয়ে চিন্তা করতে থাকল—বাচ্চাটা কী দেখে এমন চিৎকার করছে? বাচ্চার কান্না না থামায় বাবা-মা দুজনই উঠে বাচ্চাটি কোলে নিয়ে হাঁটতে

[১] সূরা হূদ, ১১ : ৮০
[২] *সহীহ বুখারী*, ৩৩৭২; *সহীহ মুসলিম*, ১৫১

হাঁটতে বাইরে বেরিয়ে এলো। বাচ্চাটি কেঁদে ওঠার সাথে সাথেই ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল চোরটা। দম্পত্তি বাচ্চা নিয়ে যেই ঘর থেকে বের হলো, পাশে লুকিয়ে থেকে অমনি সে আবারও তাদের চোখের আড়ালে ঘরে গিয়ে ঢুকল এবং এরই মধ্যে কোনো কারণে হঠাৎ করে রুমের ছাদটা ভেঙে পড়ল। ছাদের নীচে চাপা পড়ে সাথে সাথেই মারা গেল চোরটা।

আচ্ছা, এই চোরটাকে কে নিয়ে এসেছে ওই পরিবারকে ছাদের নিচে চাপা পড়া থেকে বাঁচাতে? কৌশলটা তো এই চোরের পক্ষেই ছিল, কীভাবে বিপক্ষে চলে গেল? ওই সত্তার ইশারায়—যিনি হলেন মহারক্ষক আল্লাহ্। তিনি তাঁর বান্দাদের রক্ষা করেন। এমনকি শত্রু দিয়েও। আরেকবার হাদীসটি পড়ে দেখুন—

ياغلام، إنى أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله فى الرخاء، يعرفك فى الشدة

'যুবক, আমি তোমাকে কিছু বাক্য শিখিয়ে দিই : আল্লাহ্‌কে মেনে চলো; তিনি তোমাকে রক্ষা করবেন। আল্লাহর আদেশ নিষেধ মেনে চলো; তুমি তাঁকে তোমার পাশে পাবে। ভালো সময়ে আল্লাহ্‌র সাথে পরিচিত হও; তাহলে খারাপ সময়ে তিনি তোমাকে রক্ষা করবেন।'[১]

আল্লাহ্‌কে মেনে চলুন, তিনি আপনাকে হিফাযত করবেন। আদেশের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌কে মেনে চলুন। তিনি যেমনটা বলেছেন তেমনটা করুন।

নিষেধের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌কে মেনে চলুন। তিনি যা করতে নিষেধ করেছেন তা বর্জন করুন।

শ্বাসরোধ

আপনি আপনার ভয়-দুর্ভাবনা দমন করুন। আল্লাহ্ আপনাকে সেভাবে রক্ষা করবেন, যেভাবে ইউনুস ইবনু মাত্তা 'আলাইহিস সালাম-কে রক্ষা করেছিলেন।

ইউনুস 'আলাইহিস সালাম-এর দুশ্চিন্তা আর দুর্ভাবনার সমপরিমাণ দুশ্চিন্তা আর কারও হতে পারে না। তিনি তিন ধাপ অন্ধকারের ভেতর ছিলেন। গভীর সমুদ্রের অন্ধকার, তিমির রাতের অন্ধকার এবং মাছের পেটের অন্ধকার। কী ভয়াবহ একটা

[১] *তিরমিযী*, ২৫১৬

জীবনে তিনি আবদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন মাছের পেটে।

অন্ধকার। সংকীর্ণতা। শ্বাসরোধ।

তারপরও এই সব বিপদের মোকাবেলা করলেন একটি দু'আর মাধ্যমে—

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين

'লা ইলাহা ইল্লা আন্তা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনায যলিমীন।'

এই দুর্বল আওয়াজ মাছের পেট, সমুদ্র আর রাতের অন্ধকার ভেদ করে আসমানে উত্থিত হলো। ফেরেশতারা এ আওয়াজ শুনে বললেন, 'প্রভু, অপরিচিত জায়গা থেকে খুব পরিচিত একটি আওয়াজ পাচ্ছি।'

উদ্ধারের পর্ব ঘনিয়ে এলো। তাকে এবার রক্ষা করার পালা। ক্ষমার চাদরে আচ্ছাদিত হলেন তিনি। তিমি মাছ তাকে ফেলে দিল সমুদ্রতীরে। মহারক্ষক তার পাশেই ইয়াকতীন[১] গাছের চারা গজিয়ে দিলেন।

এ জীবনে আমরা সবাই যুন্নূনের[২] মতোই। যখনই জীবনে বিপদগ্রস্ত হবো তখনই আমরা শুধু 'লা ইলাহা ইল্লা আন্তা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনায যলিমীন'—এ আহ্বান করব। আল্লাহ্ আমাদের এর বিনিময়ে রক্ষা করবেন।

আল্লাহ্, আপনি আপনার আমাদের রক্ষা করুন। আপনার অনুকূলে আমাদের আশ্রয় প্রদান করুন। আপনি আমাদের সামনে, পেছনে, ডানে, বামে, উপরে আর নিচে আপনার হিফাযতের দেয়াল তুলে দেন, যার মাধ্যমে আমরা অকল্যাণের ভয়াবহতা থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারবো।

[১] এর অর্থে বলা হয়, এটি একটি মিষ্টি কুমড়ো গাছের চারা ছিল। যা আল্লাহ তা'আলা তার নাবীকে ছায়া দান ও সুস্থতার জন্য উৎপন্ন করেছিলেন।

[২] সূরা আম্বিয়ায় ইউনুস 'আলাইহিস সালামকে যুন্নূন বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

اللَّطِيفُ

আল-লাতীফ তথা সূক্ষ্মদর্শী

যদি সূক্ষ্মদর্শী আল্লাহ্ আপনাকে অনিষ্ট থেকে বাঁচাতে চান তাহলে তিনি আপনাকে সেই অনিষ্ট আর দেখাবেন না অথবা অনিষ্ট আপনার কাছে আসার পথই খুঁজে পাবে না, অথবা হতে পারে, আপনারা একে অপরকে অতিক্রম করে যাবেন; কিন্তু কেউ কাউকে স্পর্শই করবেন না!

আল-লাতীফ তথা সূক্ষ্মদর্শী

আপনার নিরাপত্তা কি খুব দুরূহ ব্যাপার? এ নিরাপত্তার মাঝে কি বিপদের হাতছানি দেখছেন? ডাক্তাররা কি আপনাকে জানিয়ে দিয়েছে যে, আপনার অমুক আত্মীয়ের আরোগ্যলাভের কোনো সম্ভাবনা নেই? আপনার কাজের আশানুরূপ ফলাফল না পেলে কি আপনি হতাশায় ভোগেন?

তাহলে আসুন, আমরা পরিচিত হই আল্লাহ্‌র 'সূক্ষ্মদর্শী' নামটির সাথে। এ নাম পর্যবেক্ষণ করলে নিশ্চিত হবেন যে, এ জীবনে অসম্ভব বলে কিছু নেই। আল্লাহ্ সবকিছুই করতে পারেন। আপনার অসম্ভব স্বপ্নগুলো বাস্তবের রূপ নেবে যদি আপনি 'সূক্ষ্মদর্শী' আল্লাহ্‌র দরজায় কড়া নাড়েন।

সূক্ষ্মতা

আভিধানিক অর্থে : 'আল-লাতীফ' তিনি, যিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি ইহসান (কল্যাণ, অনুগ্রহ, দান-দয়া) করেন। তাদের উপকারে আসে এমন বস্তু সূক্ষ্ম ও কোমলভাবে পৌঁছে দেন। আপনি যদি বলেন, 'লাতাফাল্লাহু লাকা'—এর মানে হলো, 'আল্লাহ্ আপনার ইচ্ছাগুলো সূক্ষ্মভাবে পূর্ণ করুন।'

'আল-লুতফ' শব্দের অর্থ হলো : সূক্ষ্মতা ও পুঙ্খানুপুঙ্খতা।

তিনি আপনার প্রতি কোমলরূপে ইহসান তখনই করতে পারবেন যখন তিনি আপনার অন্তরের খবর ও সূক্ষ্ম বিষয়গুলো জানবেন।

আল্লাহ্ হলেন ওই সত্তা—যিনি বান্দার প্রতি গোপনে ইহসান করেন। বান্দার প্রয়োজন পূরনের বন্দোবস্ত তিনি এমন জায়গায় করে রাখেন যে, বান্দা সেটা জানতেই পারে না। এমন জায়গায় তিনি বান্দার জন্য রিয্‌কের ব্যবস্থা করে রাখেন, বান্দা যা ধারণাও করতে পারে না।

বান্দাকে দয়া করেন, ইহসান করেন। বান্দাকে রক্ষা করেন, হিদায়াত দেন। বান্দার ভাগ্য নির্ধারণ করে দেন। এ সকল ব্যাপারেই তিনি সূক্ষ্মদর্শী।

তাঁর অদৃশ্য ক্ষমতার মহিমান্বিত রূপ, তাঁর জ্ঞানের মহত্ত্ব ও সৃষ্টিজগতের প্রতি দৃষ্টি রাখার পাশাপাশি বান্দার জন্য যা ভালো, যা উপকারী—সবই তিনি সূক্ষ্মভাবে

সম্পন্ন করেন। তাঁর অনুগ্রহ দেখে বিস্মিত না হয়ে পারা যাবে না। এ অনুগ্রহ আপনার কাছে সুসংবাদের সুবাতাস নিয়ে হাজির হবে। আপনাকে প্রস্তুত করবে গ্রহণ করার জন্য। তারপর যখন আপনার ওপর অনুগ্রহ প্রস্তুত হয়ে থাকবে, তখন আপনাকে তিনি একটা উপায় বাতলে দেবেন, যে উপায়ে আপনি এ অনুগ্রহ অর্জন করতে পারবেন। তিনি আপনার জন্য ওই অনুগ্রহ অর্জনের পথকে সুসজ্জিত করে দেবেন। আপনি ভাববেন, এটা আপনার নিজ হাতেরই অর্জন। অথচ এটা আসলে আল্লাহ্‌র অশেষ অনুগ্রহের একটা সামান্য নমুনামাত্র।

তিনি এমন ঘটনা ঘটান, যেগুলো আমাদের বিবেক-বুদ্ধি কল্পনাও করতে পারবে না। তিনি সেগুলো বাস্তবে রূপ দেন। এই যে তাঁর অনুগ্রহের দান—এ তো অদৃশ্য এবং সূক্ষ্মদর্শিতার মাধ্যমেই। আপনি হঠাৎ করে আপনার আঙিনায় এ অনুগ্রহের উপস্থিতি দেখতে পাবেন। কীভাবে এটা ঘটল—ভেবে পাবেন না। আপনার মাঝে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাবে যে, আপনার অবস্থা ও শক্তি অনুযায়ী এটা বাস্তবায়ন করার কোনো সক্ষমতাই আপনার কাছে নেই। আপনি তখন আসমানের দিকে তাকিয়ে বলবেন—

لطيف بعباده

আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি কোমল।[১]

সূক্ষ্মতার সুবাতাস

যদি সূক্ষ্মদর্শী আল্লাহ্ আপনাকে সাহায্য করতে চান তাহলে সামান্য একটি মাধ্যমকে তিনি বড় মাধ্যমে পরিণত করতে পারেন।

যদি সূক্ষ্মদর্শী আল্লাহ্ আপনাকে সচ্ছল করতে চান তাহলে যার থেকে আপনি কখনো কোনো কিছু পাওয়ার আশাই করেননি, তার কাছ থেকেই সবচেয়ে বড় পাওয়াটাই পেতে পারেন।

যদি সূক্ষ্মদর্শী আল্লাহ্ আপনাকে অনিষ্ট থেকে বাঁচাতে চান তাহলে তিনি আপনাকে সেই অনিষ্ট আর দেখাবেন না অথবা অনিষ্ট আপনার কাছে আসার পথই খুঁজে

[১] সূরা শূরা, ৪২ : ১৯

পাবে না, অথবা হতে পারে, আপনারা একে অপরকে অতিক্রম করে যাবেন; কিন্তু কেউ কাউকে স্পর্শই করবেন না।

যদি সূক্ষ্মদর্শী আল্লাহ আপনাকে কোনো ঘৃণিত পাপকাজ থেকে রক্ষা করতে চান তাহলে আপনার কাছে সেটা অপছন্দনীয় করে দেবেন। আপনার জন্য সেটা করা কঠিন হয়ে যাবে। কাজটা করতে আপনিও অস্বস্তিবোধ করবেন। কাজটা করার জন্য হয়তো অগ্রসর হলেন; কিন্তু পথে তিনি একটা কিছু দিয়ে আপনাকে থামিয়ে দেবেন এবং সামনে অগ্রসর হতে দেবেন না।

মু'মিনগণ সূক্ষ্মদর্শী আল্লাহ্র এই অনুগ্রহগুলো পর্যবেক্ষণ করে। তারা অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে সেগুলো অবলোকন করে। জীবনের প্রতিটি ফায়সালাতেই তারা খুঁজে পায় আল্লাহ্র কোমল ও সূক্ষ্ম পরশ।

সূক্ষ্মদর্শী আল্লাহ্ যখন ইউসুফ 'আলাইহিস সালাম-কে কারাগার থেকে মুক্ত করতে চাইলেন, তখন তিনি কারাগারের প্রাচীর ভেঙে দেননি। আকাশ থেকে কোনো বিদ্যুৎ দিয়ে ঝলসে দেননি কারাগারের তালা। তিনি শুধু বাদশাহকে একটা স্বপ্ন দেখালেন, স্বপ্নের মাঝে একটা ছোট্ট ইশারা রাখলেন, যা দিয়ে সত্যবাদী ইউসুফ মুক্তি পাবেন অত্যাচারের শিকল থেকে।

সূক্ষ্মদর্শী আল্লাহ্ যখন মূসা 'আলাইহিস সালামকে মায়ের কাছে ফেরাতে চাইলেন তখন তিনি কোনো যুদ্ধ লাগিয়ে দেননি, যার মাধ্যমে বানূ ইসরা'ঈল ফিরাউনের সীমালঙ্ঘনের বিপক্ষে লড়াই করে মাযলুমদের রক্ষা করবে। না, তিনি শুধু মূসা 'আলাইহিস সালামের মুখে অন্যান্য সব ধাত্রীমাতার প্রতি অরুচি সৃষ্টি করে দিলেন। মায়ের অন্তরটা যখন দুশ্চিন্তায় খালি হয়ে গেছে তখন এই সামান্য একটা মাধ্যম দিয়ে তিনি মূসা 'আলাইহিস সালামকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলেন।

আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন শি'আবে বানূ হাশিমের সাথে বন্দি ছিলেন তখন সূক্ষ্মদর্শী আল্লাহ্ চাইলেই এক ভয়াবহ চিৎকারে কুরাইশদের ধ্বংস করে দিতে পারতেন; কিন্তু তিনি শুধু কিছু কীটপতঙ্গ পাঠালেন। কীটগুলো কা'বাঘরে ঝুলিয়ে রাখা ওই নিপীড়নের চুক্তিটা খেয়ে ফেলল। ফলে যেসব কীট চোখেই পড়ে না সেগুলোর মাধ্যমেই এই নিপীড়নপত্র তিনি ছিন্নভিন্ন করে দিলেন।

আপনি ছাড়া আমি আর কারও কাছেই হাত তুলি না।

আপনি ছাড়া আর কারও জন্য আমার দু'চোখ থেকে অশ্রু ঝরে না।

আপনার দরজাটা আমার জন্য সংকীর্ণ নয়।

তাহলে আপনার কাছে যে চাইতে আসবে তাকে ফেরাবেন কীভাবে, আল্লাহ?

আপনি তো অমুখাপেক্ষী। সুতরাং আপনার কাছে যে চাইতে আসে তাকে কীভাবে ফিরিয়ে দেবেন?

তাঁর দয়া ও সূক্ষ্মদর্শিতা তো বিপদাপদকে ছাড়িয়ে যায়। যেহেতু তিনি হলেন পরম দয়াময় ও সূক্ষ্মদর্শী, তিনি সবচেয়ে সহজ বিষয়গুলো দিয়েই বড় ধরনের বিষয়গুলো নির্ধারণ করেন। তার যেভাবে ইচ্ছা হয় তিনি সেভাবেই সব কিছু করেন। বান্দা জানতেই পারে না কী ঘটছে।

এক টুকরো পাথর

ধরুন, আপনি ঘুমিয়ে আছেন। আল্লাহ্ চাইলেন, যেন আপনি তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করেন। তাই তিনি একটু মৃদু বাতাস পাঠালেন। আপনার রুমের জানালাটা নড়ে উঠল। অথবা আপনার পাশের রুমে একটা ছেলে হাঁটাহাঁটি করছে, হই চই করছে। অথবা আপনার তীব্র পিপাসা পেয়ে বসল। এ রকম কোনো একটা কারণে আপনি জেগে উঠলেন। ওযূ সেরে কয়েক মিনিট পর আপনি সালাতের স্থানে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা শুরু করলেন। আপনি জানেনই না যে, আপনাকে কে উঠিয়েছেন।

সুউচ্চ পাহাড়ী রাস্তায় আপনি গাড়ি চালাচ্ছেন। গাড়িটা রাস্তার এক পাশে দাঁড় করালেন ড্রয়ারে কিছু একটা খোঁজার জন্য। হতে পারে সেটা আপনার আইডি কার্ড বা মানিব্যাগ। কয়েক সেকেন্ড পর চোখের সামনে দেখলেন, পাহাড়ের চূড়া থেকে একটা বিরাট পাথরের খণ্ড আপনার সামনে দিয়ে নেমে যাচ্ছে। ঠিক ওই সময় আপনি যদি না থামতেন, তাহলে পাথরটা গাড়িসমেত আপনাকে পিষ্ট করে চলে যেত। আপনি জানেনই না, কে আপনাকে বাঁচিয়েছে।

আল্লাহ্র অবাধ্যতা করার জন্য রাতের বেলা রাস্তায় বের হলেন। পরিকল্পনা বেশ ভালোভাবেই সাজানো। হঠাৎ দূরে একটা গাড়ি দেখতে পেলেন। সন্দেহ হলো, কেউ

আপনাকে অনুসরণ করছে। গাড়ি পার হয়ে যাওয়ার পর আপনার ভেতরে একটা অপরাধবোধ জন্ম নেয়। আপনি পরিকল্পনাটা বাতিল করে বাড়িতে ফিরে এলেন। আপনি জানেনই না, তিনিই আপনাকে তার কোমলতা দিয়ে গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন।

আল্লাহ্‌র এমন অনেক সূক্ষ্ম দয়া আছে যার সূক্ষ্মতা বুদ্ধিমান ব্যক্তিও ধরতে পারে না। অনেক কিছু সকালে খারাপ লাগে, কিন্তু বিকেল গড়িয়ে গেলে সেটিই আবার ভালো লাগতে শুরু করে। যদি কখনো আপনার অবস্থা সংকীর্ণ হয়ে আসে তাহলে মহান আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসা রাখবেন।

গোপন ও সূক্ষ্ম বিষয়াদি

একজন সূক্ষ্মদর্শীকে অবশ্যই হতে হবে মহাজ্ঞানী। তিনি আপনাকে কীভাবে সূক্ষ্ম পরিচর্যা করবেন যদি এই সূক্ষ বিষয়গুলো না-ই জানেন?

তাকে অবশ্যই সৃষ্টিকর্তা হতে হবে। কারণ, পরিপূর্ণ সূক্ষ্মদর্শিতা থাকলেই কেবল অনস্তিত্ব থেকে কোনো কিছু অস্তিত্বে নিয়ে আসতে পারেন। এই যে আল্লাহ্‌র নাম ও গুণাবলি একটা অপরটাকে বোঝায়, আর একটা আরেকটাকে আবশ্যক করে—সে ব্যাপারে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন—

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴿١٤﴾

যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কি জানেন না? অথচ তিনি সূক্ষ্মদর্শী ও সম্যক অবহিত।[১]

কীভাবে তিনি না জেনে থাকবেন? তিনি তো সকল গোপন বিষয়াদিও জানেন। তাঁর জ্ঞান এমন পর্যায়ে যে, তা সূক্ষ্ম ও অতি গোপন। তিনি তো এমন রব, যিনি গোপনে মানুষকে সম্মান দান করেন, মানুষকে হিদায়াত দেন, মানুষের সব কিছু পরিচালনা করেন, তিনি কি এই সূক্ষ্ম বিষয়গুলো না জেনে থাকবেন? তাও কি হয়, হতে পারে?

শাইখ আব্দুর রাহমান আস-সা'দী বলেন, 'তিনি এমন সূক্ষ্মদর্শী যে, তাঁর জ্ঞান গোপন বিষয়াদিকে ঘিরে আছে, সূক্ষ বিষয়গুলোকে বেষ্টন করে আছে।'

[১] সূরা মুলক, ৬৭ : ১৪

এই যে ইউসুফ 'আলাইহিস সালাম একটি স্বপ্ন দেখলেন, সেটা তো ওই অবস্থাতে একদম অসম্ভবই মনে হয়েছিল। তার স্বপ্নের বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'নিশ্চয় আমি এগারোটা তারকা, সূর্য এবং চাঁদ দেখেছি। তারা আমাকে সিজদা করছিল।' স্বপ্নের ব্যাখ্যা হলো, তার বাবা, মা ও এগারো ভাইবোন তাকে সম্মান জানিয়ে সিজদা করবে।

ওই অবস্থায় এই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই পাওয়া যায় না।

তার পিতা একজন সম্মানিত নাবী, একজন বয়োবৃদ্ধ মানুষ। এটা তো মেনে নেওয়া অসম্ভব যে, বড় মানুষ ছোট মানুষকে সিজদা করবে, যে নাবী নয় তাকে নাবী সিজদা করবে, বাবা ছেলেকে সিজদা করবে।

তার ভাইয়েরা তো তাকে ঘৃণাই করে। সিজদা করবে কীভাবে? তাদের ঘৃণা এমন পর্যায়ের ছিল যে, তারা তাকে হত্যারও পরিকল্পনা করেছিল। এ ঘৃণা তাদেরকে প্ররোচিত করেছে তাকে কুয়ায় ফেলে দিতে। এই সব পরিস্থিতি তাদের সিজদাকে আরও অসম্ভব করে তুলেছিল।

অবস্থার পরিবর্তন হলো। তাকে কুয়ায় নিক্ষেপ করা হলো। তারপর পণ্যদ্রব্যের মতো তাকে বিক্রিও করা হলো। তিনি হয়ে গেলেন মিশরের শাসকের দাস। দাস অবস্থায় এই অসম্ভাব্যতা আরও বেড়ে গেল।

তারপর তিনি হয়ে গেলেন এক বন্দী। স্বপ্নপূরণ থেকে তার দূরত্ব বেড়ে গেল যোজন যোজন।

কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী সত্তা ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারেন এবং পরিস্থিতি পাল্টে দিতে পারেন। তিনি তাকে কারাগার থেকে মুক্ত করে তাকে বড় একটি পদে আসীন করলেন। তারপর দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। ভাইয়েরা তার কাছে এলো প্রয়োজন নিয়ে। তারপরই সেই পুরাতন স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য সূক্ষ্মদর্শী আল্লাহ্ ভাগ্য পরিবর্তন করে দিলেন। ফলাফল : ইউসুফ 'আলাইহিস সালামের বাবা-মা ও ভাইয়েরা তাকে সিজদা করেন—এতে ইউসুফ 'আলাইহিস সালাম বিস্মিত হন। তিনি বলেই ফেলেন—

يَٰٓأَبَتِ هَٰذَا تَأْوِيلُ رُءْيَٰىَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّى حَقًّا ۖ

হে আমার পিতা, এই তো আমার আগের স্বপ্নের ব্যাখ্যা। আমার রব এটাকে সত্য করেছেন।[১]

কেননা, রবের ইচ্ছা না থাকলে তা বাস্তবায়িত হতো না।

'তিনি আমাকে কারাগার থেকে মুক্ত করেছেন এবং শাইতান আমার ও আমার ভাইদের মধ্যকার সম্পর্ক নষ্ট করার পরও আপনাদের মরু অঞ্চল থেকে এখানে নিয়ে এসে আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।'

এটাই হলো আল্লাহ্‌র নিপুণতার সারমর্ম। অতঃপর তিনি স্বাক্ষ্য দিলেন, 'নিশ্চয় আমার রব যা করেন নিপুণতার সাথেই করেন।' হ্যাঁ, তিনিই তো সুনিপুণ। তিনি কিছু করতে চাইলে তার মাধ্যমগুলো খুব নিপুণ, সূক্ষ্ম ও গোপনীয়ভাবে প্রস্তুত করেন। এমনকি অসম্ভব জিনিসও ঘটে থাকে। কারণ, তিনি যে সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবহিত।

সুদূরের স্বপ্ন

যদি দেখেন, যমীনটা ধূসর হয়ে গেছে, এর ওপর মেঘগুলো ভিড় জমাচ্ছে। এরপর বিদ্যুৎ চমকাল। বৃষ্টি নামা শুরু হলো। যমীনটা নড়েচড়ে উঠল। সবুজাভ হয়ে এলো চারপাশ। আপনি মনে করবেন না যে, এটা প্রাকৃতিক ব্যাপার। আল্লাহ্‌র বাণী গভীরভাবে ভেবে দেখুন—

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُخْضَرَّةً ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿٦٣﴾

তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ্ পানি বর্ষণ করেন আকাশ হতে; যেন সবুজ শ্যামল হয়ে ওঠে যমীন? নিশ্চয় আল্লাহ্ সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবহিত।[২]

আপনার স্বপ্ন বাস্তবায়ন যত অসম্ভবই মনে হোক না কেন, আপনার স্বপ্ন পূরণের সাথে আপনার ব্যবধান যত দূরেই থাকুক না কেন, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সেটার ব্যবস্থা করে দেবেন।

[১] সূরা ইউসুফ, ১২ : ৯৯
[২] সূরা হাজ্জ, ২২ : ৬৩

يَٰبُنَيَّ إِنَّهَآ إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِى صَخْرَةٍ أَوْ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ أَوْ فِى ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ۝١٦

হে আমার ছেলে, নিশ্চয় তা যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয়, অতঃপর তা থাকে শিলাগর্ভে অথবা আসমানসমূহে কিংবা যমীনে, আল্লাহ্ তাও উপস্থিত করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবহিত।[১]

তাই আপনি হতাশ হবেন না। আপনার রব নিপুণতার সাথেই সবকিছুর ব্যবস্থা করেন।

আমার এক বন্ধু দীর্ঘ সফরে তাবুক থেকে জর্ডান সীমান্তের উদ্দেশে রওনা হলেন। সকালবেলা তাকে মূতাহ বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকতে হবে। কারণ, সেখানে বিভিন্ন দেশের ছাত্রদের নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়েছে; কিন্তু রওনা হয়ে একশ কিলোমিটার যেতেই মনে পড়ল, পাসপোর্টটা তিনি বাসায় রেখে এসেছেন। আবার কষ্ট করে ফিরে আসতে লাগলেন। ফিরে এসে ওই সপ্তাহে আর না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।

পরের দিন পত্রিকা খুলে দেখতে পেলেন যে, মূতাহ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন দেশের কিছু ছাত্র বিশৃঙ্খলা করেছে যার ফলে অনেকে আহত হয়েছে।

এই যে সূক্ষ্মদর্শী আল্লাহ্, তিনিই তাকে ভুলিয়ে দিলেন পাসপোর্টের ব্যাপারটা। যেন তাকে দেখতে না হয় রক্ত। যেন পরের সকালটা তাকে হাসপাতালে কাটাতে না হয়। অথবা তার অন্তরে যেন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার ভয় ঢুকে না পড়ে, যে ভয়ের কারণে সে হয়তো পড়াশোনাই ছেড়ে দিতে পারে।

সূক্ষ্মদর্শীর কথাগুলো লক্ষ করুন। নিঃসন্দেহে একের পর এক উদাহরণ আসতেই থাকে। প্রতিটি কাজেই সূক্ষ্মতার ছোঁয়া। জীবনের প্রতি মুহূর্তেই সূক্ষ্মদর্শী ও বিজ্ঞ আল্লাহ্র কোমল পরশ ঘিরে রেখেছে আপনাকে সব দিক থেকেই।

চূড়ান্ত মুহূর্তের কোমল পরশ

আপনি যদি ঠিক এমন সময় রুমে প্রবেশ করেন, যখন আপনার শিশু সন্তানটি

[১] সূরা লুকমান, ৩১ : ১৬

বিছানা থেকে প্রায় পড়েই যাচ্ছিল। তখন নিজেকে প্রশ্ন করুন, 'ঠিক এখনই কেন আপনি রুমে ঢুকলেন?'

আপনি পানির জন্য রান্নাঘরে ঢুকছিলেন; কিন্তু হঠাৎ বৈদ্যুতিক প্রবাহের আওয়াজ শুনে ছুটে গিয়ে দেখলেন, ফ্রিজে আগুন লাগার উপক্রম, দ্রুত লাইনটা আলাদা করে দিলেন। এ সময় নিজেকে প্রশ্ন করে দেখুন, 'ঠিক এ সময় কোন সত্তা আপনাকে রান্নাঘরে প্রবেশ করালেন? আর পাঁচটা মিনিট পরে কেন ঢুকলেন না?'

হুবহু এমনই ঘটবে আপনার সাথে তা নয়, এ রকম কিছু অথবা এর কাছাকাছি কিছু তো অবশ্যই আপনি ঘটতে দেখেছেন। একবার স্মৃতি রোমন্থন করে দেখুন। মনে পড়বে, মহান আল্লাহ্‌র কোমল স্পর্শ কীভাবে আপনার জীবনকে ঘিরে রেখেছে পরম মমতায়।

এই মহান নামের ভেতর এ সামান্য কিছু সময়ের জন্য প্রবেশের মাধ্যমে আমরা মাত্র কয়েকটি অর্থ বের করে আনতে পেরেছি। আর এ অর্থের গভীরে আরও কত অর্থ আছে যেগুলো আপনাকেই চিন্তা করে বের করার ভার দিলাম। আপনি গভীরভাবে ভাবুন আর এ ব্যাপারে 'আলিমদের বইগুলো পড়ে দেখুন।

যে নামে এতক্ষণ ডুব দিয়েছেন, আপনার কি উচিত নয়, এই সূক্ষ্মদর্শী দয়ালু আল্লাহ্‌কে আপনি ভালোবাসবেন? তার দানগুলোর কথা ভেবে দেখবেন? আপনার অন্তর তাঁকে স্মরণ করবে, তাঁর কথা ভাববে, তাঁর কাছেই আশা রাখবে, তাঁকে ভয় করে চলবে?

এই নামের সাথে কয়েকটা দিন অতিবাহিত করুন। এই নামেই আল্লাহ্‌কে ডাকুন। তাঁর সূক্ষ্ম দয়া চান। তাঁর হিদায়াতের সূক্ষ্ম নিদর্শনগুলো দেখে চোখের পানি ঝরান।

আর বিনয়ী হয়ে বলুন—

'হে সূক্ষ্মদর্শী আল্লাহ্, আমরা যা ভয় পাই তা থেকে আমাদের বাঁচান...'

আল্লাহ্, হে সূক্ষ্মদর্শী আল্লাহ্, সূক্ষ্মভাবে আমাদের প্রতি কোমলতা ও দয়া পৌঁছে দিন। আপনার রহমতের সূক্ষ্মতা দিয়ে আমাদের অন্তরের বক্রতাকে দূর করে দিন। আমাদের ভ্রষ্ট অন্তরকে সঠিক পথে পরিচালনা করুন। আমাদের জীবনের মলিনতাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে দিন।

الشَّافِي

আশ-শাফী তথা আরোগ্যদাতা

তিনি আপনাকে আরোগ্য দেন—

সামান্য মাধ্যমে,

বিস্ময়কর মাধ্যমে,

যেটা মাধ্যম না সেটা দিয়েও,

আবার কোনো মাধ্যম ছাড়াই।

আশ-শাফী তথা আরোগ্যদাতা

আপনি কি ব্যথায় কাতর হয়ে পড়েছেন? বেদনায় নীল হয়ে গেছেন? অসুস্থতায় আপনার শরীর কি পাংশুটে বর্ণ ধারণ করেছে?

ডাক্তারদের কাছে যেতে যেতে আপনি কি বিরক্ত? হাসপাতালের করিডরগুলোয় হাঁটতে হাঁটতে আপনি কি ক্লান্ত? আপনার মাথায় কি শুধু ক্লিনিকের নামগুলো ঘুরপাক খায়? ডাক্তারের সাথে সাক্ষাতের তারিখ আর রোগের বিভিন্ন ধরন—এগুলোই কি আপনার মূল চিন্তা?

কেমন লাগবে, যদি আপনাকে এমন একটা বিষয় জানিয়ে দিই—যা আপনার আত্মা থেকে সকল দুঃখ-কষ্ট মুছে দেবে?

সেটা আল্লাহ্‌রই নাম—'আশ-শাফী' তথা 'আরোগ্যদাতা'।

এখন আপনার এই ব্যথিত হৃদয়কে কিছুক্ষণের জন্য শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের সুযোগ দিন। তারপর এই দয়ালু নামটি সম্পর্কে জানুন। এ নামটির ছায়ায় আশ্রয় নিলে আপনি বুঝতে পারবেন এর প্রয়োজন কত। আর আপনি এটাও বুঝতে পারবেন যে, আপনি এই নি'য়ামাত থেকে কতটা দূরে আছেন।

রোগকে বিদায়

'আশ-শাফী' তথা 'আরোগ্যদাতা' আল্লাহ্‌র এমন একটি নাম যার প্রশংসা আমরা এজন্য করি যে, তিনি নিজেকে এ নামে নামকরণ করেছেন। তিনি নিজেকে সুস্থতা প্রদানের গুণে গুণান্বিত করেছেন। তিনিই সেই সত্তা—যিনি সুস্থতা দান করেন এবং বান্দার শরীরকে সুস্থ ও নিরাপদ রাখেন। এই নাম শুনলেই এর ভেতরকার অর্থটা বোঝা যায়। এর বাহ্যিক দিকই অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তোলে।

সুস্থতা শব্দটা রোগের সাথেই সম্পৃক্ত। মানবজীবনে রোগ-শোক নিত্যকার ঘটনা। এটা বিবিধ কষ্ট নিয়ে হাজির হয়। এর থেকে কেউ রেহাই পায় না। যে ব্যক্তি চোখের ব্যথা থেকে মুক্ত হয়, সে মাথাব্যথায় আক্রান্ত হয়। আবার মাথাব্যথাটা ভালো হলে পাঁজরে ব্যথা আরম্ভ হয়। এ ব্যথা শেষ হলে জ্বর এসে হানা দেয়। জ্বরটা কমে এলে পেটব্যথা শুরু হয়। পেটের ব্যথা নামলে দাঁত টনটন করে। এভাবে কোনো-না-কোনো অসুস্থতা লেগেই থাকে।

আবার সে যখন সুস্থতা লাভ করে, দেখতে পায় তার ভাই কাতরাচ্ছে, রোগাক্রান্ত হয়ে কষ্ট পাচ্ছে তার বোন। তার মা কান্নাকাটি করছে। ছেলেটা চেঁচামেচি করছে। প্রিয়জন ব্যথায় কুঁকড়ে যাচ্ছে।

জীবনটা আসলে দুঃখ-কষ্ট-ব্যথার একটা ময়দান। এ জন্যই আল্লাহ্ নিজের নাম দিয়েছেন আশ-শাফী তথা আরোগ্যদাতা; যেন আপনি আপনার সকল ব্যথা নিয়ে তাঁর দয়ার আঙিনায় সিজদায় লুটিয়ে পড়েন। তাঁর অদৃশ্য মহান শক্তির কাছে আপনার সকল ব্যথার অনুভূতি প্রকাশ করেন।

রোগ এক ভয়াবহ জিনিস। এতে আক্রান্ত হয়ে অহংকারী ব্যক্তিটিও হারিয়ে ফেলে তার শক্তি। দুর্বলতা তাকে ছেয়ে ফেলে। ফলে সজীব চঞ্চল প্রাণে অনুভূত হয় অবসাদ ও দুর্বলতার স্পর্শ।

আল্লাহ্ শরীরের এ সজীবতাকে মুহূর্তের জন্য ম্লান করে দেওয়ার ফয়সালা দেন; যেন বান্দা নিজের দুর্বলতাকে স্বীকার করে নেয়। সে যেন বুঝতে পারে—আদতে তার শক্তি-সামর্থ্য বলতে কিছুই নেই।

আল্লাহ্ মানুষের জন্য রোগের ফয়সালা দেন; যেন সে এই রোগের মাধ্যমে এর কাছাকাছি একটা বিষয়কে স্মরণ করে। সেটা হলো মৃত্যু। রোগ যেমন সজীবতা ম্লান করে দেয় তেমনি মৃত্যুও জীবনের পরিসমাপ্তি এনে দেয়।

ব্যক্তি আপনি তো মৃত্যু দিয়েই গড়া। আপনার প্রতিটা জিনিস মৃত্যুর সাথে মেলে। আপনার ঘুমও মৃত্যু। অসুস্থতাও মৃত্যু। জীবনের নতুন ধাপে পৌঁছলে আগের ধাপের মৃত্যু ঘটে; যেমন যৌবন আপনার শৈশবের মৃত্যু ঘটায়। আবার বার্ধক্য যৌবনের মৃত্যু ডেকে আনে। আপনি জীবনের সাথে যতটুকু মেশেন, তার চেয়েও অধিক মেশেন মৃত্যুর সাথেই। তারপরও আমাদের কল্পনা আমাদের মাঝে এ বিশ্বাস সৃষ্টি করে যে, আমরা চিরস্থায়ী। আর এ কারণেই আমাদের শরীর চিৎকার করে বলতে থাকে—'তোমার ধ্বংস অতি সন্নিকটে।'

একজন মানুষ অসুস্থ শরীর নিয়ে বিছানায় পড়ে থাকাবস্থায় যখন আসা-যাওয়া করতে থাকা সুস্থ লোকদের দেখতে থাকে, তখন তার মাঝে জেগে ওঠে তাওবার মনোভাব। সে অনুভব না করলেও কবরের বাতাস যেন তার চারদিকে প্রবাহিত হয়।

আপনি যখন অসুস্থ, আপনার তখন মনে হতে পারে আপনার আত্মা মৃত ব্যক্তিদের সাথে আলাদা এক জগতে আছে। ধ্বংস হয়ে যাওয়ার প্রথম ধাপ হিসেবে আপনার দুই চোখ আর দুই ঠোঁট শুকিয়ে যেতে থাকে। আপনার চোখের চাহনিতে কাঁপুনি দৃশ্যমান হয়।

এই তো জীবন। ঠিক এ জীবনটাই আপনার শরীরের ভেতর থেকে আপনাকে দেখতে আসা মানুষগুলোকে হাতের ইশারায় বিদায় জানাচ্ছে।

এভাবে রোগ যখন চূড়ান্তরূপ নেয়, আর দুনিয়ার মোহ থেকে আপনি যখন নিজেকে মুক্ত করে নেন, তখন আশ-শাফী তথা আরোগ্যদাতা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা রোগটাকে আপনার শরীর ত্যাগের অনুমতি দেন। সুস্থতাকে আবার আপনার দেহে বিচরণ করার আদেশ করেন। ধীরে ধীরে আপনার দুই গালে উজ্জ্বলতা ফিরে আসে। অসুস্থতার দিনগুলোতে মুখে যে মলিনতার সৃষ্টি হয়েছিল তা মুছে গিয়ে ফুটে ওঠে মিষ্টি হাসি।

তিনি কোনো মাধ্যম ছাড়াই রোগমুক্তি দেন

রোগমুক্তির জন্য তার কোনো মাধ্যমের প্রয়োজন নেই; কারণ, তিনি আরোগ্যদাতা। তিনি মাধ্যম দিয়েও আপনাকে রোগমুক্তি দেন; কারণ, তিনি যেভাবে চান, সবকিছু সেভাবেই হয়ে থাকে।

তিনি আপনাকে আরোগ্য দেন—
সামান্য মাধ্যমে,
বিস্ময়কর মাধ্যমে,
যেটা মাধ্যম না সেটা দিয়েও,
আবার কোনো মাধ্যম ছাড়াই।

সামান্য লতাপাতা দিয়ে আপনাকে রোগমুক্তি দেন। বিবিধ ঔষধপত্র দিয়ে আপনাকে সুস্থ করেন। খাদ্য-পানীয় দিয়ে আপনাকে সুস্থ করেন।

একবার একটা বিস্ময়কর ঘটনা পড়েছিলাম। এক ছেলে যক্ষ্মাসহ কয়েকটি রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃতপ্রায় হয়ে গেল। ডাক্তাররা বলল, তার মৃত্যু আসন্ন। তার বাঁচার কোনো সম্ভাবনা নেই। তারা তার বাবাকে পরামর্শ দিল, ছেলেকে গ্রামে নিয়ে যেতে; যেন সে গ্রামের নির্মল বাতাস আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে শেষ দিনগুলো কাটাতে

পারে। অতঃপর তাকে গ্রামে নিয়ে যাওয়া হলো। একদিন কেক খাওয়ার সময় এক লোক ছেলেটির বিষণ্ণ দুই চোখের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল, 'বাবা, তুমি কি বেঁচে থাকতে চাও?' সে মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানাল। লোকটি বলল, 'এমন খাবার খেয়ে বেঁচে থাকার আশা কর কীভাবে? প্রাকৃতিক খাবার খাবে। এ প্রকৃতিতে মাংস, শাক-সবজিসহ যা কিছু আল্লাহ্ সৃষ্টি করে দিয়েছেন এবং যাতে মাটির প্রভাব আছে সেগুলো খাবে।'

ছেলেটির ভাষ্য—'লোকটির উপদেশ আমার অন্তরে জায়গা করে নিল। আমি তার কথাগুলো অকপটে বিশ্বাস করে নিলাম। এরপর থেকে আমি শুধু জীবিত খাবারই খেতে লাগলাম, যে খাবারের মাঝে রয়েছে সঞ্জীবনী শক্তি—বিভিন্ন মাংস, বিবিধ সবজি, ক্ষেত-খামারের তরকারি, গরম রুটি, তাজা ফলমূল ইত্যাদি। কিছুদিনের মধ্যেই আমার শরীরটা সতেজ হয়ে উঠল। রোগের কোনো অস্তিত্বই রইল না।'

ছেলেটি এ ঘটনা বর্ণনা করেছে বড় হয়ে একজন পুষ্টিবিজ্ঞানী হওয়ার পর। তার নাম জাইলোর্ড হাউজর। তার বই *খাদ্যের অলৌকিক ক্ষমতায়* তিনি এ কথা লিখেছেন।

ডাক্তাররা তার মৃত্যুর ব্যাপারে ফয়সালা দিয়েই দিয়েছিল; কিন্তু রাজাদের রাজা এমনটি চাননি।

ডাক্তাররা ধারণা করেছিল গ্রামেই তার জীবনের অবসান হবে; কিন্তু আল্লাহ্ তেমনটা চাননি।

হ্যাঁ, ডাক্তাররা তার চিকিৎসা করতে অক্ষম ছিল; কিন্তু আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তো অক্ষম নন। তিনি অক্ষম হবেন না। তাকে অক্ষম করতে কেউ পারবেও না।

কে সেই সত্তা—যিনি হতদরিদ্র মানুষের হাতের নাগালে পাওয়া যায় এমন সকল কিছু যেমন শাক-সবজি, মাংসসহ বিভিন্ন খাদ্যের মাঝে সুস্থতার উৎসগুলো প্রবেশ করিয়েছেন? তিনি আরোগ্যাদাতা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা।

আপনি নিজের অজান্তেই একটা রোগে আক্রান্ত হলেন। তারপর না জেনেই এমন খাবারও খেয়ে ফেললেন যাতে আপনার সুস্থতা নিহিত। আপনি অসুস্থ হন, আবার সুস্থও হয়ে যান আপনার রোগ বা অসুস্থতা সম্পর্কে না জেনেই।

আল্লাহ্ কখনো পানির মধ্যেও সুস্থতার উপাদান দিয়ে দেন। আমরা সবাই জানি—'যমযমের পানি যে উদ্দেশ্যেই পান করা হয় সেটা বাস্তবায়িত হয়।' আরও

জানি যে, যমযমের পানি 'তৃপ্তিদায়ক ও রোগ নিরাময়কারী পানীয়।' কত রোগী আছে—রোগে দুর্বল হয়ে পড়েছিল; তারপর এই পবিত্র পানি পান করার পর সে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় সুস্থ হয়ে উঠেছে।

যে ব্যক্তি সুস্থতার এই হাদীসগুলো পড়বে সে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকেই অনেকগুলো ঔষধের তালিকা পেয়ে যাবে। এর কিছু আবার ইবনুল কায়্যিম রাহিমাহুল্লাহ্ তার *আত-তিব্বুন নাবাওয়ী* গ্রন্থে সংকলন করেছেন।

এ সকল ঔষধের মাঝে কিছুর উদাহরণ এই—চন্দন কাঠ, গরুর দুধ, চর্বি, কালোজিরা, তালবীনা, রাতে সালাত আদায়। আর এ সবগুলোর ব্যাপারেই সহীহ হাদীস আছে।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ধৈর্যের মাধ্যমে সুস্থতা দেন। দু'আর মাধ্যমে দেন। সাদাকার মাধ্যমেও দেন। ক্ষমাপ্রার্থনার মাধ্যমেও দেন। তাওবার মাধ্যমেও দেন। আবার সন্তুষ্ট হয়েও সুস্থতা দেন। সবশেষে কোনো মাধ্যম ছাড়াও আরোগ্য দেন।

আলো ফিরে এলো

তাবুকের কিং 'আব্দুল 'আযীয হাসপাতালের ধর্মীয় অফিসে আমরা অবস্থান করছিলাম। এ সময় আমাদের পরিচিত এক ভাই ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় প্রবেশ করল। তার মুখে দুশ্চিন্তার মেঘ। মুখে সদা বিরাজ করা মুচকি হাসিটা আজ নেই। তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে, কী হয়েছে তার। তিনি বললেন, 'আমার ছেলে চোখে দেখতে পাচ্ছে না; কিন্তু কেন দেখতে পারছে না তাও বুঝতে পারছি না। আমার ছেলেটিকে এখন দোতলায় ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে।'

হায়! কী ভয়াবহ বিপদ! বাবার জন্য এ বিপদ কতটাই না কষ্টের!

সে ব্যাকুল কণ্ঠে বলল, 'দয়া করে আপনাদের একজন উঠে আসুন। আমার ছেলেটাকে রুকইয়াহ[১] করান। এর মাধ্যমে হয়তো আল্লাহ্ তাকে সুস্থতা দান করবেন।'

আমার এক বন্ধু সাথে সাথে উঠে তার সাথে চলে গেল। এক ঘণ্টা পর সে ফিরে এসে জানাল যে, তার ছেলেকে রুকইয়াহ করানো হয়েছে। তারপর সে ছেলের বাবাকে

[১] রোগমুক্তির জন্য বিশেষ পদ্ধতিতে রোগাক্রান্ত ব্যক্তির পাশে কুর'আন তিলাওয়াত করা।

ধৈর্যধারণের জন্য পরামর্শ দিল। তাকে বার বার এ হাদীসটি স্মরণ করিয়ে দিল, 'তোমরা তোমাদের মাঝে অসুস্থ লোকদের চিকিৎসা করো সাদাকাহ দিয়ে।' বাবা সাথে সাথে পকেট থেকে পাঁচশ রিয়াল বের করে বললেন, 'আমার ছেলের সুস্থতার নিয়্যাতে এটা সাদাকাহ করে দিন।' দুই দিন পর বাবা ফিরে এলো। তার চেহারায় পরিবর্তন সুস্পষ্ট। আমার বন্ধুকে বলল তার সাথে যেতে। আধ-ঘণ্টা পর প্রফুল্লচিত্তে বন্ধু ফিরে এসে বলল, 'সুসংবাদ আছে। ছেলেটা রুমের আলো কিছুটা দেখতে পাচ্ছে।' বন্ধু আরও জানাল যে, ছেলের বাবা তাকে আরও এক হাজার রিয়াল সাদাকাহ করে দিতে বলেছে। সেদিন ছিল সপ্তাহের শেষ দিন। এর পরদিন অর্থাৎ শনিবার ছেলেটির বাবা আমার বন্ধুকে নিয়ে আবারও তার ছেলের রুমে গেল। অতঃপর আমার বন্ধু যখন ফিরে এসে জানাল যে, ছেলেটি আবার আগের মতো দেখতে পাচ্ছে তখন আমি যেন আমার কানকে বিশ্বাস করতে পারিনি। কিন্তু তাতে কি? তার চোখের জ্যোতি যে সত্যিই ফিরে এসেছে! সে নতুন করে দেখতে পাচ্ছে!

কে তাকে সুস্থতা দিল? কে সেই সত্তা যিনি তার চোখের আলো ফিরিয়ে দিল? কে তাকে দান করল এ নতুন জীবন?

তার ব্যাপার এই যে, তিনি যখন কোনো কিছুর ইচ্ছে করেন, তিনি বলেন, 'হও'। ফলে তা হয়ে যায়।[১]

মহান পবিত্র আল্লাহ্। তিনি চোখের আলোকে বললেন, 'ফিরে আসো।' আর চোখের আলোও ফিরে এলো।

তাঁর দিকে ফিরে আসুন

তিনি আপনার কাছে শুধু এটাই চান যে, আপনি তাঁর দিকে ফিরে আসেন। আপনি তাঁর দিকে ধাবিত হন। তাঁকে সন্তুষ্ট করে, তাঁর জন্য সিজদাবনত হয়ে, তাঁর কাছে তাওবা করে, তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে, সাদাকাহ করে, নিজের দোষ স্বীকার করে ফিরে আসুন তাঁরই আঙিনায়।

দুনিয়ার এমন কোনো হাসপাতাল নেই, যে হাসপাতাল আপনার চিকিৎসা করে সুস্থতা এনে দিতে পারে—যদি আল্লাহ্ আপনার সুস্থতা না চান।

---

[১] সূরা ইয়াসিন, ৩৬ : ৮২

দুনিয়ার বুকে এমন কোনো ডাক্তার নেই, যে আপনার রোগটা দূর করে দিতে পারে—যদি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সেটা না চান।

একবার এক ধনী লোকের একটা কিডনী নষ্ট হয়ে গেল। তার ছেলেরা তার শরীরে আরেকটা কিডনী বসানোর জন্য তাকে নিয়ে মিশরে চলল।

গ্রামের এক কিশোরীর সাথে তাদের চুক্তি হলো। তারা তাকে কিডনীর দাম হিসেবে এক লক্ষ সৌদি রিয়াল দেবে। সকালবেলা সবাই হাসপাতালে এলো। অস্ত্রোপাচারের আগমুহূর্তে লোকটা কিডনী বিক্রী করতে ইচ্ছুক কিশোরীকে দেখার ইচ্ছে পোষণ করলেন। কিশোরী সলজ্জ ভঙ্গিতে ভেতরে প্রবেশ করল। বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি আমার মতো বৃদ্ধ লোকের কাছে তোমার কিডনী বিক্রী করতে রাজি হলে কেন?

'প্রয়োজনের জন্যই। আমার পরিবার দরিদ্র। আমার ভাইগুলো পড়াশুনা করছে। তাদের সহযোগিতা করার জন্য আমাকে কিছু হলেও করতে হবে।' কিশোরী বলল।

কথাগুলো বৃদ্ধের মুখে যেন চপোটাঘাতের মতো লাগল। গভীর ঘুম থেকে তিনি যেন জেগে উঠলেন। শরীরের মাঝে রক্তের জমাট বেঁধে যে একটা অংশ পচে যাচ্ছে—সেটা তিনি ভুলেই গেলেন। নিজেকে প্রশ্ন করলেন, 'একজন মানুষ কি শুধু খাওয়ার জন্য বা জীবনধারণের জন্য নিজের শরীরের একটা অঙ্গ ছাড়াও থাকতে পারে?!'

সাথে সাথে বৃদ্ধ ছেলেদের ডেকে পাঠালেন। তাদের বললেন, তাকে নিয়ে সৌদি 'আরবে ফিরে যেতে; কারণ, তিনি কিডনী বসানোর চিন্তা প্রত্যাখ্যান করেছেন।

তাদের আরও আদেশ দিলেন, তারা যেন ওই মেয়েকে এক লক্ষ রিয়াল সাদাকাহ করে দেন এবং তার কাছ থেকে এক রিয়ালও ফেরত না নেন।

ছেলেরা প্রতিবাদ করে উঠল। কেউ কেউ রেগেও গেল; কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাবার আদেশ তারা মেনে নিল। সৌদি 'আরবে ফিরে আসার পর একদিন যথারীতি কিডনী ডায়ালাইসিসের জন্য বৃদ্ধ হাসপাতালে গেলেন। ডাক্তাররা বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করল যে, তার কিডনী আগের মতো কাজ করছে!

রাজাধিরাজ মহান আল্লাহ্ কাউকে সুস্থতা দান করতে চাইলে কোনো ডাক্তার-সার্জনের দরকার পড়ে না। সেই মহান রাজা তাঁর রাজত্ব থেকে বান্দার দিকে একবার নজর দেন—তাতেই অসুস্থ বান্দা হয়ে যায় সুস্থ, বিপদগ্রস্ত হয়ে যায় বিপদমুক্ত,

মুসাফির হয় চিন্তামুক্ত আর ক্ষতবিক্ষত বান্দা হয়ে যায় ক্ষতহীন।

আগের থেকেই সময় চাওয়া

তিনি আপনাকে অসুস্থ করেন, যেন আপনি তাঁর দিকে ফিরে আসেন। আপনি তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করলেই তিনি রোগটাকে আপনার শরীর থেকে তুলে নেন। কারণ, তখন আপনার শরীরে রোগ থাকার মাঝে আর কোনো কল্যাণ নেই।

তিনি আপনাকে অসুস্থ করেন, যেন আপনি তাঁর প্রতি বিনয়ী হন, তাঁর দিকে নত হন। আপনি এমনটা করলে তিনি আপনার শরীর থেকে রোগটা তুলে নেন। কারণ, তখন রোগের আর কোনো প্রয়োজন নেই।

তিনি আপনাকে অসুস্থ করেন, যেন আপনি অন্যের ব্যথা বুঝতে পারেন। তাদের ব্যথা বুঝতে পারলে আপনার রোগটা তিনি তুলে নেন। ফলে এই রোগ থাকার মাঝে আর কোনো কল্যাণ অবশিষ্ট থাকে না।

তিনি আপনাকে অসুস্থ করেন, যেন আপনার ধৈর্য ও সন্তুষ্টি পরীক্ষা করতে পারেন। আপনি যদি ধৈর্যধারণ করেন এবং আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন তাহলে রোগ আপনার শরীরে থাকার কোনো দরকার পড়ে না।

আরোগ্যদাতা আল্লাহ্র সামনে উপস্থিত হওয়ার জন্য আগে থেকেই সময় চেয়ে রাখার দরকার নেই। আপনাকে কোনো ভিজিটিং কার্ডও দেখাতে হবে না। নির্ধারিত সময়ের ১৫ মিনিট আগে আসতে হবে—এমনটাও না।

শুধু বলুন, 'আল্লাহ্' দেখবেন, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার হাসপাতালের দরজা খুলে গেছে। এ হাসপাতাল শুধু দয়া, করুণা, কোমলতা ও সুস্থতার চাদরে ঢাকা।

আমার এক বন্ধু প্রায়ই তার জীবনে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা বলে থাকে। একবার একটি ছেলে তার গাড়ির নিচে চাপা পড়ে এবং সাথে সাথেই ছেলেটির হাড় ভেঙ্গে যায়। সে গাড়ি থামিয়ে ছেলেটাকে নিয়ে হাসপাতালের দিকে ছুটে যায়। তার বুকটা তখন দুরু দুরু করে কাঁপছে। এদিকে ছেলের বাবা আর দাদাও হাজির। আমার বন্ধু খুব বিচলিত হয়ে পড়ল। সে ভাবতেই পারছে না—তার কারণে একটি ছেলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে।

ছেলেটির হাড় ভাঙার শব্দ তার কানে সারাক্ষণ বাজতে থাকে; কিন্তু ছেলেটির দাদা এসে আমার বন্ধুকে সান্ত্বনা দেন। তাকে জানান, আল্লাহ্ যা লিখে রেখেছেন তাই-ই তো হবে। এর বাইরে কার কী করার আছে? বরং এতেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকা চাই।

ছেলেটির দাদা তাদের নিয়ে হাসপাতালের মাসজিদেই 'ইশার সালাত আদায় করেন। সালাতে তিনি তিলাওয়াত করেন, 'ওয়াবাশ্‌শিরিস্ সাবিরীন'—'আপনি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ প্রদান করুন।' আমার বন্ধুটা এই তিলাওয়াত শুনে ডুকরে কেঁদে ওঠে।

সালাতের পর যখন তারা বেরিয়ে আসে, ডাক্তাররা ছেলের বাবা আর দাদাকে জানায়, ছেলের বেঁচে থাকার আশাটা ক্ষীণ। তার খুলিতে ফ্র্যাকচার দেখা দিয়েছে।

এ কথা শুনে আমার বন্ধু যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়। নির্জীব হয়ে সে ঘরে ফিরে আসে। এক সপ্তাহ সে অফিসে পর্যন্ত যেতে পারেনি; কারণ, ঘটনার আকস্মিকতায় সে একেবারেই ভেঙে পড়েছে।

ওই ছেলেটার জন্য কোনো ঔষধই আর বাকি ছিল না; কিন্তু তার দাদার ঈমান, মায়ের দু'আ, বাবার দৃঢ় বিশ্বাস এবং সবার সাথেই আল্লাহ্‌র গভীর সম্পর্ক— ছেলেটিকে শেষ পর্যন্ত সুস্থ করে তুলল।

এক সপ্তাহের মাথায় আমি নিজে ওই ছেলেকে দেখতে গেলাম। ছেলেটা হাসছে-খেলছে-হাঁটছে আর আমাদের সাথে কথা বলছে। আল্লাহ্‌র কথা সত্য প্রমাণিত হলো আর ডাক্তারদের কথা মিথ্যা প্রতিপন্ন হলো। যে সত্তা ভাঙা হাড়ে জোড়া লাগাতে পারেন তার কথাই সত্য বলে প্রতীয়মান হলো। 'আল্লাহ্ মানুষের জন্য রাহমাত অবারিত করলে তা নিবারণকারী কেউ নেই।'

কে সেই সত্তা, যিনি এই ভাঙা হাড়গুলো জোড়া লাগাতে পারেন? মলিন মুখে হাসি ফোটাতে পারেন এবং কবরের দরজায় উপস্থিত শরীরে নতুন করে রূহের সঞ্চার করতে পারেন?

আর কেউ নয়, একমাত্র আল্লাহ্‌ই তা করতে পারেন।

একটি রেখা

নাবীদের পিতা ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম, নিজ রবের কাছ থেকে পবিত্র আত্মা নিয়ে এসেছিলেন। তার অন্তর ছিল সামান্য পরিমাণ শির্ক থেকেও মুক্ত। তিনি যা

বলেছেন তা মু'মিন-মাত্রই বুঝতে পারবে। মু'মিন শুধু চিরঞ্জীব আল্লাহ্‌র কাছেই আশ্রয় নেবে। তিনি বলেছিলেন—

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ۝

আর যখন আমি অসুস্থ হই তখন তিনিই সুস্থ করেন।[১]

তিনি যদি আপনাকে সুস্থ করতে চান তাহলে আপনার আর কাউকেই দরকার হবে না; কিন্তু তিনি আপনাকে সুস্থ করতে না চাইলে বিশ্বলোকে এমন কেউ নেই—যে আপনাকে সুস্থ করতে পারে।

কুষ্ঠরোগে আইয়ূব 'আলাইহিস সালামের শরীর ভেঙে পড়ল। পরিবারও ভেঙে গেল। যে লোক সবচেয়ে আশাবাদী সেও তার সুস্থতার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়ল; কিন্তু তিনি অটল হয়ে ধৈর্যধারণ করে চললেন। তার শরীরে রোগ বাসা বেঁধে চলছে, কিন্তু তিনি মাথা নিচু করে মহান রবের সন্তুষ্টি কামনা করছেন। এভাবে কয়েক বছর কষ্ট পাওয়ার পর তার ঠোঁট থেকে একটি দু'আ বেরিয়ে এলো। এ দু'আয় ছিল বিনয়ের আধিক্য, সিজদারত মাথা আর দৃঢ় বিশ্বাসের শেকড়। দু'আটা ছিল—

أَنِّي مَسَّنِيَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ ۝

আমি তো দুঃখ-কষ্টে পড়েছি, আর আপনি তো সর্বশ্রেষ্ঠ ও দয়ালু।[২]

সাথে সাথে আসমানের দয়ার দুয়ার খুলে গেল। সাত আসমানের ওপর থেকে সেই বিপদগ্রস্তের জন্য সাহায্য নেমে এলো। মুহূর্তের মধ্যেই কষ্টের বছরগুলো উধাও হয়ে গেল। ঘনিয়ে এলো সুস্থতার পর্ব। তাহলে কেন আপনি অন্যের কাছে চাইতে যাবেন? কেন অন্যের দরবারে ধরনা দেবেন?

কেন ওই সব মৃত ব্যক্তিদের কাছে চাচ্ছেন—যারা আপনার আশেপাশে বিচরণ করছে? কেন চাইছেন না ওই রবের কাছে—যিনি চিরঞ্জীব, অবিনশ্বর?

[১] সূরা শু'আরা, ২৬ : ৮০
[২] সূরা আম্বিয়া, ২১ : ৮৩

কে আপনাকে এই বুঝ দিয়েছে যে, অন্য রাস্তায় আপনার সুস্থতা আসবে?

আপনার সুন্দর জীবনের সূচনা কীভাবে হয়েছে আপনি তা ভুলে গেলেন? কীভাবে ভুলে গেলেন ওই সত্তাকে যিনি আপনাকে সুস্থভাবে আপনার মায়ের পেট থেকে পৃথিবীতে আপনার আগমন ঘটিয়েছেন? তারপর তার বুকেই আপনার জন্য উত্তম আহারের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আপনি কিছুই জানতেন না। তিনি আপনাকে জানালেন, কীভাবে আপনি তার বুকে ঠোঁট রেখে পান করবেন, আপনি কি তা ভুলে গেলেন? আপনি কি ভুলে গেলেন সেই সত্তাকে—যিনি আপনার মায়ের অন্তরে রাহমাত দিয়েছেন যেন তিনি আপনাকে আদর-যত্ন করেন আর মমতায় জড়িয়ে রাখেন?

এত দ্রুত আপনি ভুলে গেলেন?

আপনি কি মনে করছেন, তাঁকে ছাড়াই আপনি স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারবেন?

এই যে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আপনাকে রোগ দিয়ে আগের দিনগুলোর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছেন, এ রোগের মাধ্যমে তিনি বলছেন—'ফিরে আসো আমার দিকে। যে আমি শূন্য থেকে তোমাকে সৃষ্টি করেছি, সে আমিই তোমাকে রোগমুক্ত করব।'

সন্তুষ্টি

কখনো কখনো আপনার রোগের নিরাময় আপনার কল্পনার চেয়েও নিকটে থাকে। এই যেমন নাবী আইয়ূব 'আলাইহিস সালাম, তার কাছে আদেশ এলো—পা দিয়ে যমীনে আঘাত করো। সাথে সাথে যমীন ফেটে বেরিয়ে এলো :

'এই তো গোসলের সুশীতল পানি ও পানীয়।'

রোগের ঔষধ তার কাছেই ছিল। আরোগ্যলাভের ব্যাপারে শুধু আল্লাহ্র ইচ্ছেটাই বাকি ছিল। আল্লাহ্ চাইলেন আর সাথে সাথে আইয়ূব 'আলাইহিস সালামও জেনে গেলেন ঔষধের জায়গাটা। আল্লাহ্র ইচ্ছায় এ ঔষধেই তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেন।

ওয়াশিংটন, প্যারিস কিংবা পেকিংয়ের উদ্দেশ্যে আপনার টিকেট কাটার দরকার নেই। আপনার ঔষধ কাছেই কোথাও আছে। আপনার অন্তরে সন্তুষ্টির শহরের একটা টিকেট কাটুন।

আপনার ঔষধ আপনার কাছেই আছে; আপনি হয়তো সেটা জানেন না। আপনার অসুখও আপনার দোষেই হয়েছে; হয়তো আপনি সবর করছেন না।

আপনি যদি আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হতে পারেন, আল্লাহ্‌ও আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন।

রোগ হলো আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির সবচেয়ে বড় পরীক্ষা। এ পরীক্ষায় আপনি যদি আল্লাহকে সন্তোষজনক জবাব দিতে পারেন, তাহলে তাঁর সন্তুষ্টির ফল অবশ্যই আপনি ভোগ করতে পারবেন।

কেউ কেউ জিজ্ঞেস করে, 'রোগাক্রান্ত হয়েও কীভাবে আমি সন্তুষ্ট হবো? রোগাক্রান্ত হলে সহজাত প্রবৃত্তি থেকেই মানুষের ব্যথা-বেদনা অনুভূত হয়। যা শুধু আমিই নই, যে কেউ তা অপছন্দ করে; তো এতে কীভাবে আমি সন্তুষ্ট হবো?'

ইমাম ইবনুল কায়্যিম রাহিমাহুল্লাহ্‌ এ জিজ্ঞাসার সুন্দর জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেন—

'এর মাঝে আপাত কোনো বিরোধ নেই যে, বান্দা রোগাক্রান্তবস্থায় একই সাথে সন্তুষ্টও থাকবে, আবার ব্যথার কারণে রোগটাকে ঘৃণাও করবে। যেভাবে তিক্ত ঔষধে মানুষের আরোগ্য হয় বলে ঔষধের তিক্ততার প্রতি রোগীকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়, আবার কষ্টের জন্য রোগকে ঘৃণাও করতে হয়।'

সুতরাং আপনার নাবী আপনাকে যা আদেশ করেছেন তা অন্তরের গভীর থেকে উচ্চারণ করুন—

رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا

'আমি আল্লাহ্‌কে রব, ইসলামকে দ্বীন ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে নাবী হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট।'[১]

হৃদয়ের গভীর থেকে পূর্ণ মনোযোগ আর অনুভূতির সাথে কথাগুলো উচ্চারণ করে দেখুন। আপনার অন্তরকে এ কথা মেনে নেওয়ার জন্য অভ্যস্ত করে ফেলুন। এই বাক্যের প্রস্রবণে আপনার অন্তরকে ভালোমতো ধুয়ে-মুছে পরিচ্ছন্ন করে ফেলুন। আল্লাহ্‌র ফয়সালায় সন্তুষ্ট হওয়া তো আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট হওয়ারই অংশ। আপনি তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হলে তিনিও আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন।

[১] *তিরমিযী, মিশকাত*, ২৩৯৯

আপনার অন্তরকে বলুন সন্তুষ্টির নিঃশ্বাস নিতে। বলুন এই সন্তুষ্টির স্বাদ আস্বাদন করতে। তারপর আপনার শরীরের দিকে মনোযোগ দিন। দেখবেন—শরীরে দেখা দিয়েছে এক ঝলমলে সুস্থতার নিদর্শন।

আপনার এই রোগ থেকেই যেন সূচনা হয় জীবনের নতুন একটি অধ্যায়ের। আর সেই অধ্যায়টিতে আপনি নিজ রবের 'আশ-শাফী' তথা আরোগ্যদাতা নামটির সাথে পরিচিত হবেন।

পাপের নদীগুলো

আপনি তো জীবনে অনেকবার অসুস্থ হয়েছেন, তাই না? তো পূর্বের সেই 'অনেকবার' আপনাকে কে সুস্থ করেছেন? আল্লাহ্ই তো, তাই না? তাহলে এবার কেন মনে হচ্ছে, 'এই রোগের ব্যাপারে তিনি অক্ষম?' আপনি বিশ্বাস করুন, তাঁর অক্ষমতার ব্যাপারে আপনার এই দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনাই আপনার জন্য শাস্তি অবধারিত করে ফেলে। আপনার এই ভুল ধারণাই শাস্তিস্বরূপ আপনার রোগ হয়ে যায়। আগে আপনার অন্তর থেকে দুর্ভাবনার এই রোগটা দূর করুন। তারপর আরোগ্যদাতা আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় চান। দেখবেন, আপনাকে তিনি সুস্থ করে তুলছেন।

হাসপাতালের এই অসুস্থ লোকগুলো আরোগ্যদাতা আল্লাহ্র কাছ থেকে সুস্থতার অনুমতির অপেক্ষায় আছে। এ হাসপাতালগুলোর প্রতিটি আর্তনাদ, চিৎকার ও হাহাকার তিনি জানেন। অন্তরের গহীনের ব্যথা তিনি দেখতে পান।

অতঃপর যখন তার চাওয়া পূর্ণ হয়, আপনার আর্তনাদে পাপের নদীগুলো প্রবাহিত হয়ে যায়। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তখন আপনার শরীরে সুস্থতাকে ফিরে আসার অনুমতি দেন। আপনি আল্লাহ্র যমীনে পাপমুক্ত হয়ে পবিত্র দেহে বিচরণ করা শুরু করেন।

তিনি যে পরম দয়ালু; তাই তিনি আপনাকে সুস্থ করে দেন। তিনি যে মহাজ্ঞানী; সে জন্যই আপনাকে তিনি সুস্থ করেন। তিনি যে সহনশীল; তাই তো আপনাকে সুস্থ করেন। তিনি যে ক্ষমতাবান; তাই তো আপনাকে তিনি সুস্থ করেন। তিনি যে আল্লাহ্; তাই তো আপনাকে সুস্থ করেন।

তিনি সাথে থাকলে আপনার স্মৃতি থেকে ডাক্তারদের নাম আর ফোন নাম্বার মুছে যাবে। হাসপাতালগুলোর ঠিকানা আপনি ভুলে যাবেন। ডাক্তারের সাথে

এ্যাপোয়েন্টমেন্ট আপনি বাতিল করে দেবেন।

আপনার ঘরে একটা নতুন হাসপাতাল গড়ে তুলুন। সে হাসপাতালের নাম হোক 'জায়নামায'। সিজদার জন্য সময় বরাদ্দ রাখুন। কারও অসুস্থতায় নিয়মিত এই হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য সময় ব্যয় করুন অন্তরে একটা নাম জপতে থাকুন—'আশ-শাফী'।

হে আল্লাহ্, হে আরোগ্যদাতা, প্রতিটি দুর্বল আত্মা, প্রতিটি দুর্বল শরীর আর প্রতিটা অসুস্থ হৃদয়ের জন্য লিখে রাখুন সুস্থতা আর দয়ার ঘোষণা।

الْوَكِيلُ

আল-ওয়াকীল তথা পরম নির্ভরযোগ্য

আল্লাহ্‌র কাছে চাইলে আপনার কল্পনাও সত্যি হয়ে যাবে। আপনার ধারণাও বাস্তবে পরিণত হবে। আপনার আশার বস্তুগুলো তিনি বাস্তবে রূপান্তর করে দেবেন। আপনার স্বপ্নগুলো তিনি সত্যি করে দেবেন।

আল-ওয়াকীল তথা পরম নির্ভরযোগ্য

আপনি কি নিজের দুর্বলতা অনুভব করতে পারেন? আপনার কাছে কি সারা দুনিয়া বিশাল মনে হয়? এ ব্যস্ততম জীবনের অধ্যায়ে নিজেকে একটা পাখির পালকের মতো মূল্যহীন মনে হয় কখনো?

আপনার কি মনে হয়, আপনি একটা দুর্বল পাখি—যার ডানাগুলো কেটে ফেলা হয়েছে? আপনার কি মনে হয়, চলার জন্য ডানাহীন পাখির মতো আপনারও সাহায্যের প্রয়োজন? আপনার কি এমন কিছু আছে, যেগুলোর ব্যাপারে আপনি ভয় করছেন? আপনি কি চাচ্ছেন এমন কারও কাছে এগুলো সংরক্ষণের ভার দিতে—যিনি সেগুলো হারাবেন না? হোক তা সন্তান, সম্পত্তি, স্বাস্থ্য বা জীবন?

তাহলে আল্লাহ্‌র মহান নাম 'আল-ওয়াকীল' তথা 'পরম নির্ভরযোগ্য'—এই নামের আলোয় আলোকিত হোন।

এই মহান নামের সাথে নতুন করে পরিচিত হোন। এ নামের অর্থে গভীরভাবে পদচারণা করুন। নিজের দুর্বলতা, দুশ্চিন্তা, একাকিত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যান। আল-ওয়াকীলের ছায়ায় আপনি আশ্রয় নিন।

তাঁকে পরম আস্থাভাজন হিসেবে মেনে নিন

পরম নির্ভরযোগ্য কেবল তিনিই যার ওপর আপনার সকল নির্ভরতা সঁপে দিতে পারেন, আশ্রয়ের প্রয়োজনে যার নিকট আশ্রয় নিতে পারেন, আপনার সকল আশা-ভরসা যার সাথে সম্পৃক্ত করে দিতে পারেন।

আপনি যে কাজেই আল্লাহ্‌র ওপর নির্ভর করবেন সে কাজের কথা ভুলে গেলেও চলবে আপনার; কারণ, যদি আপনি আল্লাহ্‌র ওপর নির্ভর করেন, তাহলে এমন একজনের ওপর আপনি নির্ভর করলেন, যিনি সকল কিছুর তত্ত্বাবধায়ক। আসমান-যমীন তারই সামান্য সৃষ্টি। তিনিই রক্ষা করেন এবং তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন।

তিনি নিজ সত্তার মহত্ত্ব ঘোষণা করে বলেন—

رَّبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَٱتَّخِذْهُ وَكِيلًا ۝

'তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের রব; তিনি ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই। অতএব, তাঁকেই আপনি গ্রহণ করুন কর্মবিধায়করূপে।'[১]

পূর্ব-পশ্চিমের রব নিজেই তাঁকে আপনার কর্মবিধায়ক ও আস্থাভাজন করে নিতে বলেছেন। এর থেকে স্বস্তি, মর্যাদা ও তাওফীকের বিষয় আর কী হতে পারে?

তিনি চান, আপনি শুধু এ কথাটা অন্তর থেকে বলুন, 'আল্লাহ্, আপনি আমার তত্ত্বাবধায়ক।'

এ পৃথিবীর বুকে এমন কোনো ধনী লোক কি আছে, যে আপনাকে শুধু তার সাহায্যেই চলতে বলবে? শুধু তার ওপরই নির্ভর করতে বলবে? শুধু তার কাছেই আশ্রয় নিতে বলবে? নাহ্, এমন কোনো ধনী লোকের অস্তিত্বই পৃথিবীতে নেই। কারণ, আপনাকে সব বিপদাপদ থেকে রক্ষা করার, আপনার জন্য যথেষ্ট হওয়ার কিংবা আপনাকে সব কাজেই সহযোগিতা করতে পারার ক্ষমতা কোনো মানুষই রাখে না

একমাত্র আল্লাহ্ই এমনটা বলেন, করেন এবং করার ক্ষমতা রাখেন।

আল্লাহ্র ওপর নির্ভরতা অন্তরের দৃঢ়তার এক নিদর্শন। এ নির্ভরতা আপনাকে বিশাল ছাতার নিচে জায়গা করে দেবে। এ ছাতা আপনাকে দুশ্চিন্তার রোদ, বিপদের বৃষ্টি আর দুনিয়াবী দুশ্চিন্তার বাতাস থেকে রক্ষা করবে।

ওই ব্যক্তিই বঞ্চিত, যে এই ছাতা গ্রহণ করতে পারে না, বা এই ছাতার নিচে আশ্রয় নিতে পারে না।

সুমহান রাজা ও সর্বশ্রেষ্ঠ রব আপনাকে আদেশ দিয়েছেন তাঁকে পরম নির্ভরযোগ্য হিসেবে মেনে নিতে। তিনি আপনাকে বলেছেন আপনার সকল প্রয়োজন তাঁর দুয়ারে উপস্থাপন করতে; কারণ, তিনিই আপনার প্রয়োজনগুলো পূর্ণ করেন। তিনি বলেছেন তাঁর কাছেই আশ্রয় নিতে; যেন অবিশ্বাসের তির আপনাকে বিদ্ধ না করে। তিনি বলেছেন, তাঁর দিকেই আপনার সকল বিষয় ন্যস্ত করতে; যেন সব কাজ সুষ্ঠু ও যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়। প্রশ্ন হলো, আপনি কীসের অপেক্ষা করছেন? কী কারণে আপনি নিজেকে এ অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত করছেন?

---

[১] সূরা মুযযাম্মিল, ৭৩ : ০৯

আপনি এই আয়াতগুলো পড়ুন—

وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿٢١٧﴾ ٱلَّذِى يَرَىٰكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٢١٨﴾ وَتَقَلُّبَكَ فِى ٱلسَّٰجِدِينَ ﴿٢١٩﴾

আর আপনি নির্ভর করুন পরাক্রমশালী পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র ওপর, যিনি আপনাকে দেখেন যখন আপনি দাঁড়ান, এবং সিজদাকারীদের মাঝে আপনার উঠা বসা।[১]

কী সেই মহান বিষয়, মারাত্মক বিপদ বা কঠিন দুর্ভাবনা—যা এই মর্যাদাবান রবের জন্যও কঠিন? আল্লাহ্‌ই তো সকল মর্যাদার অধিকারী, তিনি সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। আপনি চারদিকে যে মর্যাদা ও প্রতিপত্তির কথা শুনতে পান তার রব তো একমাত্র আল্লাহ্‌ই। তাহলে সকল মাহাত্ম্য, বড়ত্ব ও মর্যাদার অধিকারী রবের সামনে আপনার বিপদ কীভাবে মাথা তুলে দাঁড়াবে?

বাৎসরিক পরিকল্পনা

আল্লাহ্‌র 'ইবাদাত করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় যে বিষয়টির ওপর ভরসা করবেন সেটি হলো, আপনার সকল নির্ভরতা ও আস্থা অন্যদের থেকে ঝেড়ে ফেলে জিহ্বা দিয়ে বলার আগে অন্তরেই বলবেন—

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾

আমরা আপনারই 'ইবাদাত করি আর আপনার কাছেই সাহায্য চাই।[২]

আপনি তাঁর 'ইবাদাত করার লক্ষ্যে তাঁর কাছে সাহায্য চাইবেন, তাঁর ওপর ভরসা করবেন আর শুধু তাঁর কাছেই শক্তি কামনা করবেন।

এটা কল্পনাই করা যায় না যে, আল্লাহ্ আপনাকে তাঁর 'ইবাদাত করতে এবং তাঁর ওপর নির্ভর করতে বলবেন, অতঃপর যখন আপনি তাঁর ওপর নির্ভর করবেন

[১] সূরা শু'আরা, ২৬ : ২১৭-২১৯
[২] সূরা ফাতিহা, ০১ :০৫

তখন তিনি আপনাকে অপমানিত করবেন; এটা স্রেফ অসম্ভব; এ হতেই পারে না।

আপনি তাঁর কাছে পূর্ণ ভালোবাসার সাথে তাঁর 'ইবাদাতের ব্যাপারে সাহায্য চাইবেন, অথচ তিনি আপনাকে সাহায্য করবেন না—এমনটা কখনোই হতে পারে না।

তবে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ বাণী বেশি বেশি পড়বেন—

اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

আল্লাহ্, আপনার যিক্‌র, আপনার কৃতজ্ঞতা আর আপনার উত্তম 'ইবাদাতের ক্ষেত্রে আমাকে সাহায্য করুন।[১]

আমি কি 'বেশি বেশি' পড়তে বললাম?

তাহলে স্যরি বলছি; শুধু 'বেশি বেশি' পড়বেনই না; বরং দৈনিক রুটিন, বাৎসরিক পরিকল্পনা ও জীবনের লক্ষ্য বিনির্মাণে এই দু'আ যেন সবসময় চলমান থাকে।

এর কারণ হলো, যদি তিনি আপনাকে সাহায্য না করেন, তাহলে এমন কোনো শক্তি নেই—যা আপনাকে সাহায্য করতে পারে; তিনি যদি আপনাকে সাহায্য না করেন, তাহলে আপনি কিছুই করতে পারবেন না; তাঁর সাহায্য না পেলে আপনি দুনিয়া ও 'আখিরাত উভয়টাই হারাবেন।

ইবনুল কায়্যিম রাহিমাহুল্লাহ্ হতে বর্ণিত, শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন, ''আমি সবচেয়ে উপকারী দু'আ খুঁজতে লাগলাম। আমার কাছে মনে হলো, সে দু'আটি হলো আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের ব্যাপারে তাঁরই সাহায্য চাওয়া। দু'আটি খুঁজে পেলাম সূরা ফাতিহার 'ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতা'ঈন' আয়াতে।''

তিনি আরও বলেন, 'অন্তরের দুটি বড় রোগ হয়। বান্দা যদি এই দুটি রোগ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে না পারে, তাহলে সে নিশ্চিতভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে। এ দুটি হলো লৌকিকতা এবং অহংকার। লৌকিকতার ঔষধ হলো 'ইয়্যাকা না'বুদু' আর অহংকারের ঔষধ হলো 'ইয়্যাকা নাসতা'ঈন'।' শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ্-কে বার বার বলতে শুনতাম, 'ইয়্যাকা না'বুদু' হলো লৌকিকতার ঔষধ। 'ইয়্যাকা নাসতা'ঈন' হলো অহংকারের ঔষধ।

---

[১] আবূ দাউদ, ১৫২২

এইমাত্র যে সালাত আদায় করলেন, এ সালাতের ব্যাপারেও আল্লাহ্ যদি আপনাকে সাহায্য না করতেন তাহলে কোনোভাবেই তা আপনি আদায় করতে পারতেন না।

তাঁর জন্য বিনয়ী হোন

তিনি দয়ালু। তাঁর দুয়ারে আপনার প্রয়োজনের ঝুলিটা বাড়িয়ে ধরুন। শুধু আপনার হৃদয়টা তাঁর জন্য বিনয়ী করে দিন। তাঁর কাছে দু'আ না করলেও বিনয়ী হোন অন্তত। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আপনার থেকে এই বিনয়ী ভাবটাই তো চান। আপনি নিশ্চিত থাকুন যে, এরপর থেকে তিনি আপনার সব প্রয়োজন পূরণ করে দেবেন। আপনার অসুস্থতা দূর করে দেবেন। আপনার চোখে-মুখে উচ্ছ্বাস ফুটিয়ে দেবেন।

আল্লাহ্‌র কাছে চাইলে আপনার কল্পনাও সত্যি হয়ে যাবে। আপনার ধারণাও বাস্তবে পরিণত হবে। আপনার আশার বস্তুগুলো তিনি বাস্তবে রূপান্তর করে দেবেন। আপনার স্বপ্নগুলো তিনি সত্যি করে দেবেন।

আর নির্ভর করুন পরাক্রমশালী পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র ওপর—যিনি আপনাকে দেখেন যখন আপনি দাঁড়ান।[১]

যার জন্য আপনি সালাতে দাঁড়ালেন, যার জন্য মাটিতে কপাল ঠেকালেন, যার জন্য মাথা নোয়ালেন, তাঁর কাছেই তো আপনি নিজের প্রয়োজনের কথা জানাবেন। তাঁর দিকেই তো আপনার সুস্থতার ভার দেবেন। তিনিই তো হবেন আপনার নিরাপদ আশ্রয়স্থল। তিনিই আপনার তো স্বপ্নপূরণে সহায়ক।

আপনি আল্লাহ্‌র রজ্জুকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরুন। অন্য কেউ বিশ্বাস ঘাতকতা করলেও তিনি আপনার প্রকৃত নির্ভরতার স্থান।

একবার এক সৎকর্মশীলা মায়ের ছেলে বাইরের দেশে পড়াশোনা করার ব্যাপারে মনস্থ করল। বাইরের দেশগুলোতে পড়তে গিয়ে দ্বীন থেকে দূরে সরে যাওয়ার ঘটনাগুলো মা শুনেছিলেন; কিন্তু অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাকে রাজি হতেই হলো। তিনি জানতেন যে, আল্লাহ্ তার ছেলেকে রক্ষা করতে সক্ষম। তাই নিজের ছেলের

[১] সূরা শু'আরা, ২৬ : ২১৮

জন্য সালাতে সবসময় দু'আ করতেন। ছেলে পড়াশোনা শেষে যথারীতি দেশে ফিরে এলো। মা দেখতে পেলেন তার ছেলের মাঝে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। সে মাসজিদমুখী হয়ে গেছে। সে বেশি বেশি সালাত আদায় করছে, ভালো কাজের আদেশ করছে ও খারাপ কাজের নিষেধ করছে। আগে সে যা অর্জন করেনি তা সে এবার অর্জন করতে শুরু করেছে। আগে যা অর্জন করা তার জন্য কষ্টসাধ্য ছিল এখন তা সে সহজেই অর্জন করতে পারছে।

আমরা কীভাবে ভাবতে পারি যে, পরম নির্ভরযোগ্য আল্লাহ্ তা'আলা এমন মায়ের ছেলেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিতে পারেন, যে মা সবসময় বিনয়ের সাথে চাইতেন—'আল্লাহ্, আমার সন্তানকে রক্ষা করুন। আপনার ওপরই আমি নির্ভর করলাম। ছেলের ব্যাপারে আমাকে লাঞ্ছিত করবেন না।'

অশ্রুসজল চোখ ও মুচকি হাসি

যদি দুনিয়ার কোনো রাজা আপনাকে বলে, 'আমার ওপর নির্ভর করো, আমি তোমার প্রাপ্য ওই অত্যাচারীর দখল থেকে আদায় করে দেবো। তুমি শুধু আমার ওপর নির্ভর করে এ কাজে আমাকে নিযুক্ত করো।' তাহলে আপনার কি কোনো সন্দেহ থাকবে যে, আপনার প্রাপ্য আপনি পাবেন না? ওই রাজার যে কোনো সহকারীর একটা কলমের আঁচড়েই তো সেই অত্যাচারী কাঁপতে কাঁপতে এসে আপনার প্রাপ্য আপনাকে বুঝিয়ে দেবে। তাহলে যদি রাজা নিজেই কাজটা করে দেন তাহলে কেমন হবে?

আগের রাজা, রাজার সহযোগীর কথা বাদ দিন। এই আয়াতটি পড়ুন—

وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْحَىِّ ٱلَّذِى لَا يَمُوتُ ۝

আর আপনি নির্ভর করুন ওই চিরস্থায়ী সত্তার ওপর—যিনি চিরঞ্জীব।[১]

আপনার ভেতরে এতক্ষণে প্রয়োজনের সকল চিত্র উধাও হয়ে গেছে, তাই না? আপনার মনে আর কোনো ভয় নেই, নেই দুর্ভাবনা বা দুশ্চিন্তার ছাপ।

[১] সূরা ফুরকান, ২৫ : ৫৮

আল্লাহ্ আপনার সকল সমস্যার সমাধান করে দেবেন। আপনার সব ব্যথা মুছে দেবেন, স্বপ্নগুলো সত্যি করে দেবেন। ফলে আপনার অশ্রুজল পরিণত হবে মুচকি হাসিতে।

আপনি মারা যেতে পারেন; কিন্তু চিরস্থায়ী আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা চিরঞ্জীব। আপনার মৃত্যুর পর আপনার ছেলেদের তিনি দেখে রাখবেন। আপনার রেখে যাওয়া ছেলেদের নিয়ে দুশ্চিন্তা করে ব্যস্ত হয়ে পড়তে হবে না। যেই চিরস্থায়ী আল্লাহ্ চিরঞ্জীব আর আপনি মরণশীল, সেই আল্লাহ্ই তো তাদের জন্য যথেষ্ট। তিনি তাদের সাথে থাকবেন। তাদের অবস্থা দেখে দয়া করবেন। তাদের সুখী করবেন। আপনার জীবদ্দশায় তারা যে অবস্থায় ছিল, তার থেকে ভালো অবস্থা ফিরিয়ে দেবেন। কেননা, তিনি তো সেই চিরস্থায়ী আল্লাহ্—যিনি মৃত্যুবরণ করেন না।

জীবনের অক্সিজেন

কেউ যদি আপনার ওপর অত্যাচার নাও করে—তবু আল্লাহর উপর নির্ভর করুন। নির্ভরতা শুধু অত্যাচারীর অত্যাচার থেকেই বাঁচায়; শুধু নির্ধারিত কাজেই সাহায্য করে—এমন নয়, নির্ভরতা আপনার জীবনে অক্সিজেনের মতো। আপনি কি অক্সিজেন ছাড়া বাঁচতে পারবেন?

সুস্থ অবস্থায়ও আল্লাহ্‌র ওপর নির্ভর করুন। আপনার হৃৎস্পন্দন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নড়াচড়া, শরীরে রক্তের প্রবাহ, খাদ্যের পরিভ্রমণ—এ সবই ছেড়ে দিন আল্লাহ্‌র হাতে।

তিনি যদি আপনার চোখের পাতা বন্ধ করার অনুমতি না দিতেন তাহলে তো চোখ দুটো শুকিয়ে কাঠ হয়ে যেত। তিনি যদি আপনার জিহ্বাকে স্বাদ আস্বাদনের সক্ষমতা না দিতেন তাহলে আপনার কাছে এ জীবনটা অর্থহীন মনে হতো। তিনি যদি আপনার চামড়াকে অনুভব করার শক্তি না দিতেন তাহলে আপনি টের না পেলেও তা ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত।

সন্তানদের ভালো হওয়ার ব্যাপারে নির্ভর করুন কেবল আল্লাহ্‌র ওপরই। এমন কত ছেলেকে দেখেছি, যারা মাসজিদে বড় হয়েও পরে নাস্তিক হয়ে গেছে। এমন ভয়ানক পরিণতি থেকে আমরা পানাহ চাই দয়াময় আল্লাহ্‌র কাছে। অনেক ছেলে আছে, যাদের হাতে বাবা-মা অর্থ ঢেলে দিয়েছে, সবচেয়ে বেশি যত্ন নিয়েছে; কিন্তু তারা নষ্ট হয়ে গেছে। আরও দেখেছি এমন ছেলেদের, যাদেরকে তাদের বড় ভাইয়েরা যত্ন-আত্তি দিয়ে ঘিরে রেখেছিল, তারপরও তারা বিচ্যুত হয়ে গেছে।

আপনার ছেলের অন্তরে হিদায়াতের জায়গাটা কতটুকু তা কেবল এক আল্লাহ্ই জানেন। তাঁর কাছে চান—যেন তিনি আপনার অন্তরটা 'ঈমানে পূর্ণ করে দেন। তাঁর ওপরই নির্ভর করুন। বিনয়ের সাথে তাকে বলুন, 'হে আমার রব, এই আমার সন্তান। আপনি আমার রব, তারও রব, তাকে আপনি হিদায়াত দিন, আপনাকে চেনার শক্তি দিন আর আমাকে তার প্রতিপালনে সহযোগিতা করুন। হে আমার রব, আপনি যদি সাহায্য না করেন তাহলে আমি তো তাকে সালাত আদায় করার আদেশটাও ভালোভাবে দিতে পারব না। আপনি যদি সাহায্য না করেন, তাহলে সেও পারবে না আন্তরিকতার সাথে সালাত আদায় করতে। সুতরাং আমাদের সাহায্য করুন আপনার স্মরণ, কৃতজ্ঞতা ও উত্তম 'ইবাদাত করার ব্যাপারে।'

আল্লাহ্ বিহীন জীবনটাই জাহান্নাম

আপনার জীবনের সফলতা অর্জনে নির্ভর করুন আল্লাহ্র ওপর। তিনি ছাড়া আপনার জীবনটা জাহান্নামে পরিণত হবে।

কেউ কেউ বলে, 'তুমি নিজের স্ত্রীর প্রশংসা করবে। তাঁর এত প্রশংসা করবে যে, তাঁর মন জয় করে নেবে। তার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসবে, তার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। এভাবে তার মন জয় করে নেবে, তার ভালোবাসা অর্জন করবে।'

এর সবই সঠিক; কিন্তু এর আগে, মাঝে ও শেষে আপনি বলবেন, 'আল্লাহ্, আমার স্ত্রীকে আমার জন্য ঠিক করে দিন।' তাঁর ওপরই নির্ভর করুন, কেবল তাঁর কাছেই সাহায্য চান। তাঁকে ডেকে বলুন, 'আমার সবগুলো মুচকি হাসির কোনো ফায়দা হবে না, যদি আপনি না চান।'

তাঁর কাছে বিনয়াবনত হয়ে বলুন, 'আল্লাহ্, তার অন্তরটা আপনার হাতে, আমার হাতে নয়। সুতরাং আমাদের মধ্যে সৌহার্দ্য বৃদ্ধি করে দিন, দু'জনের মাঝে সমঝোতা করে দিন। আমাকে বানিয়ে দিন তার আত্মার প্রশান্তি, অন্তরের শান্তি ও চোখের শীতলতাস্বরূপ আর তাকে বানিয়ে দিন আমার আত্মার প্রশান্তি, অন্তরের শান্তি ও চোখের শীতলতাস্বরূপ।'

আপনি যে দুর্বল, আপনার শক্তি যে সীমিত, আপনার সক্ষমতা যে স্বল্প, আর আল্লাহ্ একাই হলেন সর্বশক্তিমান, সুদৃঢ় ও মহান—এ স্বীকৃতিটা আল্লাহ্ আপনার থেকে

চান। আপনি যদি এটা স্বীকার করে নেন, তাহলে নির্ভরতার তিন-চতুর্থাংশ হয়েই গেল। এ নির্ভরতাটা যদি করতে পারেন তাহলে দেখবেন আপনার আশেপাশে সবকিছুর পরিবর্তন হচ্ছে। বিশ্বাস করুন, দেখবেন সবকিছুর পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে।

আপনার প্রয়োজন, দুশ্চিন্তা আর দুর্ভাবনা থেকে বেরিয়ে আসুন। ধরুন—আপনি এমন একজন মানুষ যার কোনো প্রয়োজন নেই, কোনো স্বপ্ন নেই, কোনো দুশ্চিন্তা নেই, কোনো রোগ নেই। তারপরও আপনাকে তাঁর ওপরই নির্ভর করতে হবে; যেন তিনি আপনাকে ভালোবাসেন। আপনি কি চান না, তিনি আপনাকে ভালোবাসবেন?

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

‘নিশ্চয় আল্লাহ্ তাওয়াক্কুলকারী-(নির্ভরকারী)-দের ভালোবাসেন।[১]’

আল্লাহ্ বান্দাকে ভালোবাসেন—যে লোকের অন্তরে সামান্য বিনয়ও আছে, সেও এ কথা শুনলে তার অন্তরটা কেঁপে উঠবে, তার আত্মাটা তীব্র এক আকাঙ্ক্ষা ও কামনায় বিগলিত হয়ে যাবে। যেই আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি আপনাকে ভালোবাসেন। অন্তত এ কারণটাই যথেষ্ট তাঁর ওপর নির্ভর করার জন্য।

আমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট

কিছু মানুষ এসে আপনাকে পেছনে হটার পরামর্শ দেবে। তারা নির্মম বাস্তবতার কিছু নমুনা আপনার কাছে পেশ করে আপনার অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাসটা নাড়িয়ে দেবে। তারা আপনার অনুভূতি নিয়ে খেলা করবে। তারা আপনাকে বলবে, আপনার অবস্থান থেকে সরে এসে আপনার মূল্যবোধকে ছেড়ে না দিলে আপনার বিপদের আশংকা থাকবে। এ অবস্থায় আপনি আপনার অন্তরটা ’ঈমান দিয়ে ধৌত করবেন। শুধু বলবেন, ‘আমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। তাঁর ওপরই আমার পরম নির্ভরতা।’ এ কথা বলার সাথে সাথে আপনি আল্লাহ্র দয়া ও অনুগ্রহ পেয়ে যাবেন। আপনার আর কোনো ক্ষতি হবে না। এই আয়াতটা মনোযোগ দিয়ে পড়ুন—

[১] সূরা আলে ইমরান, ০৩ : ১৫৯

ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا۟ لَكُمْ فَٱخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَٰنًا وَقَالُوا۟ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾ فَٱنقَلَبُوا۟ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوٓءٌ وَٱتَّبَعُوا۟ رِضْوَٰنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴿١٧٤﴾

এদেরকে লোকেরা বলেছিল, তোমাদের বিরুদ্ধে লোক জড়ো হয়েছে; কাজেই তোমরা তাদের ভয় করো; কিন্তু এ কথা তাদের 'ঈমানকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং তারা বলেছিল, আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কতই না উত্তম কর্মবিধায়ক। তারপর তারা আল্লাহ্র দয়া ও অনুগ্রহসহ ফিরে এসেছিল, কোনো অনিষ্ট তাদের স্পর্শ করেনি এবং আল্লাহ্ যাতে সন্তুষ্ট তারা তারই অনুসরণ করেছিল এবং আল্লাহ্ মহান অনুগ্রহশীল।[১]

খারাপ কিছুতে আক্রান্ত হওয়া—এরকমটা নিঃসন্দেহে হবে না; বরং যে বিপদ থেকে আপনি সামান্য পরিমাণও নিস্কৃতি পাবেন না বলে মনে করেছিলেন, সে বিপদ তো আপনাকে স্পর্শই করবে না। আপনার চামড়ায় সামান্য পরিমাণ ক্ষতও তৈরি হবে না। আল্লাহ্র ইচ্ছায় আপনার বিন্দুমাত্র আফসোসও করা লাগবে না এ নির্ভতার জন্য।

মন থেকে আয়াতটা পড়ুন—

وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿٣﴾

আর কর্মবিধায়ক হিসেবে আল্লাহ্ই তো যথেষ্ট।[২]

আপনি যদি আল্লাহ্র ওপর নির্ভর করেন তাহলে এটা মনে করবেন না যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকে নির্ভর করার মতো না পেয়ে আপনি তাঁর কাছে এসেছেন। না, কখনোই নয়; বরং সৃষ্টজীব মহান এবং সর্বশ্রেষ্ঠ যে সত্তার ওপর নির্ভর করতে পারে, আপনিও তাঁর ওপরই নির্ভর করছেন।

কেউ কেউ বলে, 'দু'আ ছাড়া আমাদের কিছুই করার নেই।'

আশ্চর্য! আপনার কাছে এর চেয়ে শক্তিশালী আর কী আছে?

---

[১] সূরা আলে-ইমরান, ০৩ : ১৭৩-১৭৪
[২] সূরা আহযাব, ৩৩ : ০৩

দু'আ-ই তো নির্ভরতার সোপান। দু'আ মুখের কথায় পরিণত হওয়ার আগে অন্তরের এক দৃঢ় বিশ্বাস ধারণ করে থাকে। এ বিশ্বাস হলো, 'আল্লাহ্ সুবহানাহু সব কিছুই করতে পারেন।' আর এটাই নির্ভরতার সবচেয়ে স্পষ্ট চিত্র।

যে বলে, 'অমুকের তো আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপায় নেই।' তাকে বলে দিন, 'আল্লাহ্‌ই তো তার তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে যথেষ্ট। আল্লাহ্‌কে পেয়ে সে কতই-না ধন্য। তার কীসের কমতি থাকবে যদি তার সাথে রাজাধিরাজ ও আসমান-যমীনের রব আল্লাহ্‌ই থাকেন?

তোমরা দুনিয়ার সব কিছু নিয়ে নাও, আমার আত্মাটা শুধু স্বাধীন রেখে দাও। এতে তোমরা আমাকে নিঃস্ব মনে করলেও আমিই তোমাদের মাঝে সবচেয়ে ধনী।

যৌক্তিক কারণ

আচ্ছা, আপনি জানেন, শুধু আল্লাহ্‌র ওপর নির্ভরতাই যথেষ্ট কেন? এখানে একটা যৌক্তিক কারণ আছে। সেটা হলো, আল্লাহ্ হলেন যমীন ও আসমানসমূহের মালিক—

وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ۝

আর আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্‌র। আর আল্লাহ্‌ই কর্মবিধায়ক রূপে যথেষ্ট।[১]

আপনি যাকে ভয় পান, সে কি যমীনের বাসিন্দা না? যদি বলেন, 'হ্যাঁ', তাহলে সে তো আল্লাহ্‌রই মালিকানায়। আল্লাহ্‌ই তার পরিচালক।

যে রোগ আপনাকে দুর্বল করে ফেলে; যা থেকে আরোগ্যলাভের কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছেন না, তা কি যমীনের না? তাহলে সেটাও তো আল্লাহ্‌রই মালিকানায় আছে। তিনি এ রোগকে আদেশ দিতে পারেন আপনার দেহ ত্যাগ করার।

আপনার যত দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা, ক্লান্তি, ব্যস্ততা— সবই কি যমীনের ভেতরে নয়? তাহলে এই যমীনটা যার—এই যমীনের সবকিছু যার, তাঁর ওপর ভরসা রাখুন। তাঁর এক আদেশে আপনার সকল দুঃখ-দুর্দশা-দুর্ভাবনা-দুশ্চিন্তা নিমিষেই মিলিয়ে যাবে।

[১] সূরা নিসা, ০৪ : ১৩২

আর আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যেহেতু সব কিছুর স্রষ্টা। তিনি যা চান তাই করতে পারেন। এজন্য সকল বিষয়ে আমরা শুধু তাঁরই ওপর ভরসা রাখব—

ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَىْءٍ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ وَكِيلٌ ۝

আল্লাহ্ সকল কিছুর স্রষ্টা। তিনি সবকিছুর ওপর কর্মবিধায়ক।[১]

একবার ভেবে দেখুন, 'হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল'—'আমাদের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট আর তিনিই উত্তম কর্মবিধায়ক।'

আমাদের জন্য আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউই নেই। তিনিই তো সর্বোত্তম কর্মবিধায়ক। তাঁর থেকে মহান, বেশি মর্যাদার আর কেউ নেই।

সাবধান হোন

নির্ভরতার জায়গায় তাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে রাখার ব্যাপারে সাবধান থাকুন। সাবধান থাকুন তিনি ব্যতীত অন্য কারও কাছে আশ্রয় নেওয়ার ব্যাপারেও। অন্যথা আপনি দুর্বল হয়ে পড়বেন। দুর্ভাবনা আপনাকে আক্রমণ করে বসবে। আপনার হৃদয় দুনিয়ার ভাবনায় মত্ত হয়ে যাবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

أَلَّا تَتَّخِذُوا۟ مِن دُونِى وَكِيلًا ۝

তোমরা আমার পরিবর্তে কর্মবিধায়ক হিসেবে কাউকে গ্রহণ না করো।[২]

চিরস্থায়ী তিনি থাকতে অন্য কাউকে খোঁজা, অন্য কারও ওপর নির্ভর করা, সংরক্ষণকারী তিনি থাকতে কারও কাছে আশ্রয় নেওয়া আপনার জন্য হারাম।

তিনি যে সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী—তাই তাঁর ওপর নির্ভর করবেন। তিনি গোপনে সংঘটিত সব কিছুই শুনতে পান। গভীর অমানিশায় যা কিছু ঘটে থাকে তার সবই তিনি অবগত। আপনি কীভাবে অন্য কারও ওপর নির্ভর করতে পারেন—অথচ

---

[১] সূরা যুমার, ৩৯ : ৬২
[২] সূরা বানী ইসরা'ঈল, ১৭ : ০২

তিনি ছাড়া আর কেউ গোপনীয় বিষয়গুলো শোনে না, জানেও না?

وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۝

আর নির্ভর করো আল্লাহ্‌র ওপর, নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা ও মহাজ্ঞানী।[১]

যে অত্যাচারী আপনাকে কষ্ট দিচ্ছে সে তো আপনার রক্ষাকারী রবেরই সৃষ্ট। তাই নির্ভর করুন আল্লাহ্‌র ওপর, তিনিই অন্যের দেওয়া কষ্ট থেকে আপনাকে রক্ষা করবেন। পরিপূর্ণ সাহস নিয়েই বলুন—

إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذٌۢ بِنَاصِيَتِهَآ ۝

আমি তো নির্ভর করি আমার ও তোমাদের রব আল্লাহ্‌র ওপর। এমন কোনো জীব-জন্তু নেই—যা তাঁর পূর্ণ আয়ত্তাধীন নয়।[২]

শাইতান তার বাহিনী ও শক্তি নিয়ে মানুষকে কুমন্ত্রণা দেয়, ভয় দেখায়। তারপরও সে আল্লাহ্‌র ওপর নির্ভরকারী বান্দার কাছে পৌঁছতে পারে না—

إِنَّهُۥ لَيْسَ لَهُۥ سُلْطَٰنٌ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝

নিশ্চয় যারা 'ঈমান আনে এবং তাদের রবের ওপরই নির্ভর করে, তাদের ওপর তার কোনো আধিপত্য নেই।'[৩]

তাহলে কীভাবে অফিসের বস, খারাপ প্রতিবেশী, মন্ত্রী বা কোনো নেতা পৌঁছতে পারবে? স্মরণ করুন—

وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥٓ ۝

যে আল্লাহ্‌র ওপর নির্ভর করে তার জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।[৪]

[১] সূরা আনফাল, ০৮ : ৬১
[২] সূরা হূদ, ১১ : ৫৬
[৩] সূরা নাহল, ১৬ : ৯৯
[৪] সূরা তালাক, ৬৫ : ০৩

যদি তাঁকে আপনার সকল কাজে সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করেন, তাঁর ওপরই নির্ভর করেন, ভরসা রাখেন, তাহলে অন্য কাউকে আপনার কখনো প্রয়োজনই হবে না। তিনিই আপনার জন্য যথেষ্ট। তিনিই আপনাকে অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন।

আল্লাহ্‌র দেওয়া নিরাপত্তা যদি আপনাকে চতুর্পাশ থেকে ঘিরে না রাখে, তাহলে আপনি ধ্বংস হয়ে যাবেন। এ জীবন অসুখ-বিসুখ, ক্লান্তি-শ্রান্তি, ষড়যন্ত্র-কূটকৌশলে ভর্তি। আপনাকে আল্লাহ্‌র রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়া পেলে এই কেউটে সাপগুলো আপনার ওপর ছোবল হানতে থাকবে।

আমি আপনাকে ভয় দেখাচ্ছি না, এটাই বাস্তবতা।

শুধু বলুন, ‘আল্লাহ্‌, আপনার ওপর ভরসা করলাম।’

আপনি কি অন্তর থেকে বললেন? এবার মুচকি হাসুন। দেখবেন, সব কেউটে সাপ উধাও হয়ে গেছে।

কিছু জিনিস আপনার জন্য হুমকি

আপনি যখন সকালে বাসা থেকে বের হন, তখন বাইরে আপনার জন্য ভয়াবহ দুর্ঘটনা, অসুখ সৃষ্টিকারী বায়ুপ্রবাহ, পতনোন্মুখ গর্ত, গালি দেওয়ার মতো খারাপ মানুষ, হিংসা করার মতো লোক অথবা এক কুটিল চাকুরিজীবী অথবা প্রতারক বিক্রেতা আপনাকে অনুসরণ করবে। তাই বের হওয়ার সময় আপনার নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে দু‘আ পড়ার পরামর্শ দিয়েছেন সেটি আপনি পড়বেন—

بسم الله توكلت على الله، اللهم إنى أعوذ بك أن أضل أوأُضل أوأزل أو أُزل أو أظلم أو أُظلم أو أجهل أو يُجهل على

আল্লাহ্‌র নামে, আল্লাহ্‌র ওপরই নির্ভর করছি। আল্লাহ্‌, আপনার কাছে পানাহ চাই পথভ্রষ্ট করা, পথভ্রষ্ট হওয়া, পদস্খলন করানো, পদস্খলন হওয়া, অত্যাচার করা, অত্যাচারিত হওয়া, মূর্খ হওয়া বা মূর্খদের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া থেকে।[১]

---

[১] হাদীসটি আবু দাউদ তার *সুনান* গ্রন্থে (৪/৪৮৬- ৫০৯৬) উল্লেখ করেছেন।

এবার আপনি সস্তির নিঃশ্বাস গ্রহণ করে বেরিয়ে পড়ুন। দেখবেন সব ভয় কেটে গেছে।

ঘুমিয়ে পড়লে আপনার পিঠ এলিয়ে দেওয়ার সময় তাঁকে স্মরণ করুন, আপনার দায়িত্ব তাঁর হাতেই ছেড়ে দিন; তাঁর আশায় ও তাঁরই ভয়ে।

আপনার রব আপনাকে আদেশ দিয়েছেন তাঁর ওপর ভরসা করতে; প্রতি মুহূর্তে আপনি এটি স্মরণ করবেন। আপনার তো তাঁকে প্রয়োজন। সুতরাং এ সুযোগ হাতছাড়া করবেন না। এই উপহার ফিরিয়ে দেবেন না। এর অধিকারী হওয়া থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখবেন না।

আল্লাহ্, আপনার প্রতি আমাদের নির্ভরশীল করে দিন, আপনার কাছে আশ্রয়গ্রহণকারী হিসেবে কবূল করে নিন, আপনার প্রতি সুদৃঢ় 'ঈমান দ্বারা আমাদের আচ্ছাদিত করুন। মজবুত 'ঈমান দিয়ে ধুয়ে ফেলুন অন্য সব সম্পর্ককে, টিকিয়ে রাখুন শুধু আপনার সাথের সম্পর্কটাই।

الشَّكُورُ

আশ-শাকূর তথা গুণগ্রাহী

আল্লাহ্‌র বদান্যতার কাছে সব হিসাবই বৃথা। কারণ, এ এমন এক বদান্যতা যা কোনো হিসাব মানে না। এ যে রবের পরম অনুগ্রহ।

আশ-শাকূর তথা গুণগ্রাহী

আপনি কোনো একজনের উপকার করলেন, কিছুদিন পর সেই আপনার সাথে দুর্ব্যবহার করল—এমনটা ঘটেছে কি না জীবনে? এমনকি দেখা গেল, আপনাকে সে ভুলেই গেল। আপনার উপকারের কথাও তার মনে রইল না; অধিকন্তু এখন সে আপনাকে দেখলে মুখ ফিরিয়ে চলে।

নিঃসন্দেহে এটা কষ্টকর অভিজ্ঞতা।

এ পৃথিবী এমন অনেক মানুষ দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে আছে—যারা 'ধন্যবাদ' শব্দটি পর্যন্ত চেনে না। তারা এ কথাটিও যথাযথভাবে বলতে পারে না—'আল্লাহ্ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন'।

একটু মুচকি হাসি তাদের কাছে অদেখা জগতের জ্ঞানের মতোই দুষ্প্রাপ্য লাগে। ছেড়ে দিন তাদের। তাদের মতো লোকেদের তিরস্কার করে নিজের জীবন নষ্ট করার কোনো মানে হয় না। তারা যে নিকৃষ্ট জীবন-যাপন করছে, সেটা নিয়ে ভাবারও কোনো প্রয়োজন নেই। আপনি গুণগ্রাহী আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে যান। তারা আপনার অন্তরে যে ভাঙন ধরিয়ে দিয়েছে—তা পুনর্নির্মাণ করার জন্য ছুটে যান আপনার রবের পানে।

গুণগ্রাহী আল্লাহ্‌র স্মরণে সময় কাটান। আল্লাহ্‌র এই মহান নামটি নিয়ে ভাবুন। জীবনের বিবর্ণ পাতাগুলো মুছে এ মহান নামের ছোঁয়ায় সজীব করে তুলুন আপনার জীবনপাতা।

তিনি আপনাকে এত বেশি দান করেন যে, আপনি বিস্মিত হয়ে যান

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর বান্দাকে সৎকাজের প্রতিদান দিয়ে থাকেন। তাঁর এই প্রতিদানের কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। সৎকাজের প্রতিদান তিনি এত বেশি করে দেন যে, তা আসমান-যমীনব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আপনাকে যে সৎকাজের আদেশ দিয়েছেন তাতেই রয়েছে আপনার দুনিয়া ও 'আখিরাতের সফলতা। আপনি যদি এর ওপর 'আমাল করেন তাহলে আল্লাহ্ তা'আলাই আপনার প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য; কারণ, তিনিই তো আপনাকে সৎকাজের পথ দেখিয়েছেন, সহজ করে দিয়েছেন এবং আপনার অবস্থার উন্নতি করেছেন। তাই নয় কি? অথচ আপনার অকৃতজ্ঞতা সত্ত্বেও তাঁরই বদান্যতা যে, এরপরও তিনিই আপনার প্রতি সদয় থাকেন। তো এর চেয়ে অধিক

বদান্যতা আর কীভাবে দেখানো যেতে পারে? এর থেকে বেশি দানশীলতা আর কীভাবে সম্ভব হতে পারে?

কীভাবে তিনি আপনাকে এত অঢেল দিতে পারেন?

তাঁর সত্তা যেমন চোখ দিয়ে দেখা যায় না, তেমনই তাঁর নাম ও গুণাবলির প্রকৃত অর্থ-জ্ঞান আমাদের বিবেক-বুদ্ধি ধরতে পারে না। এতদসত্ত্বেও জগতে আমাদের তাঁর সাথেই তাঁরই দেখানো পথে চলতে হয়। তাঁর নামের প্রশান্তিদায়ক ছায়ায় নিজেদের জীবন ঢেকে রাখতে হয়।

আল্লাহ্‌র গুণগ্রাহিতার চিত্র হলো—

তিনি গুনাহ মাফ করেন এবং সাওয়াব বাড়িয়ে দেন। তিনি সুস্থতা দেন, তিনি সচ্ছলতা দেন। সন্তান, টাকা-পয়সা, শান্তির জীবন—সব তিনিই দেন। তিনি আপনাকে সুখ্যাতি দেন।

আপনার দু'আ তিনি কবুল করেন। তাঁর নৈকট্যলাভে আপনাকে তিনি ধন্য করেন। তাঁর সান্নিধ্যে একাকী সময় কাটানোর সুযোগ দেন।

যে রোগে অন্যরা মারা গেছে, সে রোগে আক্রান্ত হয়েও আপনি সুস্থ হয়ে যান।

সামান্য যেসব বিপদে অন্যরা হতবিহ্বল হয়ে গেছে, তাঁর চেয়ে বড় বড় বিপদ আপনাকে স্পর্শ করার পরও তিনি তা দূর করে দেন। তিনি আপনাকে সরল সঠিক পথ দেখিয়ে দেন। অথচ কত মানুষ আছে যারা এ পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে গেছে।

তিনি আপনাকে হিদায়াতের ওপর স্থির রাখেন। অথচ আপনার চেয়েও বুদ্ধিমান, জ্ঞানী ও আপনার চেয়ে ঢের বেশি ইসলাম বোঝে এমন আরও কত মানুষ আছে—যাদের অন্তর হিদায়াত ত্যাগ করে ভ্রষ্ট হয়ে গেছে।

অংকের হিসাব

পড়ুন এবং কল্পনা করুন—

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِى كُلِّ سُنۢبُلَةٍ مِّا۟ئَةُ حَبَّةٍ

যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে তাদের উপমা একটি বীজের মতো, যা সাতটি শীষ উৎপাদন করে, প্রত্যেক শীষে একশ শস্যদানা।[১]

এখানেই কি শেষ? একদম না।

وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُ ۗ

আর আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছে বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন।[২]

আল্লাহ্ কতই না মহান।

এক বীজ 'আমাল তাঁর অনুগ্রহ, বদান্যতা ও সুবিবেচনায় সাতশটা সাওয়াবের শস্যদানায় পরিণত হয়।

কীভাবে এক = সাতশ হয়ে যেতে পারে?

একটি ভালো কাজ করলে সাওয়াব তো এর সমানই পাবেন; কিন্তু আল্লাহ্ আপনাকে সাতশগুণ বাড়িয়ে দেন। তিনি যাকে ইচ্ছে তাকে আরও বাড়িয়ে দেন।

আল্লাহ্‌র বদান্যতার কাছে সব হিসাবই বৃথা। কারণ, এ এমন এক বদান্যতা যা কোনো হিসাব মানে না। এ যে রবের পরম অনুগ্রহ।

আল্লাহ্ কতই না মহান। তিনি আপনাকে দান করতে করতে বিস্মিত করে ফেলেন। আপনাকে সম্মানিত করে বিস্ময়াভিভূত করে দেন। কে এমন আছে, যাকে এই মহান আল্লাহ্ কিছু দেননি, দান করেননি? জীবনের প্রতিটি মুহূর্তেই আমরা তাঁর অসংখ্য উপহার-দান পেয়ে থাকি।

আর স্মরণ করুন...

এই যে তাঁর নাবীগণ, তারা সৎকাজ করেছেন। তারা তাঁর বাণীসমূহ পৌঁছানোর জন্য

[১] সূরা বাকারা, ০২ : ২৬১
[২] সূরা বাকারা, ০২ : ২৬১

সংগ্রাম করেছেন। এর উত্তম প্রতিদান তিনি তাদেরকে দিয়েছেন। তাদের স্মরণকে মানুষদের মাঝে উচ্চকিত করেছেন, আদর্শরূপে উপস্থাপন করেছেন, তাদের ঘটনা ও ঘটনার শিক্ষাগুলো তাঁর সম্মানিত কিতাবে চিরন্তন করেছেন, তাদের মান-মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন—যার ফলে কেউ তাদের মর্যাদাহানি বা তাদের সম্পর্কে খারাপ ধারণাও করতে পারে না। এছাড়া আরও বহু প্রতিদান তিনি তাদের দিয়েছেন। তাদেরকে তাঁর কিতাবে উল্লেখ করার একটা বিশেষত্ব আছে। আমি সবসময় সেটা অনুভব করতে পারি।

আল্লাহ্‌র এক বান্দা। আল্লাহ্ নিজ কুদরতেই তাকে সৃষ্টি করেছেন। সে ইতোপূর্বে কিছুই ছিল না। তার সম্পর্কেই আল্লাহ্ বলছেন—

وَٱذۡكُرۡ فِي ٱلۡكِتَٰبِ إِبۡرَٰهِيمَۚ إِنَّهُۥ كَانَ صِدِّيقٗا نَّبِيًّا ۝٤١

আর স্মরণ করুন এ কিতাবে ইবরাহীমকে; তিনি ছিলেন এক সত্যনিষ্ঠ, নাবী।[১]

وَٱذۡكُرۡ فِي ٱلۡكِتَٰبِ مُوسَىٰٓۚ إِنَّهُۥ كَانَ مُخۡلَصٗا ۝٥١

আর স্মরণ করুন এ কিতাবে মূসাকে; অবশ্যই তিনি ছিলেন মনোনীত।[২]

وَٱذۡكُرۡ فِي ٱلۡكِتَٰبِ إِدۡرِيسَۚ ۝٥٦

আর স্মরণ করুন এ কিতাবে ইদরীসকে।[৩]

এছাড়াও সূরা সা'দ—এ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আইয়ুব আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলেন,

وَجَدۡنَٰهُ صَابِرٗا

'আমরা তাকে পেয়েছি ধৈর্যশীলরূপে।'

[১] সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৪১
[২] সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৫১
[৩] সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৫৬

এবার আয়াতটির আরও কিছু অংশ পড়ুন—

نِعْمَ ٱلْعَبْدُ

'কতই না উত্তম বান্দা তিনি।'

মহান রাজাধিরাজ আল্লাহ্ তাঁর এক বান্দাকে বলছেন—'কতই না উত্তম বান্দা তিনি।' আল্লাহ্ যাকে মর্যাদা দিতে চান তার মর্যাদা কতটা সুউচ্চ!

তারপর আমাদের নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আল্লাহ্‌র প্রতিদানের নমুনা দেখুন। কীভাবে তিনি এই রাহমাতকে বণ্টন করে দিয়েছেন আর বলেছেন—

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ

তারা কি আপনার রবের রাহমাত বণ্টন করে নিতে চায়?[১]

আল্লাহ্ তাকে নিজের বার্তাবাহক নিযুক্ত করেও বিশেষিত করে বলেছেন—

ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُۥ ۗ

আল্লাহ্‌ই অধিক জ্ঞাত তিনি কোথায় নিজ বার্তা পাঠাবেন।[২]

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে—

وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ۗ

আর আল্লাহ্ আপনাকে মানুষ থেকে রক্ষা করেন।[৩]

তার চরিত্রকে করেছেন উত্তম বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত—

---

[১] সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ৩২
[২] সূরা আনআম, ০৬ : ১২৪
[৩] সূরা মায়েদা, ০৫ : ৬৭

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۝٤

আর আপনি তো মহান চরিত্রের ওপর অধিষ্ঠিত।[১]

এই যে সাহাবীগণ, তারা তাদের জান-মাল দ্বীনের সাহায্যে সঁপে দিয়েছিলেন। তাই আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের এই প্রতিদান দিয়েছেন যে—তাদের ব্যাপারে (মন্দ) কথা বলা মুনাফিকীর পরিচয়। তিনি তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। তাদের সাওয়াব বৃদ্ধি করেছেন। তাদের সবাইকে ন্যায়পরায়ণ হিসেবে গণ্য করেছেন। বাদ পড়েননি কেউই। তাদেরকে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ যুগের মানুষ হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। তাদের ব্যাপারে বলেছেন—

لَّقَدْ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ ۝١٨

আল্লাহ্ মু'মিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন যখন তারা গাছের নিচে আপনার কাছে বাইয়াত নিচ্ছিল।[২]

আরও বলেছেন—

وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ ۝١٠

আর প্রত্যেককেই আল্লাহ্ জান্নাতের ও'য়াদা দিয়েছেন।[৩]

তাদের সকলের এবং প্রত্যেক ব্যক্তির মর্যাদা এতই বেশি ও প্রসিদ্ধ যে, তা উল্লেখ করারও প্রয়োজন হয় না। আর এ সবই তাদের বিশ্বাস, আত্মত্যাগ ও সংগ্রামের বিনিময়ে আল্লাহ্র গুণগ্রাহিতা ও প্রতিদান প্রদানের নমুনা।

[১] সূরা কালাম, ৬৮ : ০৪
[২] সূরা ফাতহ, ৪৮ : ১৮
[৩] সূরা হাদীদ, ৫৭ : ১০

শস্যদানা পরিমাণ

যে ব্যক্তি কোনো ভালো কাজ করে তাকে যেমন আল্লাহ্ প্রতিদান দিয়ে থাকেন, তেমনই তিনি তাঁরই শান, মাহাত্ম্য ও মর্যাদার উপযুক্ত প্রতিদান দেন। তাঁর এ প্রতিদান অন্যদের স্বাভাবিক প্রতিদানের মতো নয়। তিনি হলেন আশ-শাকূর তথা গুণগ্রাহী। তাঁর এক প্রতিদান অন্য সকলের কৃতজ্ঞতা ও প্রতিদানের তুলনায় অনেক বেশি। আপনি একটা 'আমাল করলে তিনি বার বার আপনাকে এর প্রতিদান দিয়ে থাকেন। আপনার কাজ একনিষ্ঠ ও বিশুদ্ধ হলে সেটা ছোট-বড় যেমনই হোক তিনি তার প্রতিদান দেবেন। তিনি শুধু বড় আমলের পুরস্কার দেন না; বরং শস্যদানা পরিমাণ হলেও তিনি সেটাকে বড় করে তার প্রতিদান দিয়ে থাকেন।

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُۥ ۝

যে শস্যদানা পরিমাণ ভালো কাজ করবে তা সে দেখবে।[১]

একটি খেজুরের টুকরোর বদলে, একটি কুকুরকে পানি পান করানোর কারণে এক পতিতাকে আল্লাহ্ জান্নাত দিলেন। এক লোক সারাজীবন গুনাহ করে মারা যাওয়ার সময় ছেলেদের বলে গেল তাকে পুড়িয়ে ছাই বানিয়ে ফেলতে। সে এ ভয় পেয়েছিল যে, আল্লাহ্ তাকে শাস্তি দেবেন। তার এ ভীতির কারণে, আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন। আরেকজনের মাত্র একটা সাওয়াব ছিল; সেটা ছিল তার এক ভাইয়ের প্রতি সাদাকাহ, তাকেও আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ করালেন। আরেকজন তো একশত মানুষ হত্যা করেছিল। তারপরও জান্নাতে; কারণ, সে যে আল্লাহ্‌র দিকে হিজরত করেছিল।

আল্লাহ্‌র গুণগ্রাহিতার আরেকটি দিক হলো, তিনি সাদাকাহকারীর সাওয়াব দ্রুত দিয়ে দেন। তিনি তাদেরকে বারাকাহ্ ঢেলে দেন। তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ দিয়ে আচ্ছাদিত করে ফেলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

إن الله يقبل صدقة عبده بيمينه ويربيها كما يربي أحدكم فلوه

---

[১] সূরা যিলযাল, ৯৯ : ০৭

নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁর বান্দার দান ডান হাতে কবূল করে সেটাকে প্রতিপালন করেন যেমনিভাবে তোমাদের কেউ ঘোড়ার বাচ্চাকে প্রতিপালন করে।[১]

এটা তাঁর বান্দার আনুগত্যে আল্লাহ্‌র প্রতিদান।

পূর্বাঞ্চলের অধিবাসী এক ভদ্রলোকের সাথে দশ বছর আগে একটা বিখ্যাত সুপার মার্কেটের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। সে সুপার মার্কেটের মালিকের ঘটনা বর্ণনা করছিল আমার কাছে। সুপার মার্কেটের মালিক ছিল এক সামান্য চাকুরিজীবী। তার স্ত্রীও চাকুরি করত। তারা দু'জনে মিলে টাকা-পয়সা জমাত। তাদের উদ্দেশ্য ছিল—একটা বাড়ি বানানো। টাকা জমানো প্রায় শেষ। এমন সময় হঠাৎ একদিন স্বামী মাসজিদে এক দা'ঈর কথা শুনতে পেল। সেই দা'ঈ মাসজিদ বানানোর ব্যাপারে উৎসাহ দিয়ে বলেন—

من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتاً فى الجنة

যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র জন্য একটা মাসজিদ বানায়—হোক তা পাখির বাসার সমান—আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতে একটা বাড়ি বানান।[২]

কথাটা ভদ্রলোকের খুব মনে ধরল। সে রাতে বাসায় গিয়ে স্ত্রীর সাথে এই ব্যাপারে আলাপ করল। সে জানাল যে, তাদের এতদিনের জমানো অর্থের সবটাই সে মাসজিদ তৈরিতে ব্যয় করতে চায়। তার স্ত্রীও সানন্দে এই প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেল। মাসজিদ তৈরির প্রকল্পে সেও নিজ অর্থ বিলিয়ে দিল।

একবার কল্পনা করে দেখুন। একটা প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বছরের পর বছর আপনি যে টাকা জমালেন তা এক রাতেই ব্যয় করে ফেললেন। তাও এ পরিবর্তনটা আল্লাহ্ ও 'আখিরাত পাওয়ার উদ্দেশ্যে পবিত্র অন্তর থেকে উৎসারিত।

ভদ্রলোক বলেন, মাসজিদ বানানোর পর আবার তারা টাকা জমানো শুরু করল। স্বামীর মাথায় তখন ব্যবসার চিন্তাটাও এলো। সে একটা ছোটখাট দোকান খুলে বসল। চারিদিক থেকে তার কাছে ক্রেতা আসতে লাগল। অর্থ-বিত্ত বেড়ে যেতে লাগল। কিছুদিনের মধ্যেই লোকটা তার দোকান বড় করতে বাধ্য হলো। তার কয়েকদিন পর সে একে একে কয়েকটা শাখা খুলে বসল।

---

[১] *বুখারী*, ২/১০৮-১৪১০; *মুসলিম*, ২/২০৭-১০১৪
[২] *ইবনু মাজাহ*, ২/৪৯৮-৭৮৭

ভদ্রলোক জানালেন, এখন পূর্বাঞ্চলে তার তেরোটার মতো শাখা আছে। এটা দশ বছর আগের ঘটনা। গুণগ্রাহী আল্লাহ্ কতই না মহামহিম। তাঁর সাথে যেই ব্যবসা করে তাকে তিনি ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত করেন না।

একবার এক লোকের সাথে দেখা হলো। তার নামের শেষে আর-রাহীলী ছিল। আমি মজা করে তাকে বললাম, 'আপনি তাহলে জেদ্দা শহরে অবস্থিত বিখ্যাত 'আর-রাহীলী' সিএনজি স্টেশনের মালিক?'

লোকটা বলল, 'না, আমি সেরকম কেউ নই। তবে আপনি যার কথা বলেছেন সে আমারই এক নিকটাত্মীয়।'

তারপর আমাকে তার ঘটনা জানাল। আর-রাহীলী প্রথমজীবনে দরিদ্রদের অনেক বেশি দান-সাদাকাহ করতেন। ইয়াতীমদের দেখাশোনা করতেন। আত্মীয়-স্বজনের দেখাশোনা অনেক বেশি করতেন। এ কারণেই আল্লাহ্ তার জন্য সব কিছু সহজ করে দিলেন। তিনি এতগুলো সিএনজি স্টেশনের মালিকও হলেন আবার ব্যবসা-ক্ষেত্রেও তিনি একজন সফল ব্যবসায়ী হতে পেরেছেন। গুণগ্রাহী আল্লাহ্র দান এমনই হয়।

'তুমি ব্যয় কর, আমিও তোমার জন্য ব্যয় করব।'

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

ما نقص مال من صدقة

সাদাকাহ করলে অর্থ সামান্যও কমে না।[১]

আমাদের এ কথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে। আমাদের রব হাদীসে কুদসীতে বলেছেন—

ياعبدى أنفق أنفق عليك

'হে আমার বান্দা, তুমি ব্যয় করো, আমি তোমার জন্য ব্যয় করব।[২]*'*

---

[১] *তিরমিযী*, ৯/১১১- ২৪৯৫
[২] সহীহ বুখারী, ৫৩৫২

আপনি যখন কোনো গরীব লোকের হাতে এক টাকা দেবেন, নিশ্চিত থাকুন, আল্লাহ্ আপনাকে এই টাকার সমান বা এরও বেশি অনুগ্রহ, সুস্বাস্থ্য আপনাকে দান করবেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র। সে বেশ গরীব। জুম'আর সালাত আদায়ের জন্য যাচ্ছিল। দেখতে পেল, একলোক একটা দানবক্স নিয়ে মানুষকে দানে উৎসাহিত করছে। সে বলছে, 'বান্দা, তুমি ব্যয় করো, আমি তোমার জন্য ব্যয় করব।' ছাত্রটা পকেট হাতড়ে পাঁচ টাকা পেল। পুরাটাই সে দানবক্সে দিয়ে দিল। তার অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, 'হে আমার রব, আমি দরিদ্র সত্ত্বেও ব্যয় করেছি। তাই আপনি আপনার ধনভাণ্ডার থেকে আমার জন্য ব্যয় করুন।' রাতে তাকে তার ভাই দেখতে এলো। ভাই তাকে জানাল যে, তার কাছে কিছু টাকা-পয়সা এসেছে। যার সবই তার দরকার নেই। তাই দুই হাজার টাকা সে তার ভাইকে দিতে এসেছে। এই তো, আল্লাহ্ তার জন্য ব্যয় করলেন।

অনেক আগে এক ম্যাগাজিনে একটা ঘটনা পড়েছিলাম। এক মহিলা লিখেছিল, এক সকালে তার ঘরের দরজায় কড়া নাড়ে এক ভিক্ষুক। মহিলা তার ব্যাগ থেকে একশ টাকার শেষ নোটটা বের করে দিয়ে দেয় ভিক্ষুককে। মহিলাটার অন্তর শুধু বলছিল, 'আল্লাহ্, দশগুণ বাড়িয়ে দিন। দশগুণ বাড়িয়ে দিন।'

মহিলা যথারীতি রান্নাঘরে প্রবেশ করল। নিজের আর স্বামীর জন্য নাস্তা তৈরি করল। স্বামী ঘুম থেকে উঠে নাস্তা খাওয়া শুরু করল। একটু পর বলল, 'গত রাতে আমার কাছে তোমার জন্য একটা চিঠি এসেছিল।' স্ত্রী চিঠিটা খুলে দেখার জন্য উঠে গেল। চিঠির খামটা খুলতেই চোখে পড়ল ব্যাংকের চেক। এক পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখার পুরস্কারস্বরূপ কিছু টাকা। তারচেয়েও তাজ্জবের ব্যাপার টাকার পরিমাণ এক হাজার টাকা। একেবারে কড়ায়-গণ্ডায় দশগুণ।

ভালো কাজ করুন...

আপনার সব আশা-ভরসা, চাওয়া-পাওয়া যেন দুনিয়ার জন্য না হয়। কারণ, আল্লাহ্ যা আপনার জন্য জমা রেখেছেন, তার জন্য 'আখিরাতে আপনি বেশি মুখাপেক্ষী।

প্রভুর প্রতিদানের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট রূপটা পাওয়া যায় পিতা-মাতার আনুগত্যের সাথে জীবন চলা সহজ হওয়ায় এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাওফীক পাওয়ার

বিষয়টায়। জীবনের সফলতা যেন পিতা-মাতার আনুগত্যের সাথেই সম্পৃক্ত। পৃথিবীতে সফল ব্যক্তিদের জীবনী খুলে দেখুন, দেখবেন, পিতা-মাতার আনুগত্য সবার মাঝেই পাওয়া যায়, নিশ্চিতভাবেই।

আল্লাহ্ সুবহানাহু বলেন—

وَافْعَلُوا الْخَيْرَ ﴿٧٧﴾

তোমরা ভালো কাজ করো।[১]

এই ভালো কাজ যত ছোটই হোক না কেন, গুণগ্রাহী আল্লাহ্ এর প্রতিদান দেবেনই।

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾

যে ব্যক্তি শস্যদানা পরিমাণ সৎকাজ করবে সে সেটা দেখতে পাবে।[২]

অবশ্যই সে এর প্রতিদান পাবে। শস্যদানা চোখেই পড়ে না; কিন্তু আপনি এরূপ পরিমাণ ভালো কাজ করলেও দেখবেন, কিয়ামতের মাঠে সেটা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। যে ভয়াবহ দিনে শিশু বৃদ্ধ হয়ে যাবে, সেদিন সেটা আপনাকে আনন্দিত করবে আর আপনার অন্তরকে করবে শক্তিশালী।

ট্রাফিক সিগনাল পার হওয়ার সময় বিপরীত রাস্তার লোকজনকে বিরক্ত না করার জন্য গাড়ির লাইটটা বন্ধ করে রাখবেন। তারা হয়তো আপনার উদ্দেশ্য জানবে না, তাই আপনার কাজের দিকে হয়তো তেমন খেয়াল করবে না; কিন্তু আপনার গুণগ্রাহী আল্লাহ্ যে আপনাকে এর প্রতিদান দেবেন না—এমনটা ভাববেন না। কীভাবে তা হওয়া সম্ভব? রোগে আপনার চোখ চলে যেতে পারত। দুর্ঘটনায় গাড়ি নষ্ট হয়ে যেতে পারত; কিন্তু আল্লাহ্ আপনার ভালো কাজের প্রতিদানে আপনাকে রক্ষা করবেন।

এভাবেই রাতের অন্ধকারে কারও ঘুমে যেন ব্যাঘাত না ঘটে তাই আস্তে দরজা খোলার কারণে, মাসজিদের দরজা দিয়ে এক বৃদ্ধ প্রবেশ করবে; এজন্য আপনি ওটা

[১] সূরা হাজ্জ, ২২ : ৭৭
[২] সূরা যিলযাল, ৯৯ : ০৭

ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন সে কারণে, পথে বিড়ালের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করেছেন সে কারণে, একটা শিশুর দিকে ফিরে মুচকি হাসি দিয়েছেন সে কারণে, ঘরের একটা রুম সাজিয়ে দিয়েছেন সে কারণে, মারা গেছে এমন একজন মুসলিমের জন্য দু'আ করেছেন, এই ভেবে যে, তার কোনো নিকটাত্মীয় তার জন্য দু'আ করছে না—এ কারণে, একটা পানির ট্যাপ ভালোমতো বন্ধ করা ছিল না। পানি পড়ছিল টপটপ করে। আপনি সেটা বন্ধ করেছিলেন—সে কারণে, রাস্তার ওপর পড়ে থাকা একটা গাছের ডাল আপনি সরিয়েছিলেন, সে কারণে—এগুলোর সবই ভালো কাজের অন্তর্ভুক্ত; আর এজন্যই গুণগ্রাহী আল্লাহ আপনাকে বিভিন্ন বিপদ-আপদ হতে রক্ষা করেন; এরূপ ভালো কাজ করতেই আল্লাহ্ আপনাকে আদেশ করেছেন—

وَافْعَلُوا الْخَيْرَ ۝

তোমরা ভালো কাজ করো।[১]

চুপ করুন

সর্বোত্তম কাজ হলো, আপনার প্রতিদিনের নির্ধারিত অংশ পড়ার জন্য কুর'আন স্পর্শ করা। কুর'আন পড়তে গিয়ে আপনার চোখ পড়বে না, অন্তর পড়বে ভালো কাজের উৎসাহের দিকে। আপনি মনে মনে ভাববেন যে, আপনার দিনটা যাওয়ার আগেই যেন এ ভালো কাজে আপনি অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। আপনি এ কাজ করার মাধ্যমে আপনার দ্বারা সম্ভব সর্বোত্তম কাজটাই করলেন। আপনি এমন কাজ করলেন যা করার জন্যই কুর'আন নাযিল করা হয়েছে।

আপনি তো আপনার সাধ্যের মধ্যে সবচেয়ে ভালো কাজটাই করেছেন। আপনি যে আপনার আত্মাকে আল্লাহ্‌র জন্যই সমর্পণ করেছেন। এই যে মুসলিম হিসেবে জীবনযাপন করছেন, মুসলিমের মতো 'ইবাদাত করছেন, মুসলিমের মতো ব্যবহার করছেন, তাকাচ্ছেন, কথা বলছেন, অনুভব করছেন আবার মারা যাচ্ছেন মুসলিম হিসেবে।

ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ্‌কে জিজ্ঞেস করা হলো, 'যে ব্যক্তি ইসলাম ও সুন্নাতের ওপর মারা গেল, সে কি কল্যাণের ওপর মরল?' তিনি প্রশ্নকর্তাকে

[১] সূরা হাজ্জ, ২২ : ৭৭

বললেন, 'চুপ থাকো, সে তো পূর্ণাঙ্গ কল্যাণের ওপরই মারা গেল।'

আল্লাহ্ সুবহানাহু বলেন—

وَمَا تُقَدِّمُوا۟ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ ۗ

আর তোমরা নিজেদের জন্য কল্যাণকর যা ব্যয় করবে তাই আল্লাহ্‌র কাছে পাবে।[১]

আপনি একটা ভালো কাজ করলে গুণগ্রাহী আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সেই ভালো কাজটা সংরক্ষণ করে রাখবেন। ধীরে ধীরে সেটা গড়ে তুলবেন। কিয়ামতের দিন আপনি দেখবেন যে অনেক বেশি পরিমাণে সেটা বিদ্যমান। আপনি দেখতে পাবেন যে, আপনার যে ভালো কাজটা সামান্য ছিল সেটা বাড়তে বাড়তে বিশাল হয়ে গেছে।

وَمَا تُقَدِّمُوا۟ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ

তোমরা তোমাদের নিজেদের জন্য ভালো যা কিছু অগ্রিম পাঠাবে, তোমরা পাবে আল্লাহ্‌র কাছে তা উৎকৃষ্টতর ও পুরস্কার হিসেবে।[২]

وَمَا يَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوهُ ۗ

আর তারা যে ভালো কাজই করুক তা অস্বীকার করা হবে না।[৩]

একটি দুর্বল হাদীসে ভালো অর্থে আছে—

صنائع المعروف تقي مصارع السوء

ভালো কাজ খারাপ মৃত্যু থেকে বাঁচায়।[৪]

এটা রবেরই গুণগ্রাহিতার অংশ। আপনার ভালো কাজকে তিনি ফেলে দেবেন না; বরং এই ভালো কাজটি আপনাকে খারাপ মৃত্যু থেকে রক্ষা করার জন্য একটি

[১] সূরা বাকারা, ০২ : ১১০
[২] সূরা মুয্যাম্মিল, ৭৩ : ২০
[৩] সূরা আলে-ইমরান, ০৩ : ১১৫
[৪] তাবারানী তার মু'জামুল কাবীরে (৮০১৪- ৮/২৬১) বর্ণনা করেছেন।

প্রতিরক্ষাব্যূহ করে দেবেন।

এ জন্য আল্লাহ্ সুবহানাহুকে গুণগ্রাহী হিসেবে মেনে নেওয়া এবং সব কল্যাণের উৎসমূল হিসেবে তাঁকে গ্রহন করে নেওয়া বান্দাকে তাঁর রবের প্রতি নির্ভরতা বাড়িয়ে দিতে উৎসাহিত করে, বান্দাকে তাঁর রবের ব্যাপারে ভালো ধারণা করতে বলে।

কোথায় যাবো?

- এক বেদুইনকে বলা হলো, 'তুমি তো মরবে।'
- সে বলল, 'তারপর কোথায় যাবো?'
- 'আল্লাহ্র কাছে।'
- 'তাহলে যার কাছে কল্যাণ ছাড়া আর কিছুই পাবো না, তাঁর কাছে যেতে ভয় কীসের?'

আহ, কী অপার্থিব অনুভূতি। আল্লাহ্র ওপর কত বড় আশা এই বেদুইনের অন্তরে জায়গা করে নিয়েছে। এ ব্যাপারটা কুর'আনও স্বীকৃতি দিয়ে বলে—

وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ۖ ﴿٥٣﴾

তোমাদের যে সব নি'য়ামাত আছে তা আল্লাহ্র থেকেই।[১]

সব কিছুই। স্বাস্থ্য, টাকা-পয়সা, বিশ্রাম ও সন্তুষ্টি—যা কিছু আপনাকে ঘিরে রেখেছে তার সবই আল্লাহ্র থেকে।

وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿١١٣﴾

আপনার ওপর আল্লাহ্র অনুগ্রহ বিশাল।[২]

আপনি সাকুল্যে ষাট-সত্তর বছর তাঁর 'ইবাদাত করেন। তার মধ্যে অধিকাংশই আবার কোনো কষ্ট ছাড়া ঘুমিয়ে বা বৈধ (মুবাহ) কাজ করেই। তারপরও তিনি

[১] সূরা নাহল, ১৬ : ৫৩
[২] সূরা নিসা, ০৪ : ১১৩

আপনাকে এমন জান্নাত উপহার দেন যেটা আসমান যমীন পরিব্যাপ্ত করে আছে; যে জান্নাতে আপনি বাস করবেন অনন্তকাল।

না করতেই যিনি এত দিতে পারেন, তাহলে সামান্য করলে তিনি ঠিক কতটা দেবেন? আল্লাহ্‌র এমন বান্দাদেরও রিয্‌ক দেন এবং তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ দিয়ে ধন্য করেন। তাদের তুলনায় আপনি একটা ভালো কাজ করলে একটা পার্থক্য কি সৃষ্টি হয় না? এ সময় আপনার জন্য তো এটা মনে করা সমীচীন নয় যে পরম দয়ালু, গুণগ্রাহী আল্লাহ্ আপনাকে দান করবেন না, প্রতিদান দেবেন না বা দয়ায় ঘিরে ফেলবেন না।

উদ্ধার

তিনজন লোক বৃষ্টির মধ্যে গুহায় আশ্রয় নিল। সকালে দেখতে পেল একটা বড় পাথরখণ্ড গুহার মুখে তাদের পথরোধ করে রেখেছে। ফলে তারা আর বের হতে পারছিল না। তাই তারা আল্লাহ্‌র কাছে সৎকর্মের মাধ্যমে অনুনয়-বিনয় করে মুক্তি চাইল। আল্লাহ্ তাদের কাজের প্রতিদানস্বরূপ তাদেরকে বিপদ থেকে রক্ষা করলেন এবং পথ থেকে সেটা সরিয়ে দিলেন। তিনজনের দু'আ শেষ। ওদিকে পাথরও সরে গেছে। তারা খোলা আকাশের নিচে সূর্যের আলোয় হাঁটা শুরু করল।

ঈসা 'আলাইহিস সালাম তার সারাজীবনই আল্লাহ্‌র জন্য দিয়ে দিয়েছেন। বানূ ইসরা'ঈলের নিকৃস্ট লোকগুলো তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়; কিন্তু মহান আল্লাহ্ তাকে বিস্ময়কর প্রতিদান দিলেন। তিনি তাকে আসমানে উঠিয়ে নিলেন। এভাবে সব ধরনের দুশ্চিন্তা, বিপদ ও দুর্ভাবনা থেকে আল্লাহ্ তাকে তুলে নিয়ে গেলেন । তাকে নিয়ে গেলেন সুউচ্চ আসমানে। সেখানে তিনি সর্বোত্তম সৃষ্টি ও ফেরেশতাদের সাথে বসবাস করতে লাগলেন।

আল্লাহ্‌র সাথে আপনার ব্যবসা সবসময়ই লাভজনক।

আপনি যে ঘোর বিপদে পতিত তা থেকে আল্লাহ্ আপনাকে বের করে নিয়ে আসতে পারেন। আপনি ভালোমতোই জেনে রাখুন, আপনি যে দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনায় পড়েছেন তা থেকে রক্ষা পাওয়ার সাথে 'উদ্ধার' শব্দটাই মেলে। ভালো কাজ করতে থাকুন। আল্লাহ্ আপনাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করে ভালো অবস্থায় নিয়ে আসবেন। যেভাবে ইউনুস 'আলাইহিস সালাম -এর তাসবীহ ছিল তার উদ্ধার হওয়ার কারণ।

আপনি তো সেই সত্তার সাথে ব্যবসা করছেন—যার আছে বিপুল বদান্যতা, অশেষ মেহেরবানী আর অপরিসীম অনুগ্রহ।

আল্লাহ্‌র সাথে আপনার এ ব্যবসায় ক্ষতির কিছু নেই। নেই কোনো ভয়। শুধু তাঁর সাথে থাকুন। তাঁর অনুগ্রহগুলো চিন্তা করে দেখুন। তিনি কখনোই আপনাকে ত্যাগ করবেন না। এ ভরসাটা অন্তত রাখুন। আপনি আল্লাহ্‌র শুকরিয়ার জন্য একটা সিজদা দিলেই তিনি এর উপযুক্ত প্রতিদান আপনাকে দেবেন। শুধু তাঁর সাথে থাকবেন, তাঁর সাথেই চলবেন।

আল্লাহ্, আমরা যেন আপনাকে বেশি বেশি স্মরণ করতে পারি এবং আপনার নি'য়ামাতের শুকরিয়া আদায় করতে পারি—আপনি আমাদেরকে সেই তাওফীক দিন। আমাদের সে সকল কাজ করার সুযোগ দিন যা আপনার প্রতিদানের রাস্তা খুলে দেয়—হে গুণগ্রাহী মহান প্রশংসিত আল্লাহ্।

الْجَبَّارُ

আল-জাব্বার তথা মহিমান্বিত

যখন আপনার কোনো স্বপ্ন ভঙ্গা হয়, আল্লাহ্ আপনার জন্য আরও সুন্দর একটা স্বপ্ন রচনা করেন; যখন আপনার অন্তরে কোনো স্মৃতি নিভু নিভু হয়ে আসে তখনই আল্লাহ্ অসাধারণ এক স্মৃতি নিয়ে আসেন!

আল-জাব্বার তথা মহিমান্বিত

কখনো কি এমন হয়েছে যে, বিপদ-আপদ আপনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে? ভয় আপনার ওপর চেপে বসেছে? ঝাড়-ঝাপটা আপনার ওপর আছড়ে পড়েছে?

দারিদ্র্য আপনার জীবনযাত্রা পরিবর্তিত করে দিয়েছে? অসুস্থতা আপনার শরীরকে জীর্ণশীর্ণ করে দিয়েছে? দুর্বলতা আপনাকে ক্লিস্ট করেছে? বিদ্রুপের দৃষ্টি আপনাকে চারিদিক থেকে ঘিরে রেখেছে?

আপনার এ ভগ্ন হৃদয়, দুর্বল আত্মার জন্য এমন কিছু প্রয়োজন যা আপনার দুর্বলতা, ভগ্নতার প্রতিকার করবে। আপনি এবার পরিচিত হোন আল্লাহ্‌র 'আল-জাব্বার' নামটির সাথে। যেন এ নামের রাহমাতভরা অর্থে আপনার মনের ভাঙন দূর হয়। এ নামের ছায়ায় আপনার ক্ষতস্থানগুলোতে ঔষধ লাগে। আর এ নামের সুবাতাসে আপনার অশান্ত মনে শান্তির পরশ নেমে আসে।

ভগ্ন হৃদয়.. কীভাবে ভাঙল?

'আল-জাব্বার' তথা মহিমান্বিত নামের অর্থ হলো, তিনি ওই সত্তা—যিনি বান্দার শরীর ও মনের ভাঙন ঠিক করে দেন।

আল্লাহ্‌র আশ্রয়ে বসবাস করায় আমরা পেয়ে যাই সুখ ও সুস্বাস্থ্যের পথ্য, ব্যথার ঔষধ আর দুশ্চিন্তার এন্টিবায়োটিক।

আল্লাহ্ জানেন যে, বান্দার জীবন, শরীর ও মনে এক ধরনের ভাঙন দেখা দেবেই। এ ভাঙন তাদের হৃদয়ে দাগ রেখে যাবে। তাদের আত্মায় প্রভাব ফেলবে। তাই তো আল্লাহ্ তাঁর করুণার ছায়া দিয়ে এর প্রতিকার করেন। আর এ জন্যই তো তাঁর নাম 'আল-জাব্বার'। তিনি বান্দাদের এটা জানাতে চান যে, তিনি বান্দাদের মনে সৃষ্ট ক্ষতের প্রতিকার জানেন। ফলে বান্দারা তাঁর দিকে ছুটে যায়, তাঁর কাছে আশ্রয় নেয়।

জীবনের এ ভাঙনগুলো বিভিন্ন রকমের—

শরীরের হাড়গোড় ভেঙে যাওয়া, অপমানে অন্তর ফেটে যাওয়া, দারিদ্র্যে আত্মা নেতিয়ে পড়া, অসুস্থতায় শক্তি ফুরিয়ে যাওয়া, স্বপ্ন অর্জনের পথে বাধাপ্রাপ্ত হওয়া, মাথা হেলে পড়ে এমন বিপদের সম্মুখীন হওয়া—এ ধরনের বিপদ-আপদে আসমানের

দরজা খুলে যায়। নেমে আসে করুণার ছায়া আর ভালোবাসার পরম স্পর্শ।

এমন কত ইয়াতীম আছে—যার দিকে অহংকারী লোকদের দৃষ্টিপাত তাকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। যদি মহিমান্বিত আল্লাহ্ না থাকতেন, তাহলে তো সে নিরাশ হয়ে পড়ত।

এমন কত দুর্বল লোক আছে, যাদের জীবনযাত্রা সবল ব্যক্তির কবলে পড়ে নুয়ে পড়েছে। যদি মহিমান্বিত আল্লাহ্ না থাকতেন, তাহলে সারাটা জীবন তাদেরকে মাথাটা নিচু করেই রাখতে হতো।

এমন কত দরিদ্র লোক আছে, যাদেরকে ধনী লোক কোনো কথা দিয়ে অপদস্থ করেছে। যদি মহিমান্বিত আল্লাহ্ না থাকতেন, তাহলে এ কথা সারা জীবন তাদের জন্য কলঙ্কের দাগ হয়ে থাকত।

তিনি বিপর্যস্ত ব্যক্তির প্রতিকার করেন। দুর্বলকে সাহায্য করেন। নিচু শ্রেণির লোককে উপরে তুলে আনেন। পিছিয়ে পড়া ব্যক্তিকে এগিয়ে আনেন। তাঁর রাহমাত অন্তরের ক্ষতকে দূর করে দেয়।

আমরা এমন অনেককে চিনি যারা বাবা-মা'র কাছ থেকে অনেক বাধাগ্রস্ত হয়েছে তবু রাহমাতের চাদরে আবৃত হয়ে বেরিয়েছে।

তাদের নিয়ে বন্ধুরা ঠাট্টা-উপহাস করেছে, তবুও তারা সফল ও অগ্রসর হয়ে গেছে।

তারা ছোটবেলায় এনিমিয়া, যক্ষ্মা, বুকব্যথায় ভুগেছে। বড় হয়ে তারা শক্তিশালী ও স্বাস্থ্যবান হয়ে গেছে।

কোথায় সেই বাধা-বিপত্তি? রোগের চিহ্ন গুলোই বা কোথায়? সব কিছুর প্রতিকার আল্লাহ্ দিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ্র রাহমাত সব দূর করে দিয়েছে। মহিমান্বিত আল্লাহ্ পেরেছেন সবকিছু বিলীন করে দিতে।

আমার সমস্ত ক্ষয়-ক্ষতি পূরণ করে দিন

দুই সিজদার মধ্যে আমাদের এ দু'আ বলতে বলা হয়েছে—

اللهم اغفرلى وارحمنى وعافنى وارزقنى واجبرنى

আল্লাহ্, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, দয়া করুন, নিরাপত্তা দান করুন, রিয্ক দিন আর সমস্ত ক্ষয়-ক্ষতি পূরণ করে দিন।[১]

'আমার সমস্ত ক্ষয়-ক্ষতি পূরণ করে দিন'—এই বলাটা এমন যেন দিনের মধ্যে আমরা কয়েকবার ভেঙে-চুরে যাই; কিন্তু আল্লাহ্ আমাদের ক্ষয়-ক্ষতি পূরণ করে দেন।

এই তো প্রায় আঠারো বছর আগে আমার একমাত্র বোনের মেয়েটা তার চোখের সামনে মারা গেল। এক গগনবিদারী চিৎকার শুনতে পেলাম পাশের রুম থেকে। এটাই ছিল তার শেষ চিৎকার। ফজরের আগ মুহূর্তে তার আমার বোনের ঘরে ছুটে গেলাম। তার অন্তরে তখন প্রবল দুঃখ-ব্যথা। তার দু'চোখ বেঁয়ে অশ্রুর ফোয়ারা নেমেছে। দীর্ঘনিঃশ্বাস শোনা যাচ্ছে শুধু। আমি তাকে দু'আটা শিখিয়ে দিলাম—

اللهم أجرنى فى مصيبتى وأخلف لى خيراً منها

'আল্লাহ্, আপনি আমাকে আমার এ বিপদে আশ্রয় দিন। আর আমাকে এর পরিবর্তে উত্তম প্রতিদান দিন।'

আমার বোন তার ভাঙা মন আর ব্যথিত হৃদয় নিয়েই এ দু'আ উচ্চারণ করল। তার এ ভাঙা ভাঙা কথা সেই রবের দিকে উঠে গিয়েছিল। যে রব তাঁর বান্দাদের ভাঙা হৃদয়ের ক্ষয়-ক্ষতি পূরণ করে দেন তাঁর কাছে এ প্রার্থনা উত্থিত হলো। তিনি ওই এক মেয়ের বদলে তাকে এখন অনেকগুলো ছেলে-মেয়ে দিয়েছেন। তারা তার আনুগত্য করে। তার সাথে সদাচরণ করে। তিনি আমার বোনের ওপর তাঁর অপরিসীম দান ঢেলে দিয়েছেন।

যখন আপনার আত্মায় অশান্তি বিরাজ করে, আপনার স্বপ্নগুলো পুড়ে ছাই হয়ে যায়, আপনার আত্মার দালানে ভাঙন ধরে, তখন আপনি বলুন—'ইয়া আল্লাহ্।'

আমার জিহ্বা থেকে জড়তা দূর করুন

গত বছর এক ছাত্রের সাথে দেখা হয়েছিল। তার জিহ্বায় তোতলামি। একটা কথা কয়েকবার না বললে বলতেই পারে না। তাকে ধরে বললাম, 'তুমি যতবার সিজদায় যাবে ততবার এ দু'আ পড়বে—

[১] *তিরমিযী*, ২৮৪

وَٱحۡلُلۡ عُقۡدَةٗ مِّن لِّسَانِي ۝ يَفۡقَهُواْ قَوۡلِي ۝

আর আমার জিহ্বা থেকে জড়তা দূর করুন। তারা যেন আমার কথা বুঝতে পারে।[১]

এর একবছর পরে তার সাথে আবার দেখা। এবার তাকে বেশ সুভাষী মনে হলো। ততদিনে আমি অবশ্য আমার দেওয়া পরামর্শের কথা ভুলেই গেছি। তার কাছে এ পরিবর্তনের কারণ জানতে চাইলাম। সে বলল, 'ওই যে—'ওয়াহ্লুল উকদাতাম মিল লিসানী' দু'আটি।'

মহিমান্বিত প্রভু তার জড়তার ক্ষয় দূর করে দিয়েছেন।

তিনি তো সেই মহিমান্বিত প্রভু, যিনি সব ধরনের দুঃখ দূর করে দেন। সব রোগের তিনি শিফা দেন। এমন কোনো বিপদ নেই যা তিনি বিদূরিত করেন না।

বান্দার মনে দুঃখ-কষ্ট জমাট বাঁধে। তার মনে হয় এ দুঃখ কখনও দূর হবে না। হঠাৎ মহিমান্বিত আল্লাহ্ এসে হৃদয়ের ক্ষতটা পূরণ করে দেন। কয়েক মাসের ব্যবধানে বান্দা ভুলে যায় সব ব্যথা, সব কষ্ট। কারণ, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তো শুধু ক্ষয়-ক্ষতি দূর করেই দেননি; বরং এর উত্তম বদলাও দিয়েছেন। মনে হয় সবকিছু যেন আগের মতোই আছে এখনও।

তিনি অন্তর, শরীর ও আত্মার সকল ব্যথা দূর করে দেন। তিনি সব ক্ষত মুছে দেন। তিনি পারেন চোখের অশ্রু মুছে দিতে।

যখন দুশ্চিন্তার চাপে পিষ্ট হয়ে যাবেন, বিপদাপদ আপনাকে ঘিরে ফেলবে তখন আপনি অস্থির হয়ে পড়বেন না। সালাতের জন্য কিবলামুখী হয়ে দাঁড়ান। দেখবেন মুহূর্তের মধ্যেই আপনার সব দুঃখ-ব্যথা দূর হয়ে যাবে, ইন শা আল্লাহ্।

তিনি আপনার মুচকি হাসি পছন্দ করেন

মাগরীবের সালাতের পর সে বসে বসে ইস্তিগফার পড়তে লাগল। সম্বল বলতে তার পকেটে কয়েক রিয়াল মাত্র। জীবনের প্রয়োজনে এ অর্থ কোনোভাবেই যথেষ্ট

[১] সূরা ত-হা, ২০ : ২৭-২৮

নয়। যে ব্যক্তি তার দিকে দূর থেকেও তাকাবে, সে-ও তার দারিদ্র্য ধরতে পারবে। শরীরের কাঁটাছেঁড়া অংশগুলো দেখলে অনুধাবন করতে পারবে; কিন্তু সপ্তাকাশের ওপরের সেই সত্তা—যিনি তার দিকে চেয়ে আছেন—তিনি তার ভাগ্যে লিখে দিলেন যে, ওই রাত যাওয়ার আগেই তার চিন্তারও বাইরের কোনো পন্থায় তার দারিদ্র্য দূর করে দেবেন।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যে আপনার মুচকি হাসি পছন্দ করেন, সেজন্য আপনার মুখে মুচকি হাসি ফোটানোর জন্য সুব্যবস্থা করে দেন। মুচকি হাসি এসে আপনার মুখে সৃষ্ট বিপদের দুশ্চিন্তাভাব দূর করে দেয়।

যদি কারও মন খারাপ দেখেন তাহলে তার মনটা ভালো করে দিন। তার ক্ষয়ক্ষতি পূরণের জন্য আল্লাহ্ যেন আপনাকেই ব্যবহার করেন। আপনার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকবে আর আপনি ঘুমাবেন তা যেন না হয়। ঘরের উষ্ণতার মাঝে এমন অবস্থায় ঘুমিয়ে থাকবেন না যেখানে শীতের বায়ুপ্রবাহ অনেক দুর্বল লোকের শরীর কাঁপিয়ে দিচ্ছে।

হুইল চেয়ার

এক বন্ধুর কাছ থেকে শোনা ঘটনা। এক বৃদ্ধা হারামের হাজীদের সমাগমের মাঝে হুইল চেয়ারে করে যাচ্ছিলেন। বয়সের ভারে ন্যুব্জ হয়ে পড়েছেন একদম। শরীরের চামড়া কুঁচকে গেছে। আমার বন্ধুটি যেন ওই বৃদ্ধার মাঝে তার মায়ের প্রতিচ্ছবি দেখতে পেল। সে বৃদ্ধার সামনে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ কাঁদল। তারপর পকেট থেকে সব টাকা-পয়সা বের করে বৃদ্ধাকে দিয়ে দিল। বৃদ্ধার জন্য দুঃখে তার অন্তরটা ফেটে যাচ্ছিল।

বন্ধু বলল, 'আমার মাথায়ই আসেনি যে, ওই বৃদ্ধার প্রতি আমি দয়া করছি বা আমাকে মহান আল্লাহ্ এর প্রতিদান দেবেন। আমার মনের কোণে যে ফাটল ধরেছিল তা আমি ঠিক করছিলাম; কিন্তু পারছিলাম না। ওই মাসটা যেতে-না-যেতেই আমার ব্যাংক একাউন্টে বিশাল পরিমাণ অর্থ এসে হাজির।'

আপনি দুর্বলদের ভাঙন রোধ করবেন আর আল্লাহ্ আপনাকে প্রতিদান দেবেন না—এমনটা ভাবছেন কীভাবে? তিনি যে প্রতিদান প্রদানকারী সুপ্রশংসিত আল্লাহ্।

অন্যেরা যদি বিষ হয় তবে আপনি ঔষধ হোন।

তারা যদি তিক্ত হয় তবে আপনি মিস্ট হোন।

আপনি হয়ে যান সেই জানালা—যা দিয়ে সুবাতাস ঘরে প্রবেশ করে। আর সেই সুবাতাস কঠিন জীবনের ধোঁয়াশায় অভ্যস্ত হৃদয়গুলোকে প্রশান্তি এনে দেয়। আপনি মহিমান্বিত আল্লাহ্‌র এ গুণে গুণান্বিত হোন। উপরের হাত হয়ে যান—যে হাত দান করে।

নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসুস্থ ইহুদীকে দেখতে গিয়েছেন।

আবূ বাক্‌র আস-সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু ‘আনহু অন্ধ মহিলার ঘর ঝাড়ু দিয়েছেন। তার খাবার রান্না করে দিয়েছেন।

‘আব্দুল্লাহ্ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ্ মারা গেলেন। পরদিন থেকে শহরের দরিদ্ররা সকালে দুয়ারের সামনে আর খাবার পেল না। তারা তার মৃত্যুর পর জানতে পারল যে, এ খাবার ‘আব্দুল্লাহ্ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ্ দিতেন।

ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ্-র এক শত্রু মারা গেল। লোকজন শত্রুর মৃত্যু সংবাদ ইবনু তাইমিয়ার কাছে ‘সুসংবাদ’ হিসেবে নিয়ে এলে তিনি সংবাদ আনয়নকারী লোকদের প্রতি রেগে গেলেন। এরপর তিনি সেই শত্রুর পরিবার-পরিজনের কাছে গিয়ে তাদের সান্ত্বনা দিলেন। বললেন, ‘আমি তোমাদের বাবার মতো। তোমাদের কিছু লাগলেই আমাকে খবর দেবে।’

তারা ব্যস্ত ছিলেন এক গুরুত্বপূর্ণ কাজে। সে কাজ ছিল ভাঙন ধরা অন্তরগুলোতে জোড়া লাগানো। আল্লাহ্ তাদেরকে এ মহান সম্মানিত কাজে ব্যবহার করতেন।

তিরাশি

আমার এক বন্ধু মক্কার উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার পথে এক লোকের সাথে তার দেখা। লোকটা উমরাহ করতে এসেছে। লোকটা তার কাছে থানার ঠিকানা জানতে চাইল। বন্ধুটি বলল যে, সে খুব ব্যস্ত। কোনো একটা কোর্সের ক্লাস শুরু হয়ে যাচ্ছে। পরের সপ্তাহেই এই কোর্সের ওপর সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা। এতদসত্ত্বেও আমার বন্ধুটি ওই লোকটিকে গাড়িতে ওঠাল যাতে কাছাকাছি কোথাও তাকে পৌঁছে দেওয়া যায়। গাড়িতে ওঠার পর লোকটি জানাল, সে হারামে এসে নিজ মানিব্যাগ, মোবাইল, টিকিটসহ আত্ম-পরিচিতিমূলক সব

কিছুই হারিয়েছে। এখন সে অজ্ঞাতনামা। খেতে পারছে না। থাকারও জায়গা নেই। কারও সাথে যোগাযোগের সুযোগও নেই। লোকটি আমার বন্ধুকে বলল, 'আমি ক্লান্ত। তিন দিন ধরে আমি পথে পথে ভিক্ষা করছি আর রাস্তায় ঘুমাচ্ছি।' এতটুকু বলে সে কান্নায় ভেঙে পড়ল। তাকে খুব বিধ্বস্ত মনে হচ্ছিল।

আমার বন্ধু তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'আল্লাহ্ আপনাকে এ জিনিসগুলো থেকে এ জন্য বঞ্চিত করেননি যে, আপনি অন্যের কাছে হাত পাতবেন, ছোট হবেন। আপনি শুধু তাঁর জন্য সিজদা করুন। তাঁর কাছে চান। তিনি আপনাকে ভালোবেসে সব দেবেন। তারপর সে লোকটির হাতে ৮৩ রিয়াল ধরিয়ে দিল। তার পকেটে সর্বসাকুল্যে এ কয়টি রিয়ালই ছিল। লোকটির মুখে মুচকি হাসি ফোটার পর তাকে গাড়ি থেকে কাছাকাছি কোথাও রেখে এলো।

এক সপ্তাহ পরই তার পরীক্ষা। পরীক্ষা এত কঠিন হলো যে, সে তার প্রত্যাশামতো লিখতেই পারল না। লক্ষ্যে থাকা মার্ক যে পাবে না, একরকম নিশ্চিত জেনেই সে মানসিক প্রস্তুতি সেরে নিল। অথচ রেজাল্ট দিলে দেখা গেল, সে ১০০ এর মধ্যে ৮৩ পেয়েছে। ঠিক যে পরিমাণ অর্থ সে ওই লোককে সেদিন দিয়েছিল।

হ্যাঁ, এমন অনেক কিছুর অস্তিত্ব আপনি যতই অস্বীকার করতে যাবেন ততই স্পষ্ট হয়ে আপনার কাছে ধরা দেবে। যখনই আপনি তা আর শুনতে চাইবেন না তখনই আরও জোরে-শোরে আপনার কানে তার নাম পৌঁছবে। হ্যাঁ বন্ধু, তিনি হলেন আল্লাহ্। তিনিই আমাদের রব।

আল্লাহ্ তাকে ব্যবহার করলেন ওই 'উমরাহকারীর কষ্ট দূর করার মাধ্যম হিসেবে। তারপর তাকে তার প্রতিদানও দিয়ে দিলেন।

ভৃত্যের কক্ষ

সবাই যখন রাজাদের দরজায় কড়া নাড়বে তখন আপনি রাজাধিরাজের দরজায় কড়া নাড়বেন। সবাই যখন একজন গভর্নরের আঙিনায় হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াবে তখন আপনি মহান প্রভুর আঙিনায় সচকিত হয়ে দাঁড়াবেন।

সবাই যখন এক হাসপাতাল থেকে অন্য হাসপাতালে যাবে, তখন আপনি রাতে জেগে সালাত আদায় করবেন আর বলবেন, 'আল্লাহ্।'

তাঁর হাতেই মুক্তির চাবিকাঠি। তাঁর কাছে রয়েছে সুস্থতার এক অমূল্য ভাণ্ডার। এ ভাণ্ডার কোথায় জানেন? রাজাধিরাজ আল্লাহ্‌র কাছে।

وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ ۝

আর আমাদের কাছেই আছে প্রতিটি বস্তুর ভাণ্ডার।[১]

সুখেরও ভাণ্ডার আছে। আছে নিরাপত্তারও। একইভাবে স্বস্তি, সন্তুষ্টি এগুলোরও ভাণ্ডার আছে। যার হাতে সবকিছুর ভাণ্ডার, সবকিছুর মালিকানা তাকে ছেড়ে আপনি কি এমন কারও ‘ইবাদাত করবেন, যে নিজের ভালো-খারাপ কিছুই করতে পারে না, জীবন-মৃত্যুরও ফয়সালা দিতে পারে না?

কতই না হাস্যকর হবে, যদি কোনো লোক দুনিয়ার কোনো এক রাজার সাথে দেখা করতে গিয়ে তার সাথে কথা না বলে তার ভৃত্যের কক্ষে গিয়ে ভৃত্যের সাথে আড্ডা জমায়।

আমরা তো এর চেয়েও হাস্যকর কাজ করছি। আমরা দুনিয়া-আখিরাতের রাজার কাছে চাওয়া বাদ দিয়ে সুদূর ওয়াশিংটন বা ইংল্যান্ডে ডাক্তারদের কাছে ছুটি। কয়েক মাস কষ্ট করে, পর্যাপ্ত পরিমাণ ব্যয় করে তারপর ফিরে আসি।

না, চিকিৎসা করা দোষের না। এটা শারী‘য়াতসম্মত; কিন্তু সৃষ্টির সাথে সম্পর্ক গভীর হওয়া আর স্রষ্টাকে ভুলে যাওয়া—এখানেই যত সমস্যা।

স্বপ্ন ... আর স্মৃতি

কিছুদিন ‘আল-জাব্বার’ তথা মহিমান্বিতের ছায়ায় কাটান। আপনার শরীরের ক্ষতগুলোতে তাঁর নামের অর্থপরশ বুলিয়ে দিন। তাঁর নামকে বানিয়ে নিন আপনার আত্মার সকল ব্যথার উপশম। এ নামে আপনার ভেতরে ফুটিয়ে তুলুন আনন্দের ফুল। এ নাম নিয়ে গভীর ভাবনায় ডুবে যান আর মনের ভেতরের নিঃসঙ্গতাকে দূর করে দিন।

আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তায়েফ থেকে দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ফিরে এলেন। নির্বোধগুলো তার পবিত্র পা দুটো প্রস্তরাঘাতে ক্ষতবিক্ষত করে

[১] সূরা হিজর, ১৫ : ২১

দিয়েছে। রাজাধিরাজ, দুনিয়া-আখিরাতের রাজা আল্লাহ্ তাকে দেখছেন। দেখছেন তাঁর হাবীবকে। তাঁর হাবীবের আকুতিভরা হৃদয়কে। এজন্য জিবরা'ঈল 'আলাইহিস সালাম এবং তার সাথে পাহাড়ের ফেরেশতাকে পাঠিয়ে দিলেন—যেন এ কষ্টের অবসান হয়। আল্লাহ্ পাহাড়ের ফেরেশতাকে এক বিশেষ কাজে পাঠালেন। এ কাজ ছিল তায়েফের সুউচ্চ পাহাড় কাঁপিয়ে দেওয়া।

পাহাড়ের ফেরেশতা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে তার দিকে তাকালেন। দেখলেন, তিনি দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত। 'কারনুস সা'আলিব'-এ এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হুঁশ ফিরল। দেখতে পেলেন, তার সামনে পাহাড়ের ফেরেশতা দণ্ডায়মান। পাহাড়ের ফেরেশতা বলছেন, 'মুহাম্মাদ, আল্লাহ্ আমাকে নির্দেশ করেছেন আপনার আদেশ মানার জন্য। আপনি চাইলে আমি দুই পাহাড়ের মাঝে তায়েফবাসীকে পিষ্ট করে দিতে পারি।'[১]

আল্লাহ্ যদি আপনার ব্যথার উপশম চান, তাহলে গোটা একটা শহরও তিনি ধ্বংস করে দিতে পারেন কেবল আপনারই জন্য; কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেটা চাননি। তিনি আল্লাহ্র কাছে তায়েফবাসীর জন্য ক্ষমা চাইলেন। তাদের প্রতি দয়ার্দ্র হলেন।

যখন বিদ্রুপের চাবুক নূহের হৃদয়ে আঘাত করেছিল তখন তিনি আসমানের দিকে তাকিয়ে নিরীহ গলায় তার রবের কাছে বলেছিলেন—

أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ ۝

আমি পরাভূত (হে আমার রব)। আমাকে সাহায্য করুন।[২]

নূহ 'আলাইহিস সালামের আওয়াজের সাথে সাথে আসমানের দরজা খুলে গেল। নেমে এলো মুষলধারে বৃষ্টি। আল্লাহ্ তার নাবীর জন্য পুরো একটি কওমকে পানিতে ডুবিয়ে দিলেন।

আল্লাহ্ ছাড়া আর কে আছেন, যিনি এ রকম অন্তরের ক্ষত উপশম করতে পারেন?

---

[১] মূল ঘটনা *সহীহ বুখারীতে* (৩২৩১- ৪/১১৫) ও *সহীহ মুসলিমে* (১৭৯৫ – ৩/১৪২০) আছে।
[২] সূরা কামার, ৫৪ : ১০

কিছু লোক আছে, যাদের কাজই হলো, তারা মানসিকভাবে আপনাকে বিপর্যস্ত করে তুলবে। আপনাকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করবে। আপনাকে বন্ধুদের সামনে ছোট করবে। এক 'আল-জাব্বার' যদি না থাকতেন তাহলে তাদের চক্রান্ত আপনাকে পিষে ফেলত।

তারা আপনার দু'চোখে ঢুকে আপনার স্বপ্নগুলো চুরি করতে চায়। আপনার অন্তরে প্রবেশ করে স্মৃতিগুলো মুছে ফেলতে চায়। তবে যখনই আপনার একটা স্বপ্ন নিভে যায় তখনই আল্লাহ্ আপনার জন্য আরেকটা স্বপ্ন সৃষ্টি করে দেন। যখনই আপনার হৃদয় থেকে একটা স্মৃতি মুছে যায় তখনই আল্লাহ্ আরেকটা স্মৃতি আপনার মনে উদিত করেন।

এক কাপ কফি

'আল-জাব্বার' তথা মহিমান্বিত প্রভু অনেক উপশম, ব্যথানাশক ঔষধ আর ড্রেসিং রেখে দিয়েছেন আমাদের জীবনে। এর কিছু কিছু আমরা জানি বটে; কিন্তু অধিকাংশই আমরা জানি না। তবে এর সবই আল্লাহ্ এ বিশ্বজগতে শুধু আপনারই জন্য সৃষ্টি করেছেন। যেন আপনার মুখে হাসি ফোটে। আর আপনি সম্মানিত জীবনযাপন করতে পারেন। এরই সাথে নিমগ্ন হয়ে পড়তে পারেন আল্লাহ্‌র 'ইবাদাতে।

আমরা যখন উপশমকারী ঔষধ গ্রহণ করি, সুষম খাবার খাই আর পরিষ্কার পানি পান করি তখন ক্ষত দূর হয়ে যায়।

যখন অন্যের মুখে মুচকি হাসি দেখি, যখন অন্য কেউ আমাদের কাঁধে হাত বুলিয়ে দেয় বা কারও কাছে ভালো কথা শুনি, তখন আমাদের আত্মা শান্তি পায়।

আমরা যখন এমন কাউকে পাই, যে আমাদের অন্তর থেকে ভালোবাসে, যে আমাদের সাহায্যে হাত বাড়িয়ে দেয় আর যার সাথে এক কাপ কফি পান করতে পারি তখন খুবই আনন্দ পাই।

এমন অনেক কিছু আছে যেগুলো দেখলে আমাদের ভেতরের ক্ষতগুলো মুছে যায়। যেমন— প্রাকৃতিক দৃশ্য, ঝর্ণার প্রবাহ, পাখি তার ছানাকে খাওয়াচ্ছে এমন দৃশ্য।

অনুরূপ সালাত আমাদের অন্তরে জেগে ওঠা হতাশার গহ্বরকে ঢেকে ফেলে। 'সুবহানা রব্বিয়াল 'আযীম'-এমন এক আনন্দ তৈরি করে—যার স্বাদ আমরা জিহ্বায় পাই। 'সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা' আমাদের আরশে উত্থিত করে।

শীতল জীবনে মায়ের দু'আ এনে দেয় উষ্ণতার ছোঁয়া। বন্ধুকে দেখতে যাওয়া জীবনের কোলাহলের মাঝে বিনোদন দেয়। প্রতিবেশী যখন আপনার খোঁজখবর নেয় তখন আপনার ভেতরের মলিন সত্তা রঙিন হয়ে ওঠে। অরেঞ্জ জুস আপনাকে মুচকি হাসায়। টুকরো মিষ্টি আলাদা স্বাদ এনে দেয়। গরম পানির গোসল সব ক্লান্তি মুছে দেয়।

এ জীবন উপশমের পন্থায় ভর্তি। আমাদের রব আমাদের সুখী করতে চান। আমাদের মুচকি হাসাতে চান। আমরা যেন সুন্দর জীবন যাপন করি—এটাই তাঁর চাওয়া।

সিজদাবনত হোন

কোন জিনিস আপনাকে আল্লাহ্ থেকে দূরে সরিয়ে রাখছে? তাওবাকারী, ক্রন্দনকারী এবং গভীর রাতে তিলাওয়াতকারীদের দলে যোগ দিতে কীসে আপনাকে আটকে রাখছে?

মায়ের পেটে বাচ্চার আকৃতি আল্লাহ্‌র জন্য সিজদারত ব্যক্তির আকৃতির মতোই।

মায়ের পেটে আপনি যেমন সিজদারত ছিলেন, তেমন সারাটা জীবনভর আপনি সিজদারত থাকুন। তবেই আল্লাহ্ আপনার রিযকের জন্য যথেষ্ট হবেন। আপনার জন্য সবচেয়ে সংকীর্ণ জায়গাটাও প্রশস্ত করে দেবেন। আপনাকে আচ্ছাদিত করবেন তাঁর রাহমাতে।

আপনি অন্তর দিয়ে সিজদারত হোন যদিও আপনার মাথা উঁচু থাকে।

হৃৎকম্পন দিয়ে বলুন—'রব্বিয়াল আ'লা' যদিও আপনার মুখে হাসি ফুটে থাকে।

আপনার শরীরের প্রতিটি শিরা-উপশিরা যেন ফিসফিস করে বলে, 'হে ক্ষতসমূহের উপশমকারী প্রভু, আমার সব ভাঙন রোধ করে দিন।' তারপর অবাক হয়ে দেখুন এক অলৌকিক কাণ্ড;—আপনার আত্মা আবার সচল হয়ে উঠছে।

আল্লাহ্, আপনি আমাদের হৃদয়-ক্ষত মুছে দিন। আমাদের শরীরের ভাঙন রোধ করে দিন। আপনি তো সব কিছু করার ক্ষমতা রাখেন।

الْهَادِي

আল-হাদী তথা পথপ্রদর্শক

আপনি অমুকের ছেলে অমুক বলেই তিনি আপনাকে পথ দেখাবেন না; বরং তিনি আপনাকে পথ দেখাতে চান বলেই আপনাকে পথ দেখাবেন।

‘তিনি যাকে চান তাকে সরলপথ দেখান।’

আল-হাদী তথা পথপ্রদর্শক

আপনি কি দিকভ্রান্ত? ভুল থেকে সঠিক আলাদা করা কি আপনার কাছে অসম্ভব লাগছে? আপনার কি একই সাথে দুটি চাকরি জুটেছে—যার কোনটা ভালো কোনটা মন্দ তা নির্ণয় করতে পারছেন না? আপনি কি দু'জন নারীর বৈশিষ্ট্যের মাঝে তুলনা করে কাকে বিবাহ করবেন সে সিদ্ধান্তে সংশয়গ্রস্ত? আপনি কি ধ্বংসের শেষ সীমানায় পৌঁছে হিদায়াতের অপেক্ষা করছেন? তাহলে আল্লাহ্‌র নাম 'আল-হাদী' তথা পথপ্রদর্শকের সাথে নতুন এক অধ্যায় শুরু করা যাক।

আল্লাহ্‌র এই মহান নামের সাথে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। আপনার মাঝে জেগে ওঠা বিভ্রান্তিকে থামিয়ে দিতে এ নামকেই বানিয়ে নিন আপনার পথপ্রদর্শক। এ নাম আপনাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে সিরাতুল মুসতাকীমের দিকে।

উন্নতা

হিদায়াতের আভিধানিক অর্থ হলো ঝুঁকে পড়া। হিদায়াত হলো খারাপ থেকে ভালোর দিকে ঝুঁকে যাওয়া, ভুল পথ ছেড়ে সঠিক পথের যাত্রী হওয়া; অথবা যাযাবর জীবন-যাপন ছেড়ে জীবনের মূল-গতি ফিরিয়ে আনা।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আপনাকে পথ দেখান। আপনাকে পথভ্রষ্টতা থেকে মুক্তি দিয়ে সঠিক পথের দিশা দেন। অন্ধকার গলি থেকে আলোর মূল সড়কের দিকে আপনাকে পরিচালিত করেন।

তিনি যেমন আপনাকে পথ দেখান, তেমনই আপনার প্রয়োজনীয় বস্তুকে দেখান আপনার পথ। যেসব জিনিস আপনার জীবনের জন্য অপরিহার্য—সেগুলো আপনার কাছে পৌঁছে দেন তিনি। আপনি যমীনের যে স্থানে বাস করেন, সেখানে তিনি পৌঁছে দেন পানি, খাদ্যের যোগান আর ফুসফুসের জন্য সরবরাহ করেন প্রয়োজনীয় বাতাস।

তিনি তাঁর সকল সৃষ্টিকে তাদের অবস্থা অনুযায়ী হিদায়াত দেন। অন্ধকে পথে চলার হিদায়াত দেন। বধিরকে কথা বোঝার ব্যবস্থা করে হিদায়াত দেন। অক্ষমকে নিজ গন্তব্যে পৌঁছতে সাহায্য করে হিদায়াত দেন। শিশুকে ক্ষতিকর বস্তু থেকে দূরে রাখার হিদায়াত দেন।

যেসব প্রাণী মূক, তাদের অন্তরে তিনি এমন বুঝ দিয়ে দেন, তারা জীবনধারণের জন্য যা যা লাগে—তা জেনে যায়। যেগুলো তাদের জন্য উপকারী সেগুলো তারা নেয়, যেগুলো ক্ষতিকর সেগুলো বর্জন করে আর বিপদাপদের মোকাবেলা করে। এভাবে তিনি তাদের পথ দেখান।

আল্লাহ্ মরুভূমির উদ্ভ্রান্ত পথিককে পথ চিনিয়ে দেন। অনুসন্ধিৎসু পাঠককে দেখিয়ে দেন তথ্যের মূল উৎস। বিজ্ঞানীকে দেখিয়ে দেন আবিষ্কারের পদ্ধতি। মুজতাহিদকে দেখিয়ে দেন মাস'আলার দলীল-প্রমাণ। দ্বীনের দা'ঈকে দেখিয়ে দেন সর্বোত্তম পন্থা। আর বাবাকে দেখিয়ে দেন আপন সন্তানকে উপদেশ দেওয়ার সর্বোত্তম উপায়।

কাকতালীয় না!

তিনি আপনাকে এমনভাবে পথ দেখান—যেটা আপনার কাছে কাকতালীয় মনে হয়। সালাতের সামান্য একটি আয়াত শুনিয়েও তিনি আপনাকে পথ দেখান। নিদ্রায় একটি স্বপ্নের মাধ্যমেও তিনি আপনাকে পথ দেখান। আপনাকে পথ দেখান তিনি হৃদয়স্পর্শী উপদেশের মাধ্যমে। হয়তো-বা কোনো বইয়ের একটি লাইনে আপনার নযর পড়ে, তার মাধ্যমেই আপনাকে তিনি দেখিয়ে দেন পথ। সামান্য একটু ভাববেন, তাতেই আল্লাহ্ পথ দেখাবেন। একঝলক ভাবনা, যা চিন্তার গভীরে যাবার আগেই আপনাকে তিনি পথ দেখাবেন। আপনাকে এমন পরিস্থিতিতে ফেলবেন, তাতে আপনি সঠিক পথের দিকে ছুটে যাবেন—এভাবেই তিনি পথ দেখান। ভয় দেখিয়ে পথ দেখান। ভালোবাসা দিয়ে পথ দেখান। মৃত্যুর মাধ্যমেও পথ দেখান।

তবে কুর'আন শুনে পথ খুঁজে পাওয়া—এটাই মূল হিদায়াত। এর মাধ্যমেই আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর বান্দাদের হিদায়াতের সবচেয়ে বেশি ব্যবস্থা করেছেন। এই কুর'আনেই আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা রেখেছেন হিদায়াতের সকল মাধ্যম—

إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِى هِىَ أَقْوَمُ ۝

এ কুর'আন সে পথেরই হিদায়াত দেয়—যা সরল, সুদৃঢ়।[১]

[১] বানী ইসরা'ঈল, ১৭ : ০৯

'উমার ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু 'আনহু-র ইসলাম গ্রহণের ঘটনা সবার জানা। তিনি তার বোনের ঘরে ঢুকলেন। তার দু'চোখ থেকে তখন ঘৃণার আগুন ঝরছিল; কিন্তু এক টুকরো কাগজে লেখা সূরা ত-হা পড়লেন। তার হৃদয় 'ঈমানের মেহরাবে সিজদা করল। সেই যে সিজদা করলেন, মৃত্যু পর্যন্ত তা আর তুললেন না।

তখন তার অনুভূতি কেমন হয়েছিল? তার অন্তরে কী পরিমাণ দৃঢ়তা এসেছিল? কুর'আনের এমন কত আয়াত আছে যা নিয়ে চিন্তা করা আমরা ছেড়ে দিয়েছি। কুর'আনের এমন কত নির্দেশনা আছে যা আমাদের তালাবন্ধ হৃদয়ে প্রভাব ফেলছে না?

লা লা

হিদায়াতের আরেক নিদর্শন হলো—আপনি এমন স্বপ্ন দেখবেন, যাতে আপনার সুস্থতার উপায় বাতলে দেওয়া হবে, সতর্কবার্তা থাকবে অথবা ভালো নির্দেশনা থাকবে। যেমন : একজন রোগী একবার স্বপ্নে দেখলেন, তার সুস্থতা হচ্ছে 'লা লা' এ শব্দ দুটিতে। সে এক শাইখকে গিয়ে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করল। শাইখ এই স্বপ্নের কোনো সন্তোষজনক জবাব খুঁজে পেলেন না। তবে তিনি দুই দিনে একবার কুর'আন খতম করবেন বলে মনস্থির করলেন। তিনি ভাবলেন, কুর'আন পড়তে গিয়ে হয়তো স্বপ্নের ব্যাখ্যা পেয়ে যাবেন। দু'দিন পর রোগী শাইখের কাছে গেলে তিনি বললেন, 'আপনার সুস্থতা যাইতুন বৃক্ষে। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সূরা নূরে বলেছেন—

يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَٰرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ ۝

এটি এমন একটি বারকাতময় গাছ থেকে প্রজ্জ্বলিত হয় যা না (লা) পশ্চিমে না (লা) পূর্বে অবস্থিত।[১]

এ পথপ্রাপ্তি একটি স্বপ্নের মাধ্যমে হয়েছে।

হিদায়াতের আরেকটা প্রকার হলো—যা স্বপ্নের মাধ্যমে ব্যাখ্যাসাপেক্ষ নির্দেশনা পাওয়ার সাথে মেলে। তা হলো এমন কিছু ভালো কাজ করা যা অসুস্থ ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যের সাথে মিলে যায়।

---

[১] সূরা নূর, ২৪ : ৩৫

একলোক এক 'আলিমের কাছে এসে এসাইটিস রোগে আক্রান্ত থাকার কথা জানাল। এই রোগ হলে মানুষের পেট অস্বাভাবিকভাবে ফুলে যায় এবং রক্তচলাচল থেমে যায়। কখনো কখনো মানুষ মারাও যায়। তিনি তাকে একটা কূপ খনন করে ওয়াকফ করতে বললেন। লোকটা কূপ খনন করার পরই সুস্থ হয়ে গেল।

এই 'আলিম জানতেন, শরীরের মাঝে রক্তের প্রবাহ থেমে যাওয়া আর যমীনে পানি আটকে থাকার মাঝে একটা মিল আছে। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, এই সৎকাজ (কূপ খনন) তার অসুস্থতার সাথে মেলে। আর এ কাজ করলেই সে সুস্থ হবে।

এক বন্ধু একটা ঘটনা জানাল। একবার সে গাড়িতে করে সালাতে যাচ্ছিল। বেখেয়ালে তার দুই বছর বয়সী ভাতিজীকে গাড়ি চাপা দিয়ে চলে গেল। তার বাবা তাকে নিয়ে হাসপাতালে ছুটে গেল। মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে চলে গেল বাচ্চাটা। ডাক্তাররা জানাল, তার মৃত্যুর সম্ভাবনা আশি শতাংশ।

এ সময় আমার বন্ধুর এক চাচাতো ভাই তাকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য যোগাযোগ করল। তাকে একটি বকরি যবেহ করে সুস্থতার নিয়্যাতে তার গোশত সাদাকাহ করতে বলল। চাচাতো ভাইয়ের কথামতোই সে সব কিছু করল। পরের দিন ভোরবেলাই আই.সি.ইউ (ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট) থেকে সুস্থ অবস্থায় বেরিয়ে এলো বাচ্চাটি।

আল্লাহ্ সুবহানাহু তার চাচাতো ভাইকে সাদাকাহকৃত মাংস আর বাচ্চার থেঁতলে যাওয়া মাংসের মাঝে মিল খুঁজে পাওয়ার পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। তাই তো ডাক্তারদের চিন্তারও বাইরে থেকে সুস্থতা চলে এলো।

সদুপদেশের মাধ্যমে সুপথপ্রাপ্তি হতে পারে। এক গায়কের সুকণ্ঠ ছিল। তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন এক সৎকর্মশীল বান্দা। তিনি তাকে বললেন, 'আপনার কণ্ঠ তো বেশ সুন্দর। আপনি যদি কুর'আন সুর করে পড়তেন তাহলে কত ভালো হতো।' লোকটি তখনই তাওবা করল।

সদুপদেশের মাধ্যমে সুপথপ্রাপ্তির ক্ষেত্রটা সুবিশাল ও সুবিস্তৃত। এর উদাহরণ দিয়ে শেষ করা যাবে না।

হিদায়াত আসতে পারে গভীর চিন্তায় ডুবে গেলে। এর সবচেয়ে স্পষ্ট উদাহরণ হলো সায়্যিদুনা ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম। তিনি রাতের অন্ধকারে নক্ষত্র দেখে

তাকেই প্রভু মনে করেছিলেন। এ ঘটনা সবারই জানা। সৃষ্টিজগত সম্পর্কে একটু গভীর ভাবনাই হয়েছে তার হিদায়াতপ্রাপ্তি ও দৃঢ়বিশ্বাস অর্জনের কারণ।

আলোর ঝলক

তিনি সুউচ্চ আসমান থেকে পথহারাদের দেখেন। বিভ্রান্তির উপত্যকায় তাদের বিচরণ পরিলক্ষিত হয়। এরই মাঝে তিনি একঝলক আলো জ্বালিয়ে দেন। এ আলোতে তারা পথ খুঁজে পায়। তারা দ্বীনের ওপর দৃঢ়তা ফিরে পায়।

আপনি অমুকের ছেলে অমুক বলেই যে তিনি আপনাকে হিদায়াত দেন এমন না; বরং তিনি আপনাকে হিদায়াত দিতে চান বলেই হিদায়াত দেন।

يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝

তিনি যাকে চান তাকে সরলপথের দিকে হিদায়াত দেন।[১]

আপনি আপনার অন্তরটা বিশুদ্ধ করে এই দামী ইচ্ছে অর্জনে ছুটে চলুন।

তিনি আপনাকে হিদায়াত দেবেন। তারপর আপনি ওই হিদায়াতপ্রাপ্তির ফলে যে শুকরিয়া ও 'আমাল করা দরকার তা যথাযথভাবে না করলে আবার হিদায়াত ফিরিয়েও নেবেন। সেই লোকের মতো, যাকে আল্লাহ্ তার এক নিদর্শন দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন; কিন্তু 'সে তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় অতঃপর শাইতান তার পেছনে লাগে আর সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়।'

তিনি হয়তো আপনাকে হিদায়াত দেবেন। আপনি এর শুকরিয়া করবেন, এ অনুসারে 'আমাল করবেন। ফলে তিনি আপনাকে আরও বেশি করে হিদায়াত দেবেন। আপনি তারও শুকরিয়া করবেন এবং সে অনুযায়ী 'আমালও করবেন। তিনি আপনাকে তৃতীয়, চতুর্থ—এভাবে আরও হিদায়াত দিয়েই যাবেন। আপনার জীবন হয়ে যাবে তাঁরই কিছু হিদায়াতবার্তার মেলবন্ধন।

---

[১] সূরা নূর, ২৪ : ৪৬

এই যে গুহাবাসী যুবকেরা; আল্লাহ্ তাদেরকে মু'মিন বানিয়ে হিদায়াত দিলেন। তারপর তাদেরকে 'ঈমানের ওপর ধৈর্যধারণ করার মাধ্যমে আরেকবার হিদায়াত দিলেন। আবার বাঁচার পথ দেখিয়ে দিয়ে হিদায়াত দিলেন। অবশেষে তাদেরকে বাঁচার জন্য ব্যবস্থাও তৈরি করে দিয়ে হিদায়াত দিলেন; সে ব্যবস্থাটা ছিল বহু বছর গুহায় তাদের ঘুম পাড়িয়ে রাখা। আল্লাহ্ সুবহানাহু তাদের ব্যাপারে বলেন—

نَّحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ ءَامَنُوا۟ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَٰهُمْ هُدًى ۝

নিশ্চয় তারা এমন কতিপয় যুবক—যারা তাদের রবের ওপর 'ঈমান এনেছিল আর আমরা তাদের হিদায়াত বৃদ্ধি করে দিয়েছিলাম।[১]

হারিয়ে যাওয়া কম্পাস

অন্ধকারাচ্ছন্ন মরুভূমির মাঝে আপনি। বুঝতে পারছেন না, কোথায় যাবেন। মরুভূমিতে পথ না জানার মানে হলো, নিশ্চিত মৃত্যু। কারণ, আপনার কোনো পাথেয় নেই, নেই কোনো বাহনও। হঠাৎ আপনার ভেতর জেগে উঠল এক প্রগাঢ় অনুভূতি। আপনার মন আপনাকে একদিকে অগ্রসর হতে বলল। আপনি তারকা দেখে পথ খুঁজে বের করতে পারেন না। আপনার কম্পাসটাও হারিয়ে গেছে। আপনার সহচররা আপনাকে ছাড়িয়ে গেছে। আপনার মন যেদিকে যেতে বলছে সেদিকে আপনি অগ্রসর হতে লাগলেন। মরুভূমি আপনাকে নিয়ে দীর্ঘক্ষণ খেলা করার পর আপনি দু'চোখ ভরে দেখতে পেলেন এক ঝলক আলো। সামনেই আপনার সহচররা। জীবনের শেষবিন্দুতে এসে আপনি দেখতে পেলেন তারা সাগ্রহে আপনার জন্য অপেক্ষারত।

বলুন তো, তখন আপনার অনুভূতি কেমন হবে? আপনার মনে হঠাৎ করে এ দিকটার কথা কীভাবে এলো? কেনই বা এলো? আর কী জন্যই বা এতটা নিখুঁত, এতটা সূক্ষ্ম হলো?

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সে সময় আপনার মনে উদিত হওয়া ভয়াল কম্পন দেখতে পাচ্ছিলেন। আপনার আত্মার আর্তনাদ তিনি শুনতে পাচ্ছিলেন। আপনার অন্তরে পিপাসায় মৃত্যুবরণের যে চিত্র ভেসে উঠেছিল—তা তাঁর জানা ছিল। তাই তো এক ঝলক আলো আপনার অন্তরে জ্বালিয়ে দিলেন; যার মাধ্যমে আপনি পথ

[১] সূরা কাহফ, ১৮ : ১৩

খুঁজে পাবেন আর নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছে যাবেন।

আপনি এই অভিজ্ঞতাকে পুরোপুরি নিজের জীবনের সাথে সম্পৃক্ত করবেন না। কেননা, হয়তো আপনি এমনটার সম্মুখীন হননি। তবে এর কাছাকাছি বা এ রকম কিছুর সম্মুখীন অনেকেই সাধারণত হয়ে থাকে। তবে এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো, যে দুর্ভাবনায় পতিত আত্মায় আলোর এক ঝলকানির প্রয়োজন তাতে কে হিদায়াতের বাণী ছুড়ে দিল?

তিনি হলেন সেই মহান পথপ্রদর্শক আল্লাহ্।

যখন আপনাকে সৃষ্টিকর্তার রক্ষণাবেক্ষণ ঘিরে রাখে তখন আপনি নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ুন; কারণ, যে ঘটনাই ঘটুক তার জন্য আপনার নিরাপত্তা তো প্রস্তুত।

যখন সমুদ্রের ঢেউয়ের আন্দোলন আপনার নৌকা নিয়ে খেলায় মত্ত তখন তিনি বাতাসকে আদেশ দেন, যেন তা উত্তুরে হাওয়ায় পরিণত হয়। কারণ, আপনি যে দ্বীপে গেলে উদ্ধার পাবেন তা তো আপনার দক্ষিণে। আপনার নৌকার পাল ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত, যদি না পথপ্রদর্শক আল্লাহ্ ওই বায়ুপ্রবাহকে যথাযথভাবে সঞ্চালিত করতেন।

ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ্ ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। একটি আয়াতের তাফসীর সম্পর্কে বিবিধ মতামত তার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। তিনি এ নিয়ে দশটি তাফসীর পড়ছেন অথচ সঠিক ব্যাখ্যাটি বের করতে পারছেন না কোনোভাবেই। শেষে সিজদায় লুটিয়ে কপালটা ধূলো-মলিন করে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'ওহে দাউদের শিক্ষক, আমাকে শেখান। ওহে সুলাইমানের বুঝদানকারী, আমাকে বোঝান।'

এরপর ঘরে ফিরে এলেন তিনি। এবার প্রভুর হিদায়াতের আলোয় তার বিবেক আলোকিত হয়ে সঠিক মতটা উদ্ভাসিত হয়ে ধরা দিলো তার কাছে।

একজন যুবকের নিকট যদি আল্লাহ্‌র থেকে কোনো সাহায্য না আসে তাহলে প্রথমেই তার পরিশ্রম অনর্থক হয়ে যাওয়ার শঙ্কা থাকে।

তিনিই সেই পথনির্দেশক

আল্লাহ্‌র এ পথনির্দেশ শুধু মানবজাতির সাথেই সম্পৃক্ত, তা নয়। আল্লাহ্ সকল সৃষ্টিকে পথ দেখান। মহান আল্লাহ্ বলেন—

قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِىٓ أَعْطَىٰ كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهُۥ ثُمَّ هَدَىٰ ۝

মূসা বললেন, আমাদের রব তিনি, যিনি প্রতিটি বস্তুকে তাঁর সৃষ্টির আকৃতি দিয়েছেন। তারপর পথ নির্দেশ করেছেন।[১]

শাইখ মুহাম্মাদ রাতেব আন-নাবুলসী এ হিদায়াতের সংজ্ঞায়ন করতে গিয়ে বলেন, স্যালমন ফিশ আটলান্টিক মহাসাগরের তীর থেকে আমেরিকার বিভিন্ন নদীর পতনস্থলে গিয়ে ডিম পেড়ে আবার স্বস্থানে ফিরে আসে। কয়েকমাস পরে ছোট মাছগুলো ডিমফুটে সরাসরি মায়ের দিকে ছুটে আসে। শত শত কিলোমিটার দূরের পথ পাড়ি দিয়ে বাচ্চা মাছগুলো সাগরে তাদের মাকে ঠিকই খুঁজে বের করে। তবে তারা কিন্তু পথ হারায় না। কে সেই সত্তা, যিনি তাদেরকে পথ দেখান? তিনিই সেই সুমহান পথনির্দেশক আল্লাহ্।

একলোক দেখতে পেল, একটা বেজী মৃত সাপ খাচ্ছে। তারপর একটা উদ্ভিদের কাছে ছুটে গিয়ে সেখান থেকে পাতা ছিঁড়ে খাচ্ছে। বেজীটা সাপে এক কামড় দিচ্ছে তো উদ্ভিদের লতায় এক কামড় দিচ্ছে। লোকটা উদ্ভিদের লতায় কামড় দেওয়ার রহস্য জানতে আগ্রহী হলো। ফলে সে উদ্ভিদের লতাটা টেনে অন্যত্র ফেলে দিল। এবার বেজীটা যখন সাপে কামড় দিয়ে এসে উদ্ভিদের লতা খেতে এলো, দেখল সেখানে আর লতাটা নেই। এরপর লোকটা সবিস্ময়ে দেখল, কিছুক্ষণের মধ্যে বেজীটা বিষে লাফাতে লাফাতে মারা গেল।

কে সেই সত্তা, যিনি এই বেজীকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, এ উদ্ভিদের পাতায় সাঁপের বিষ-প্রতিরোধক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান? তিনি সেই মহীয়ান আল্লাহ্।'

নেকড়ে হরিণের ওপর আক্রমণ করে। হরিণ মাথাটা নিচু করে নেকড়ের গলায় শিং ঢুকিয়ে দেয়। কে তাকে জানাল যে, তার মাথায় এমন ধারালো ছুরি আছে? আর কেই বা তাকে জানাল, এ কাজ করলে সে রক্ষা পাবে? তিনি সেই পথনির্দেশক আল্লাহ্।

শৈশবে আমি নিজের বিড়ালকে দেখতাম, তার ছোট বাচ্চাগুলো—যেগুলো চোখেও দেখত না—তার দিকে ছুটে আসত। তার পেটে মাথাটা গুঁজে দিয়ে দুধপান করত। কে এই অবুঝ প্রাণীকে শেখালো যে, এ দুধ পান করেই তারা বাঁচবে আর তা না করলে মারা যাবে? তিনি সেই পথনির্দেশক সুমহান আল্লাহ্।

[১] সূরা ত-হা, ২০ : ৫০

গহ্বর

তাঁর সবচেয়ে মহান পথনির্দেশনা হলো তাঁর বান্দাদেরকে নিজের দিকে ফিরিয়ে আনা। পথহারাদের পথ চিনিয়ে দেওয়া। পাপে জর্জরিত যাদের আত্মা, তাদের জন্য তাওবার দরজা খুলে দেওয়া।

একলোক গহীন অন্ধকার রাতে বের হলো। তার ইচ্ছে হলো, রাজাধিরাজ আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা করবে। শরীরের প্রতিটি অঙ্গ ছুটে চলেছে পাপের কাদায় নেমে পড়ার জন্য; কিন্তু চূড়ান্ত মুহূর্তে আল্লাহ্ তার অন্তরে হিদায়াত পৌঁছানোর আদেশ দিলেন। সে পাপের গহ্বরে পৌঁছানোর পূর্বেই হঠাৎ তার চোখের সামনে নির্মিত কালো রঙের স্বপ্নগুলো বিবর্ণ হতে থাকে। এক তীব্র স্রোত এসে তা ভাসিয়ে নিয়ে যায়। চারদিকে সব উড়ে যেতে থাকে। সে তার অনুভূতির আঙিনায় ভিন্ন পদক্ষেপ অনুভব করতে পারে। তখন সে অন্য দিকে তাকায়। এটা সেই গহ্বরের দিক না। এ দিক থেকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে মিনারের মাসজিদ। পথনির্দেশক আল্লাহ্‌র সাথে তার জীবনের নতুন এক ধাপের অবতারণা ঘটে।

এক টুকরো কাগজ

আল্লাহ্ যদি আপনাকে পথ দেখাতে চান, তাহলে রাস্তায় পড়ে থাকা এক টুকরো কাগজ দিয়েও সেটা করাতে পারেন।

একলোক মদ পান করে মাতাল অবস্থায় রাস্তায় হেলেদুলে হাঁটছিল। হঠাৎ মাদকতায় নুয়ে পড়া দু'চোখে দেখতে পেল, রাস্তায় পড়ে আছে এক টুকরো কাগজ। কাগজে আল্লাহ্‌র নাম লেখা। এটা দেখামাত্র তার বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। সে ডুকরে উঠে বলল, 'আল্লাহ্‌র নাম রাস্তায় পড়ে আছে।' কাগজটা তুলে নিল সে। ঘরে গিয়ে সেটি পরিষ্কার করে তাতে সুগন্ধি মেখে রেখে দিল। সেদিন স্বপ্নে দেখল কেউ তাকে বলছে, 'তুমি আমার নামকে ওপরে স্থান দিয়েছ। আমার মর্যাদার কসম, আমি তোমার নামকে উচ্চকিত করব।' ঘুম থেকে উঠে সে অন্তরে হিদায়াতের পরশ অনুভব করতে পেল। এভাবেই আল্লাহ উদ্দেশ্যহীন একজন সাধারণ মানুষ থেকে ইতিহাসের খ্যাতনামা একজন সৎকর্মশীল বান্দায় পরিণত করেন তাকে।

তিনি আপনাকে পথ দেখাতে চাইলে এক আওয়াজ শোনাবেন—'আল্লাহ্কে ভয় করো।' আপনার অন্তরাত্মা জেগে উঠবে ভ্রান্তির ঘুম থেকে।

নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ণিত ঘটনায় যে তিনজনের জন্য গুহার মুখ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তাদের একজনের ঘটনা। সে অনেক দিন ধরে নিজের চাচাতো বোনের সাথে অপকর্ম সাধনের সুযোগ খুঁজতে থাকে। একদিন সেই সুযোগটা এসেও যায়। অপকর্ম সাধনের ঠিক পূর্বমুহূর্তে চাচাতো বোন তাকে বলে, 'আল্লাহ্কে ভয় করো। আমার সতিত্বের মোহর শুধু এর অধিকারীকেই খুলতে দাও।' আল্লাহ্র ভয়ে সেদিন সে এই পাপাচার থেকে ফিরে আসে। 'আল্লাহ্কে ভয় করো' এ বাণী তার অন্তরে বিদ্যমান কামনা-বাসনাকে বিলীন করে দিয়েছিল।

নাজাতের রশি

আপনি ভুলে যাওয়ার জগতে ডুবে থাকেন, তিনি আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেন। আপনি পাপের ঘুমে বিভোর হয়ে পড়েন, তিনি আপনাকে জাগিয়ে দেন। আপনি গভীর পাপকূপে পড়ে অপবিত্র হয়ে যান আর তিনি আপনাকে পবিত্র করে তোলেন। যখন কূপের তলানিতে পড়ে থাকেন আপনি তখন তিনি আপনার দিকে হিদায়াতের রশি ঝুলিয়ে দেন।

তিনি আপনাকে হিদায়াত দেন এমন ভালোবাসা দিয়ে যে, আপনার হৃদয় ভরে যায়; এমন ভয় দিয়ে, যাতে আপনার ভেতরটা কেঁপে ওঠে; এমন অসুস্থতা দিয়ে, যাতে আপনার অহংকার মুছে যায়; এমন মুখাপেক্ষী করে, যাতে আপনি অবনত হয়ে নাক ধুলোমলিন করে নিতে পারেন, এমন দারিদ্র্য দিয়ে, যাতে আপনি নুয়ে পড়েন অথবা এমন এক শূন্যতা দিয়ে, যাতে আপনার অন্তর কষ্ট পায়।

তিনি আপনাকে ফিরিয়ে নেন তাঁর দিকে। আলোর পথে। ফলে আগে আপনি দূর থেকে তাকিয়ে শুধু মাসজিদ দেখতেন; কিন্তু মাসজিদের হিদায়াতের বাণী আপনাকে স্পর্শ করত না। অথচ এখন সে মাসজিদেই আপনি নিয়মিত যাওয়া শুরু করে দিলেন। বহু বছর পরিত্যাগ করার পর তিনি আবার কুর'আনের মুসহাফ ধরতে শিখিয়ে দেন আপনার হাতকে। যে জিহ্বা দিয়ে অশালীন গান গাইতেন গুনগুন করে, সে জিহ্বাকে তিনি সিক্ত করে তোলেন তাঁর যিক্‌রে।

এক মাসজিদে যাওয়ার জন্য বের হলেন ঘর থেকে। হঠাৎ রাস্তা পরিবর্তন করে অন্য মাসজিদে চলে গেলেন। সালাতের পর শুনতে পেলেন, একজন দা'ঈ এমন বক্তব্য শোনাচ্ছেন—যা আপনার হৃদয়ে পরিবর্তনের ঢেউ জাগিয়ে তুলল। আপনি আপনার চলার পথ পরিবর্তন করে ফেললেন, এমনকি জীবনচলার পথও।

যে বান্দা জীবন্ত আত্মা ধারণ করে। সে আল্লাহ্‌র হিদায়াতের ব্যাখ্যা করতে পারে। সে জানে যে, এ নিখিল বিশ্ব আল্লাহ্‌রই 'ইবাদাত করে। আর আল্লাহ্ তাকে এ বিশ্বের যে কোনো কিছু দিয়েই পথ দেখাতে পারেন। আর—আল্লাহ্ না করুন—এ বিশ্বের যে কোনো কিছু দিয়েই তাকে আবার পথভ্রষ্টও করতে পারেন।

তবে আল্লাহ্ কাউকে পথভ্রষ্ট করবেন না। শুধু তাকেই করবেন, যে তার অন্তরকে হিদায়াত ও সঠিক দ্বীন থেকে দূরে সরিয়ে রাখে।

সুতরাং জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে যদি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে হিদায়াত না পান।

কিছুক্ষণ আগে মরুভূমিতে পথ হারানোর যে উদাহরণটা দিলাম, তা মনে আছে আপনার? আল্লাহ্‌র পথ, মাসজিদ, 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি, 'আল্লাহুম্মা আন্‌তাস সালামু ওয়া মিনকাস সালামু'—এগুলো হারিয়ে ফেলা মরুভূমিতে পথ হারানোর থেকেও বিপদের। এই পথগুলো হারালে আমরা ওই পাখির মতো হয়ে যাবো, যে পাখি শীতকালে নিজের চলার নির্দিষ্ট পথ হারিয়ে ফেলেছে; ফলে বরফের দেশে বরফই তার উড়ন্ত স্বপ্নগুলোকে গিলে ফেলেছে।

আল্লাহ্, আপনি আমাদেরকে এমন পথনির্দেশনা দিন, যাতে আমরা মরুভূমির পথভ্রান্তি থেকে বাঁচতে পারি, আপনার কাছে পৌঁছতে পারি এবং আসমান-যমীনে বিস্তৃত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি।

الْغَفُورُ

আল-গাফূর তথা মহা-ক্ষমাশীল

মহা-ক্ষমাশীল সত্তা সবসময়ই ক্ষমা করে থাকেন। তিনি বদান্যতার মাধ্যমে ক্ষমা করেন। সাধারণ মানুষ যা ক্ষমা করে না—তা তিনি ক্ষমা করেন। আপনাকে অবাক করে দিয়েও তিনি ক্ষমা করেন।

আল-গাফূর তথা মহা-ক্ষমাশীল

আপনি গুনাহ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। অনুভব করছেন, গুনাহর অভিশাপ আপনার জীবনকে লণ্ডভণ্ড করে দিচ্ছে। অন্ধকার এক পর্দা আপনার দু'চোখে প্রজ্বলিত দিনরাত্রির আনন্দকে নিভিয়ে দিচ্ছে। আপনি অনুভব করছেন, সালাতে, দু'আয় এবং 'ইবাদাতে আপনি আর আগের মতো স্বাদ পান না। তাহলে জেনে রাখুন, এখনই সময় ক্ষমা আর নিভৃতালাপের। আল্লাহ্‌র মহান নাম 'আল-গাফূর' তথা মহা-ক্ষমাশীলের মাঝে ক্ষমার অর্থ খুঁজে পাওয়ার।

এখন আপনার প্রয়োজন ক্ষমার অর্থ জানা। আপনি জানবেন, আপনার রব কেমন ক্ষমাশীল, কেমন মার্জনাকারী। আর আপনার জন্য আবশ্যক হলো জীবনের প্রতিটি ধাপে এ ক্ষমার প্রয়োজনীয়তা বুঝে নেওয়া।

কারাগার

শরীর রোগাক্রান্ত হওয়ার চেয়ে আত্মা পাপাচারে অভ্যস্ত হয়ে পড়াটাই বড় বিপদের। পাপের পদতলে আপনার আত্মা আর্তনাদ করছে। হ্যাঁ, আপনার শরীর পাপাচারের সময় হয়তো স্বাদ পায়; কিন্তু আপনার আত্মা তখন আল্লাহ্‌র কাছে পানাহ চায়।

একবার কল্পনা করুন, আপনি এক সংকীর্ণ কারাগারে আটক রয়েছেন, যেখানে প্রতিটা দেয়ালের প্রস্থ মাত্র এক মিটার। এ রকম একটা জায়গায় আপনি কী পরিমাণ শ্বাসরুদ্ধ অনুভব করবেন?

আপনি যখন গুনাহ করেন তখন আপনার আত্মাও এ রকম একটা কারাগারের মতো কারাগারে আবদ্ধ হয়ে পড়ে যেটা চারদিক থেকে ঘিরে রাখে আপনার আত্মাকে।

وَأَحَاطَتْ بِهِۦ خَطِيٓـَٔتُهُۥ ⑧١

আর পাপসমূহ তাকে বেষ্টন করে।[১]

[১] সূরা বাকারা, ০২ : ৮১

গুনাহগুলো তার আত্মাকে শ্বাসরোধ করে ফেলে। যদি জান্নাত বা জাহান্নাম কোনোটা নাও থাকত তবুও গুনাহই গনগনে আগুন আর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সমান হতো।

যেহেতু আমরা জানলাম, আল্লাহ্‌র মহান নামের মধ্যে রয়েছে মহা-ক্ষমাশীল, অতি-মার্জনাকারী, পাপমোচনকারী-এর মতো মহান নাম, তাঁর বৈশিষ্ট্যাবলির মধ্যে রয়েছে যে, তিনি গুনাহ মাফ করেন, অপরাধ ক্ষমা করেন, তাহলে আল্লাহর এ মহান নামের যিক্‌রের মাধ্যমে ধরে নিন, আপনার গুনাহগার আত্মার সংকীর্ণ কারাগারের দেয়ালেও ফাটল ধরা শুরু হলো।

আপনি কি জানেন?

আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে বলছি, বলুন, 'আস্তাগফিরুল্লাহ্'।

শুধু বললে হবে না। অনুভব করুন, 'আস্তাগফিরুল্লাহ্'।

এর থেকে সুন্দর কোনো বাক্য কি থাকতে পারে, যা উচ্চারণ করা মাত্রই আপনার অন্তর থেকে সবধরনের দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনা ও ভয়ভীতি দূর হয়ে যাবে?

আপনি কি জানেন, যত বিপদই হোক, সেটা রোগ, দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা বা ব্যথা—সবই আপনার পাপের কারণেই এসেছে?

এই আয়াতটি পড়ুন—

وَمَآ أَصَٰبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا۟ عَن كَثِيرٍ ۝

আর তোমাদের যে বিপদ-আপদ ঘটে তা তোমাদের হাত যা অর্জন করেছে তার কারণে এবং অনেক অপরাধ তিনি ক্ষমা করে দেন।[১]

গীবত, মিথ্যা, ধোঁকা, হিংসা, দুর্ব্যবহার, মা-বাবার অবাধ্যতা, হারাম জিনিস দেখা, ফরয পালনে দেরী করা—এ সব আমাদের জীবনে বড় ধরনের দুঃখ-ব্যথা ও দুশ্চিন্তা নিয়ে এসেছে।

[১] সূরা শূরা, ৪২ : ৩০

আমরা কারও কাছে ঋণ নেওয়ার জন্য শরীরের ঘাম ছোটাই। অর্থের প্রতি আমাদের এ মুখাপেক্ষিতা সৃষ্টির কারণ হয়তো আমাদেরই কোনো পাপ। আমরা যদি বিনয়ের সাথে 'আস্তাগফিরুল্লাহ্' বলতাম তাহলে আল্লাহ্‌র সৃষ্টির সামনে বিনয়ী হয়ে চাওয়ার প্রয়োজন হতো না আমাদের।

আমরা মানসিক সংকীর্ণতা ও নানামুখি অস্বস্তিতে ভুগি। ভয় আমাদের জীবনকে বিপর্যস্ত করে ফেলে। তাই মনোরোগ-বিশেষজ্ঞের কাছে দৌড়াই। হয়তো আমাদের এ অবস্থার কারণ আমাদেরই সংঘটিত কোনো পাপকাজ। আমরা যদি সজীব অন্তর ও আল্লাহ্‌মুখী হৃদয় থেকে বলতাম—'আস্তাগফিরুল্লাহ্', তাহলে আমাদের এত কিছুর প্রয়োজন হতো না।

আর আমার বিশ্বাসঘাতকতা?

আল্লাহ্‌র ক্ষমার নিদর্শন আমার সামনে এতটা স্পষ্ট, এতটা প্রকাশ্য হয়নি, যতটা হয়েছে সীরাতুন নাবীর পাতা উল্টাতে গিয়ে।

'উমার ইবনুল খাত্তাব (ইসলামগ্রহণের পূর্বে) মানুষকে দ্বীন থেকে দূরে সরানোর চেষ্টায় রত। শক্ত হাতে চাবুক ধরে আছেন। চাবুকের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করে দিচ্ছেন দাসীর পিঠ। কিছুক্ষণ পর ক্লান্ত হয়ে নিজেই চাবুকাঘাত বন্ধ করে বলছেন—'বিরক্তি ধরে আসায় এবারের মতো থামলাম।'

মুসলিমরা বিশ্বাস করত যে, খাত্তাবের গাধা ইসলাম গ্রহণ করলে তা বিশ্বাস করা যেতে পারে, কিন্তু 'উমারের ব্যাপারটা ছিল অসম্ভব। কারণ, ইসলামের প্রতি 'উমারের প্রবল শত্রুতা ও ঘৃণার কারণে লোকেরা এমনটাই ভাবত; কিন্তু মহা-ক্ষমাশীল আল্লাহ্ তার জন্য তাওবার দুয়ার খুলে দিলেন। তিনি পরিণত হলেন 'উমার ফারুক'-এ।

যে চাবুকাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করতেন দাস-দাসীদের, তার কী হলো? কোথায় গেল সেসব অপরাধ? আল্লাহ্ সবকিছু ক্ষমা করে দিলেন।

খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু 'আনহু (ইসলামগ্রহণের পূর্বে) উহুদের যুদ্ধে মুসলিম তীরন্দাজ বাহিনীর অবস্থানরত পাহাড়ে উঠলেন। তিনি পেছন থেকে অতর্কিত আক্রমণ করলে আব্দুল্লাহ্ ইবনু জুবাইর রাযিয়াল্লাহু 'আনহু-সহ সেখানে থাকা তীরন্দাজ সাহাবীদের সবাই শহীদ হলেন। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের

নেতৃত্বে পরিচালিত মুসলিম সেনাবাহিনীর সবচেয়ে বড় পরাজয়ের মূল কারণ ছিলেন তিনিই। তার কারণেই নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিলেন।

নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ রক্তাক্ত হওয়ার কারণ তো খালিদ ইবনু ওয়ালিদই। যে রক্তপাতের দরুন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন—

اشتد غضب الله على قوم دموا وجه رسوله

ওই সম্প্রদায়ের ওপর আল্লাহ্‌র ক্রোধ আরও তীব্র হয়েছে যারা তাঁর রাসূলের মুখ রক্তাক্ত করেছে।[১]

কিন্তু আল্লাহ্ এ আয়াত নাযিল করলেন—

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٢٨﴾

তিনি তাদের তাওবা কবুল করবেন বা শাস্তি দেবেন—এ বিষয়ে আপনার করণীয় কিছুই নেই; কারণ, তারা তো যালিম।[২]

পরবর্তী সময়ে এই খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু 'আনহু-ই তাওবাকারীদের একজন হয়ে গেলেন, যাদেরকে আল্লাহ্ ক্ষমা করে দিয়েছেন, মার্জনা করেছেন।

তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন। মহা-ক্ষমাশীল আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দিলেন। অতীতের সব অপকর্ম তিনি মুছে দিলেন।

উহুদের যুদ্ধে মুসলিমদের পরাজয়ের মূল কারণ থেকে তিনি হয়ে গেলেন আল্লাহ্‌র খোলা তরবারী।

তাহলে যে সব পবিত্র দেহের রক্ত তিনি ঝরিয়েছেন, শিরস্ত্রাণের ধারালো অংশ দিয়ে আঘাত করেছিলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র রক্ত ঝরিয়েছেন—এর সবই আল্লাহ্ ক্ষমা করে দিলেন।

---

[১] মুসনাদ আহমদ, ২৬০৯- ৪/৩৬৯
[২] সূরা আলে-ইমরান, ০৩ : ১২৮

একলোক আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলো। কৃত সকল পাপের বেদনায় তার হৃদয় কেঁদে চলেছে। সে বলল, 'আপনি সে লোকের ব্যাপারে কী বলবেন, যে সব রকম পাপের কাজই করেছে। একটাও বাদ রাখেনি। এ পাপকাজগুলো করার জন্য যেদিকেই প্রয়োজন সেদিকেই সে অগ্রসর হয়েছে। এ অবস্থায় তার কি তাওবার কোনো সুযোগ আছে?' রাহমাতের নাবী বললেন, 'তুমি কি ইসলাম গ্রহণ করেছ?' লোকটা বলল, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই। তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই। আর আপনি হলেন আল্লাহ্‌র রাসূল।' রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'হ্যাঁ, তুমি সৎকাজ করবে আর খারাপ কাজ বর্জন করবে। আল্লাহ্ এর বিনিময়ে তোমার সব খারাপ কাজকে ভালো কাজে রূপান্তরিত করে দেবেন।' লোকটি বলল, 'আর আমার বিশ্বাসঘাতকতা? আর আমার পাপগুলো?' তিনি বললেন, 'তোমার বিশ্বাসঘাতকতা, তোমার পাপাচার। (এ সবই ভালো কাজে রূপান্তরিত হবে)'[১]

আপনি কি ভুলে গেছেন?

আপনার কেন মনে হচ্ছে, এ জগতে আপনার পাপই সবচেয়ে বড়? আপনি কি ভুলে গেছেন যে, আল্লাহ্ হলেন মহা-ক্ষমাশীল, অতি-স্নেহময়?

আপনি কি ভুলে গেছেন, আপনি তাওবা করলে তিনি খুশি হন?

সাহাবীরা দেখতে পেলেন, এক ভীত-সন্ত্রস্ত মহিলা বন্দীদের মাঝে নিজ সন্তানকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। সন্তানকে খুঁজে পেয়ে তাকে তুলে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরল সে। তারপর ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে সন্তানকে চুম্বন করল। সাহাবীরা তার ভালোবাসা ও আনন্দ দেখে বিস্মিত হলেন। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—

الله أشد فرحا بتوبة عبده من هذه بولدها

এই মহিলা তার সন্তানকে খুঁজে পেয়ে যতটা খুশি, তার থেকে আল্লাহ্ আরও বেশি খুশি হন যখন তাঁর বান্দা তাঁর কাছে ফিরে আসে, তাওবা করে।[২]

---

[১] তাবারানী তার *মু'জামুল কাবীর* গ্রন্থে (৭২৩৫- ৭/৩১৪) উল্লেখ করেছেন।
[২] *সহীহ মুসলিম*, ২৭৪৪- ৪/২১০৩

কীসের অপেক্ষা করছেন আপনি?

এখনই বলুন, 'আস্তাগফিরুল্লাহ্।'

আপনার জিহ্বা দিয়ে বলুন। অন্তর দিয়ে বলুন। হৃদয় থেকে বলুন। যে গুনাহর ব্যাপারে আপনি মনে করেন যে, ক্ষমা অসম্ভব, সেই গুনাহর জন্যই বলুন, 'আস্তাগফিরুল্লাহ্।' আপনার ভেতরটা যেন চিৎকার করে 'আস্তাগফিরুল্লাহ্' ডাকে। এ চিৎকারের মাধ্যমে দৃঢ় বিশ্বাস রাখুন যে, মহা-ক্ষমাশীল আল্লাহ্ অবশ্যই আপনাকে ক্ষমা করবেন। আপনি চিৎকার করছেন সে কারণে নয়, বরং তিনি যে মহা-ক্ষমাশীল, অতি স্নেহময়—সে কারণেই।

আবূ সুফিয়ান ইবনু হারব, সাফওয়ান ইবনু উমাইয়া, 'ইকরামা ইবনু আবী জাহ্ল, 'আমর ইবনুল 'আসসহ আরও অনেকে। তাদের পাপ ছিল—আল্লাহ্র সাথে শির্ক, দ্বীনের বিরুদ্ধে লড়াই, সাহাবীদের হত্যা করা। তারপরও মহা-ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু আল্লাহ্ তাদেরকে নিজ ক্ষমা দিয়ে বেষ্টন করে তাদেরকে সাহাবী হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। আপনি কি জানেন, 'সাহাবী' মানে কী? 'সাহাবী' মানে হলো নাবীদের পর শ্রেষ্ঠ মানুষ।

আল্লাহ্র এ ক্ষমা 'ইকরামা সাফওয়ান বা অন্যদেরকে কীসে রূপান্তরিত করল, দেখুন তো! ক্ষমাশীল আল্লাহ্র দয়া তাদের একেকজনকে 'সাহাবীদের হত্যাকারী' থেকে 'সম্মানিত সাহাবী'তে পরিবর্তিত করে দিল।

পাপের অনুভূতি যদি আপনার হৃদয়কে কাঁদায়। আপনার চিন্তায় কালিমা লেপন করে। আপনার কথাবার্তার গতিময়তায় ছেদ আনে। তখন হৃদয়ে যদি উচ্চারিত হয় 'আস্তাগফিরুল্লাহ্', দেখবেন সব কান্নাকাটি, গুনাহর কালিমা, নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

সেই তো সফল...

আল্লাহ্ সুবহানাহু 'আস্তাগফিরুল্লাহ্' দিয়ে ক্ষমা করেন। ক্ষমা করেন তাওবার মাধ্যমে—

إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٨٩﴾

তবে তারা ব্যতীত যারা তাওবা করেছে এবং নিজেকে শুধরে নিয়েছে; নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[১]

ক্ষমা করেন সৎকাজের মাধ্যমে—

إِنَّ ٱلْحَسَنَٰتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ ۝

নিশ্চয় ভালোকাজ বিদূরিত করে খারাপ কাজকে।[২]

ক্ষমা করে দেন বিপদগ্রস্ত করে—

ما يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة

মু'মিনের নিজের জীবন, সন্তান, সম্পত্তি—এ সবকিছুর ওপর বিপদ এমনভাবে আসতেই থাকে যে, সে আল্লাহ্‌র সাথে যখন সাক্ষাৎ করে তখন তার কোনো পাপই থাকে না।[৩]

আপনি কি জানেন, দুনিয়ার এ জীবনে আপনার কী করা উচিত? যে জিনিস বার বার করেও আপনার বিরক্ত হওয়া সাজে না তা হলো 'ইস্তিগফার' পড়া। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

طوبى لمن وجد في كتبه استغفارا كثيرا

সেই তো সফল, যার হিসাবের খাতায় বেশি ইস্তিগফার পাওয়া যাবে।[৪]

আপনার হিসাবের খাতায় এত এত 'আস্তাগফিরুল্লাহ' দেখে আপনি যারপরনাই খুশি হবেন। আপনি উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠবেন—

هاؤم اقرءوا كتابيه

'নাও, আমার 'আমালনামা পড়ে দেখো।[৫]'

[১] সূরা আলে-ইমরান, ০৩ : ৮৯
[২] সূরা হূদ, ১১ : ১১৪
[৩] তিরমিযী, ২৩৯৯- ৪/৬০২
[৪] ইবনু মাজাহ, ৩৮১৮- ২/১২৫৪
[৫] সূরা হাক্কাহ ৬৯ : ১৯

কিয়ামতের দিন আপনি যখন আপনার বন্ধুদেরকে দেখবেন, তাদের সামনে নিজের ইস্তিগফারভর্তি খাতাটা মেলে ধরে বলবেন, 'দেখ তোমরা, আল্লাহ্ আমার এত এত 'ইস্তিগফার' কবূল করে নিয়েছেন। আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।'

এ জন্য পাপের পরেই শুধু 'ইস্তিগফার' করতে হয় এমন না; বরং সৎকাজের পরও ইস্তিগফার করতে হয়।

সালাত আদায় শেষ হলেই কি আপনি 'আস্তাগফিরুল্লাহ্, আস্তাগফিরুল্লাহ্, আস্তাগফিরুল্লাহ্' বলেন না? আপনার 'ইবাদাতগুলোয় যে ঘাটতি আছে তা তো 'ইস্তিগফার' ছাড়া পূর্ণই হয় না।

হতাশ হবেন না...

তিনি নিজের নাম 'গাফূর' তথা মহা-ক্ষমাশীল দিয়েছেন এ জন্য যে, তাঁর ক্ষমা ব্যতীত আপনি গুনাহর আগুনে পুড়ে ছারখার হয়ে যাবেন। অপরাধের চাপে আপনি শ্বাসরুদ্ধ হয়ে পড়বেন। সারাক্ষণ কান্নাকাটি করতে বাধ্য হবেন।

যদি আপনি মনে করেন যে, আপনার গুনাহ বিশাল, যে শাইখের কাছে আপনি আপনার গুনাহ সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন, তিনি কিন্তু আপনার অসংখ্য পাপের বিস্তারিত বিবরণ সম্পর্কে চিন্তাও করতে পারেননি; বরং আপনার প্রশ্ন শুনেই উত্তর দিয়ে ফেলেছেন, তাহলে আপনি আপনার রবের কথা শুনুন। আদম 'আলাইহিস সালামের সময়কাল থেকে কিয়ামত পর্যন্ত বান্দা যত পাপকাজ করবে তা তিনি জানেন। তিনি সকল পাপকাজের বিস্তারিত বিবরণ, পদক্ষেপ ও ভয়াবহতা সম্পর্কে জানেন। তিনি বলছেন—

قُلْ يَٰعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا۟ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٥٣﴾

বলুন, 'হে আমার বান্দাগণ, তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ— আল্লাহ্র অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়ো না; নিশ্চয় আল্লাহ্ সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'[১]

[১] সূরা যুমার, ৩৯ : ৫৩

এবার কি মন থেকে দুশ্চিন্তা দূর হয়েছে? যিনি এ কথা বলেছেন তিনি জানেন যে, আপনি এই এই দিনে এই এই পাপ কাজ করবেন। তারপরও তিনি বলেছেন যে, তিনি সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করেন। আপনার গুনাহ নিশ্চয় আল্লাহ্র ক্ষমা থেকে বড় নয়। নিশ্চয় আল্লাহ্র অনুগ্রহ থেকে বিশাল নয়।

গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, আপনি পাপকাজ করে ফেললেই সাথে সাথে 'আস্তাগফিরুল্লাহ্' বলে ফেলবেন। পাপকাজে লিপ্ত হয়েছেন—মনে পড়ামাত্রই আপনি থেমে যাবেন। আল্লাহ্ বলেন—

فَإِنِ ٱنتَهَوْا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

যদি তারা বিরত থাকে তবে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[১]

আপনি কীভাবে বলতে পারেন—'আমার গুনাহ ক্ষমা করুন।' অথচ আপনি তখনো গুনাহর ওপর অটল? কীভাবে আপনি পাপ মোচন করে আবার নিজের হিসাবের খাতায় তা লিখবেন? পাপের এ পথযাত্রায় অন্তত এবার আপনি থেমে যান। যেন আপনার এই 'আস্তাগফিরুল্লাহ্' সত্য হয়ে যায়। যেন এবারের এ 'আস্তাগফিরুল্লাহ্'র আহ্বানে আপনার জন্য আসমানের দরজাগুলো খুলে যায়।

সর্বোত্তম ইচ্ছে

আল্লাহ্ সুবহানাহু আপনার জন্য অনেক কিছুই ইচ্ছে করেন..

তিনি আপনাকে অস্তিত্বদানের ইচ্ছে করলেন, তাই আপনার জন্ম হলো। আপনাকে সুস্থ রাখতে চাইলেন, তাই আপনি সুস্থ হয়ে গেলেন। আপনাকে বিবেকবান করতে চাইলেন বলেই আপনি এখন বুদ্ধিমান—পড়তে পারেন, শুনতে পারেন; কিন্তু আল্লাহ্ আপনার প্রতি সর্বোত্তম যে ইচ্ছেটি পোষণ করেন, তা কী জানেন?

তিনি আপনাকে ক্ষমা করে দিতে চান।

وَلِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۚ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

[১] সূরা বাকারা, ০২ : ১৯২

আর আসমান এবং যমীনে যা কিছু আছে তা আল্লাহ্‌র জন্য। তিনি যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করেন আর যাকে ইচ্ছে শাস্তি দেন। আর আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[১]

কত মহান সে ইচ্ছে, যে ইচ্ছের বদৌলতে তিনি তাঁর অনুগ্রহে বেষ্টন করে আপনাকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করার জন্য প্রস্তুত করছেন।

যাদেরকে তিনি ক্ষমা করে দেন, তারা অন্যদের মতো রোগাক্রান্ত হয় বটে; কিন্তু রোগের কারণে তাদের মুখের মুচকি হাসিগুলো মুছে যায় না।

যাদেরকে তিনি ক্ষমা করে দেন তারা হয়তো আর্থিক সংকটে পতিত হয়; কিন্তু এই সংকটে তাদের মাথা কখনো নত হয় না।

যাদেরকে তিনি ক্ষমা করে দেন তাদের দু'চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে; কিন্তু তারা আল্লাহ্‌র দান থেকে নিরাশ হয় না।

সুতরাং আপনার সব দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনা-দুঃখ-ব্যথা ঝেড়ে ফেলুন।

যাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া হয় তারা রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমায়; কারণ, তাদের জন্য সবচেয়ে ভয়াবহ যা ঘটতে পারে—তা হলো মৃত্যু। আর মরলেই বা কী? গুনাহমুক্ত এ জীবনে তাদের কাছে মৃত্যু তো সামান্য ভয়ের ব্যাপার। আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে বলছি পড়ুন। অনুভব করুন—

وَمَن يَعْمَلْ سُوٓءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُۥ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١١٠﴾

আর যে ব্যক্তি কোনো খারাপ কাজ করে অথবা নিজের ওপর অবিচার করে তারপর আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে সে আল্লাহ্‌কে পায় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু হিসেবে।[২]

আপনি কি তাকে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু হিসেবে পেতে চান না? তাহলে এখনই তাঁর কাছে ক্ষমা চান।

[১] সূরা আলে-ইমরান, ০৩ : ১২৯
[২] সূরা নিসা, ০৪ : ১১০

সবচেয়ে সুন্দর কথা

সেই মহা-ক্ষমাশীল সত্তা জানেন, গুনাহ আপনার জীবনকে বিনষ্ট করে দেয়, আত্মাকে বিপর্যস্ত করে, পানিকে দুর্গন্ধযুক্ত ও অপেয় করে, খাবারকে বিস্বাদ, রাতকে ভৌতিক, দিনকে বিরক্তিকর, আত্মীয়দেরকে জাহান্নামতুল্য, বন্ধুদেরকে কাঁটাসম, জীবনের ব্যস্ততাকে ভ্রান্তিময়, ঘুমকে শ্বাসরোধ আর নিঃসঙ্গতাকে ক্রন্দনের মতো। তাই তো তিনি আপনাকে বলছেন—

أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُۥ ۝

তারা কি আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে যাবে না এবং ক্ষমা চাইবে না?[১]

এটাই কি তাদের অবস্থার জন্য সবচেয়ে সুন্দর কথা না? তারা কি একের পর এক বিপদে বিরক্ত হয়ে যায়নি? তারা কি অন্তরের গভীর থেকে উৎসারিত মুচকি হাসির জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েনি? তাহলে কেন তারা আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চায় না?

অবাক হবেন না

মহা-ক্ষমাশীল সত্তা সবসময়ই ক্ষমা করে থাকেন। তিনি বদান্যতার মাধ্যমে ক্ষমা করেন। সাধারণ মানুষ যা ক্ষমা করে না—তা তিনি ক্ষমা করেন। আপনাকে অবাক করে দিয়েও তিনি ক্ষমা করেন।

সব সময় তিনি ক্ষমা করেন—এক সালাত থেকে অন্য সালাত, এক জুমু‘আ থেকে অন্য জুমু‘আ, এক রামাদান থেকে আরেক রামাদান, এক হজ থেকে আরেক হজ—সব তিনি ক্ষমা করে দেন যদি সে বান্দা কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকে। এই ধারাবাহিক ‘ইবাদাতগুলোর মাধ্যমে বান্দার জীবন ক্ষমা আর ক্ষমা, মার্জনা আর মার্জনা, নিবৃত্তি আর নিবৃত্তির চাদরে ঢাকা।

চিন্তা করুন, আপনি ফজরের সালাত আদায় করলেন। তারপর কর্মক্ষেত্রে গেলেন। সেখানে কবীরা গুনাহ ব্যতীত ছোট ছোট অনেক গুনাহ করে ফেললেন। তারপর

---

[১] সূরা মায়েদা, ০৫ : ৭৪

যুহরের সালাতের জন্য সুন্দরভাবে ওযূ করে পূর্ণ সালাত আদায় করলেন। সালাতের শেষে— 'আসসালামু 'আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্' বলার সাথে সাথে সব গুনাহ মুছে গেছে আপনার। এভাবে আপনার গুনাহ এক সালাত থেকে আরেক সালাত পর্যন্ত মুছে যায়। আমাদের রব যদি মহা-ক্ষমাশীল না হতেন তাহলে আমাদের কী হতো?

তিনি বদান্যতার সাথে ক্ষমা করেন—

বছরের এক সাওমে তিনি সারা বছরের গুনাহ মাফ করে দেন।

আপনি শুধু 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি' একশত বার বলুন। আপনার গুনাহ যদি সমুদ্রের ফেনার সমপরিমাণও হয় তাহলেও আল্লাহ্ তা ক্ষমা করে দেবেন। এর চেয়ে বদান্যতা আর কী হতে পারে বলুন তো?

সাধারণ মানুষ যা ক্ষমা করে না তিনি তা ক্ষমা করেন—

এক পতিতার জীবন ছিল গুনাহ এবং পাপাচারে ভরপুর। সে একটা কুকুরকে পানি পান করিয়েছে বলে তার সব গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।

তিনি অবাক করে দিয়ে ক্ষমা করেন—

এর উদাহরণ হলো বদরের যুদ্ধে যারা উপস্থিত হয়েছিল তাদেরকে তাদের রব বলেছেন,

'তোমরা যা ইচ্ছা কর, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি।[১]'

বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী এক সাহাবী হারেসা ইবনু সুরাকা রাযিয়াল্লাহু 'আনহু। তিনি যোদ্ধা হিসেবে বের হননি, যোদ্ধাদের সহকারী হিসেবে বের হয়েছিলেন। তিনি দূর থেকে যুদ্ধক্ষেত্র প্রত্যক্ষ করছিলেন। হাওযে পানি পান করতে এলে এক লক্ষ্যহীন তীর তার কণ্ঠনালীতে এসে বিদ্ধ হয়। তিনি সেখানেই মারা যান। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় ফিরে এলে হারেসার মা তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আল্লাহ্‌র নাবী, আমার হারেসা সম্পর্কে বলুন। সে যদি জান্নাতে যায় তাহলে আমি ধৈর্য ধরব। আর যদি না যায় তাহলে তার ব্যাপারে আমি খুব কান্নাকাটি করব।' নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—

[১] সহীহ বুখারী, ৩৬৯৪

হারেসার মা, জান্নাতে তো অনেকগুলো জান্নাত আছে। আপনার ছেলে সুউচ্চ ফিরদাউস অর্জন করেছে।[১]

ইবনু কাসীর রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন, 'এ থেকে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের মর্যাদার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রের মূল জায়গায় বা সংঘর্ষস্থলে ছিলেন না; তিনি সুদূর থেকে প্রত্যক্ষ করছিলেন। হাওয থেকে পানি পানরত অবস্থায় লক্ষ্যহীন তীর তাকে আঘাত করেছে। তাও তিনি সুউচ্চ জান্নাতুল ফিরদাউস অর্জন করেছেন। তাহলে তাদের ব্যাপারে কী বলবেন, যারা বদরের যুদ্ধে শত্রুর সাথে সম্মুখ সমরে লিপ্ত ছিলেন?'

শুরু করে দিন

'আল-গাফূর' তথা মহা-ক্ষমাশীলের সাথে জীবনের এক নব অধ্যায়ের সূচনা হোক। আপনি এ জন্য খুশি হবেন যে, তিনি গুনাহ মাফ করেন। সুতরাং তাঁর কাছে দ্রুত ক্ষমা চান। এ ক্ষমা চাওয়ার মাধ্যম হবে তাঁর আদেশগুলো মানা আর নিষেধগুলো বর্জন করা।

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ ﴿٣١﴾

বলুন, তোমরা যদি আল্লাহ্‌কে ভালোবেসে থাকো তবে আমার অনুসরণ করো, তাহলে আল্লাহ্ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহগুলো মাফ করবেন।[২]

আল্লাহ্, আপনি আমাদের গুনাহগুলো মাফ করে দিন। ছোট-বড়, প্রথম-শেষসহ সব ধরনের গুনাহ। আর আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করে দিন—যাদের হিসাবের খাতায় অনেক বেশি 'আস্তাগফিরুল্লাহ্' থাকবে।

[১] *সহীহ বুখারী*, ২৮০৯- ৪/২০
[২] সূরা আলে-ইমরান, ০৩ : ৩১

الْقَرِيبُ

আল-কারীব তথা নিকটবর্তী

একবার বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেলে এক বন্ধু আমাকে দেখতে এসেছিল। চলে যাওয়ার সময় বলল— 'এই চিরকুটে এমন একটি বাক্য লিখে দাও, যেটা পড়তে পড়তে আমি ঘুমে যাবো।' আমি তাকে লিখে দিলাম—'তিনি এখন তোমাকে দেখছেন।' পরে সে আমাকে জানাল যে, ওই একটি বাক্যই তাকে আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত করেছে!

আল-কারীব তথা নিকটবর্তী

আপনি কি একাকিত্ব অনুভব করছেন? প্রিয় বন্ধু কি আপনাকে লাঞ্ছিত করেছে? আপনার এবং আপনার প্রিয় মানুষের মধ্যে একটা পর্দা পড়ে গেছে? যে কারণে সে আর আপনাকে আগের মতো বুঝতে পারছে না? আপনার আত্মা কি এমন প্রিয়জনকে খুঁজছে যার কাছে মনের সব দুঃখ-ব্যথা সবকিছু খুলে বলতে চায়?

কেমন হয় যদি এমন প্রিয়জনকে ডাকেন, এমন বন্ধুকে আহ্বান করেন আর এমন সত্তার দিকে ছুটে চলেন—যিনি নৈকট্য অর্জনে ইচ্ছুকদের কখনোই ফিরিয়ে দেন না?

আল্লাহ্ আপনার খুবই কাছে; তিনি আপনার ঘাড়ের রগ থেকেও নিকটে। তাঁর নৈকট্য পেলে আপনার জীবনটা সুখ-শান্তিতে ভরে উঠবে। তাঁর একটি মহান নাম আছে। এ নাম সৌন্দর্যমণ্ডিত এবং অলঙ্কৃত। 'আল-কারীব' তথা নিকটবর্তী। আসুন, আমরা এ নামের সাথে পরিচিত হই। যেন তাঁর নৈকট্য অনুভব করতে পারি। আর একাকিত্বের রজনীগুলোতে তাঁর সাথে গোপন আলাপনের স্বাদ গ্রহণ করতে পারি।

হে আল্লাহ্

আপনাকে তিনি জানাতে চান যে, তিনি আরশের ওপর আছেন, অনুরূপ করে জানাতে চান যে, তিনি আপনার ঘাড়ের রগ থেকেও আপনার নিকটে আছেন। তিনি আপনার কথা শোনেন। আপনার কাজ দেখেন। আপনার কোনো কিছুই তাঁর কাছে গোপন নেই।

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাসজিদে প্রবেশ করলেন। দেখলেন সাহাবীরা উচ্চৈঃস্বরে আল্লাহ্‌র যিক্‌র করছে। সাহাবীদের উদ্দেশ্য তিনি বললেন—

اربعوا على أنفسكم، فإنكم لاتدعون أصم ولاغائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا

তোমরা নিজেদের প্রতি অনুগ্রহ করো। তোমরা তো কোনো বধির বা অনুপস্থিত কাউকে ডাকছ না। তোমরা একজন সর্বশ্রোতা ও নিকটবর্তী সত্তাকে ডাকছ।[১]

বান্দা দু'আ শেষ করার সাথে সাথে তার আহ্বানে আল্লাহ্‌র সাড়া দেওয়ার আলামত পেয়ে যায়; কারণ, আল্লাহ্ এত কাছে যে, মানুষ কল্পনাও করতে পারে না।

---

[১] *সহীহ বুখারী,* ৪২০৫- ৫/১৩৩; *সহীহ মুসলিম,* ২৭০৪- ৪/২০৭৬

আপনারই জন্য

আমার এক বন্ধু একবার আমাকে একটি ঘটনা জানিয়েছিল। একবার সালাতের জন্য সে মাসজিদে প্রবেশ করেছে। ওযূর পানি তখনো তার কানে লেগে আছে। এমতাবস্থায় প্রথম কাতারে গিয়ে এসির সামনে দাঁড়ানোর ফলে এসির ঠান্ডা বাতাস তার কানে ঢুকে গেল। এক ঘণ্টা পর তার মনে হলো, কানে কিছুটা ব্যথা করছে। সে মনে মনে কেবল একবার বলল, 'আল্লাহ্, আপনার জন্যই সহ্য করেছিলাম।' তখন কোনো ভূমিকা বা পদক্ষেপ ছাড়াই মুহূর্তের মধ্যেই তার ব্যথা মিলিয়ে গেল।

তিনি কতটা নিকটে হলে আপনি ঠোঁট না নাড়িয়ে আপনার মনে মনেই কথাটি তাকে বলতে পারলেন?

সিজদারত অবস্থায় আপনি সবচেয়ে কাছে থাকেন তাঁর। তখন আপনি 'সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা' পড়েন, আসমানের দরজাগুলো আপনার এ বিড়বিড় আওয়াজের শব্দ শুনে খুলে যায়। তাহলে চিন্তা করুন, মহান ক্ষমতাধর আল্লাহ্ কীভাবে আপনার কথা শোনেন। আপনি মনে করবেন না যে, তিনি দূরে আছেন, অথবা তাঁর থেকে কোনো কিছু গোপন আছে।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতের আঁধারে বের হলেন। উবাই ইবনু কা'বের দরজায় কড়া নাড়লেন। উবাই ইবনু কা'ব বেরিয়ে এলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জানালেন, 'আমার রব আমাকে আদেশ দিয়েছেন তোমাকে 'ফাতিহা' পড়ে শোনাতে। 'উবাই হতভম্ব হয়ে বললেন, 'আমার নাম বলেছেন?' রাসূলুল্লাহ্ বললেন, 'হ্যাঁ।' এ কথা শোনামাত্রই তিনি কেঁদে ফেললেন।[১]

পিঁপড়ের পদচারণা

তিনি সকল সৃষ্টির কাছেই থাকেন; তাদের দেখেন; তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করেন।

সৃষ্টিজগতের নিকটে না থাকলে কীভাবে তাদের ওপর কর্তৃত্বশীল হতে পারেন তিনি?

কীভাবে তিনি রব হতে পারেন যদি তিনি নিকটবর্তীই না হন?

---

[১] *সহীহ বুখারী*, ৪৯৬০ -৬/১৭৫; *সহীহ মুসলিম*, ৭৯৯- ১/৫৫০

তাঁর এ নৈকট্য জানার, শোনার, দেখার ও বেষ্টনের। তবে এ তাঁর সত্তাগত নৈকট্য নয়; কেননা, তাঁর সত্তা তো এ ধরনের নৈকট্য থেকে পবিত্র। তাঁর নৈকট্যের একটা বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি অবতরণ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত, আল্লাহ রাতের শেষ এক-তৃতীয়াংশে আসমানের দুনিয়ায় অবতরণ করে বলতে থাকেন—

هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له

এমন কেউ আছে, যে চাইবে? আমি তাকে দান করবো। এমন কেউ আছে, আহ্বান করবে? আমি তার আহ্বানে সাড়া দেবো। এমন কেউ আছে, যে ক্ষমা চাইবে? আমি তাকে ক্ষমা করে দেবো।[১]

এছাড়া তাঁর নৈকট্যের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি গভীর অন্ধকার রাতে শৈবালযুক্ত পাথরের ওপর কালো পিঁপড়ের পদচারণাও শুনতে পান।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন—

وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا ۞

আর এমন কোনো পাতা পড়ে না—যার ব্যাপারে তিনি জানেন না।[২]

একবার কল্পনা করে দেখুন, পৃথিবীতে গাছের সংখ্যা কত, এই গাছগুলোতে পাতার সংখ্যা। কল্পনা করুন; শীতকালে এ সব পাতা ঝরে পড়ছে। আর এ সবই আল্লাহ্ জানেন। জানেন এগুলোর সংখ্যা, আকৃতি, ধরন ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিশেষ সব কিছুই।

এক নারী একবার নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাজির হয়ে স্বামীর ব্যাপারে বাদানুবাদ করল। 'আয়িশা রাযিয়াল্লাহু 'আনহা ঘরের এক প্রান্তে। তিনি মহিলার কিছু কথা শুনতে পেলেন আর কিছু শুনতে পেলেন না। বাদানুবাদ উত্থাপন শেষ হতে দেরী, জিবরা'ঈল 'আলাইহিস সালাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ওয়াহী নিয়ে উপস্থিত—

قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِى تُجَٰدِلُكَ فِى زَوْجِهَا وَتَشْتَكِىٓ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَآ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌۢ بَصِيرٌ ۞

---

[১] *সহীহ মুসলিম*, ৭৫৮- ১/৫২২
[২] সূরা আন'আম, ০৬ : ৫৯

আল্লাহ্ অবশ্যই শুনেছেন সে নারীর কথা, যে তার স্বামীর ব্যাপারে আপনার সাথে বাদানুবাদ করছে এবং আল্লাহ্‌র কাছেও ফরিয়াদ করছে। আল্লাহ্ আপনাদের কথোপকথন শোনেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।[১]

আহ্! কী বিস্ময়কর নৈকট্য তাঁর। কত মহান জ্ঞান। কি সর্বব্যাপী তাঁর শ্রবণ, তাঁর দর্শন...

তিনি আপনাকে দেখছেন

আপনার হাত প্রসারিত করুন। করেছেন? এটাও তিনি দেখেছেন। আপনাকে এটি বিশ্বাস করতেই হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেলে এক বন্ধু আমাকে দেখতে এসেছিল। চলে যাওয়ার সময় আমাকে বলল—'এই চিরকুটে এমন একটি বাক্য লিখে দাও যেটি পড়তে পড়তে আমি ঘুমে যাবো।' আমি তাকে লিখে দিলাম—'তিনি এখন তোমাকে দেখছেন।' পরে সে আমাকে জানাল, ওই বাক্যই তাকে আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত করেছে।

তাঁর নৈকট্য আপনাকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে। আপনাকে ভীত-সন্ত্রস্ত করবেই।
তাঁর নৈকট্য আপনাকে প্রশান্তি দেয়। আপনাকে প্রশান্তি দেবেই।
তাঁর নৈকট্য আপনাকে উন্নতা দেয়। আপনাকে উন্নতা দেওয়া যে আবশ্যক।
তাঁর নৈকট্য আপনাকে সুউচ্চ সাহসী এক বীর করে তোলে।

তাঁর বাণী শুনুন। মূসা 'আলাইহিস সালাম যখন ফিরাউনের কাছে যেতে ভয় পাচ্ছিলেন তখন তিনি তাকে এবং তার ভাই হারুন 'আলাইহিমাস সালামকে উদ্দেশ্য করে বললেন—

إِنَّنِي مَعَكُمَآ أَسۡمَعُ وَأَرَىٰ ۝٤٦

আমি তো তোমাদের সঙ্গেই আছি। আমি সব শুনি ও দেখি।[২]

[১] সূরা মুজাদালাহ, ৫৮ :০১
[২] সূরা ত-হা, ২০ : ৪৬

এটাই যথেষ্ট। তাঁর উপস্থিতিই তাদের জন্য সবচেয়ে বড় রক্ষক।

তিনি তাদের সাথে আছেন বলেই তারা আর ফিরাউনকে ভয় করবেন না। তারা এখন থেকে সাহসী।

আকীদার বইগুলোতে আছে, আল্লাহ্‌র সাহচর্য দুই ধরনের। একটি শুধু তাঁর বিশেষ ব্যক্তিদের জন্য। সেটি ভালোবাসা, সাহায্য এবং সমন্বয় সাধনের সাহচর্য। দ্বিতীয়টি ব্যাপক সাহচর্য। সেটি সকল কিছুর ক্ষেত্রেই তাঁর জ্ঞান, শ্রবণ, দর্শন ও বেষ্টন বিদ্যমান থাকার সাহচর্য।

মূসা 'আলাইহিস সালাম ও হারুন 'আলাইহিস সালামের প্রতি তাঁর এ বিশেষ সাহচর্য ছিল সাহায্য ও সমন্বয় সাধনের সাহচর্য। আল্লাহ্ তাদের সাহায্য ও সমন্বয় সাধনের ও'য়াদা দেওয়ার পর তারা আবার ভয় করবেন কী করে?

মূসা 'আলাইহিস সালাম ও হারুন 'আলাইহিস সালামের মতো যে-ই জেনে-বুঝে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ করতে নিষেধ করে—তার জন্য আল্লাহ্‌র সাহচর্য থাকবে। এটা অন্তরে তার 'ঈমান ও রবের আদেশের প্রতি তার আনুগত্য অনুসারে প্রযুক্ত হবে। দেখবেন, যে লোকই সত্যের আদেশ দিচ্ছে আর মিথ্যাকে প্রতিহত করছে তার মাঝে শক্তি, সাহস, ধৈর্য ও আল্লাহ্‌র তাওফীক এত বেশি যে, আপনি নিশ্চিত হয়ে বলে ফেলবেন—আল্লাহ্‌র বিশেষ সাহচর্য তাকে ঘিরে আছে, তাকে শক্তিশালী করে তুলছে।

মুচকি হাসুন...

এ ব্যাপারে সবচেয়ে মহান ও জীবনঘনিষ্ঠ আয়াত হলো আল্লাহ্‌র বাণী—

ٱلَّذِى يَرَىٰكَ حِينَ تَقُومُ ۝ وَتَقَلُّبَكَ فِى ٱلسَّٰجِدِينَ ۝

তিনি আপনাকে দেখেন, যখন আপনি দাঁড়ান, এবং সিজদাকারীদের মাঝে আপনার উঠাবসা।[১]

[১] সূরা শু'আরা, ২৬ : ২১৮-২১৯

যখন আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে সালাত আদায় করার জন্য দণ্ডায়মান হন, তখন কী পরিমাণ নৈকট্য অনুভব করেন আপনি? আর আপনার রব আপনাকে জানান যে, এ কাজ করলে আল্লাহ্ আপনাকে বিশেষ চোখে দেখবেন। মূলত তিনি সকল সৃষ্টিকে দেখতে পান; সৃষ্টি দাঁড়িয়ে থাকুক বা অন্য অবস্থায় থাকুক। সুতরাং মূল ব্যাপার হলো, বান্দা সালাতে দাঁড়ালে আল্লাহ্ তাকে বিশেষভাবে দেখেন; এ দেখার মাঝে থাকে ভালোবাসা, গ্রহণ করে নেওয়া, আহ্বানে সাড়া দেওয়া ও ক্ষমা করে দেওয়ার অপূর্ব সমন্বয়।

বুখারীর হাদীসের মতো করে বলুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

ما أذن لشيء ماأذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به

আল্লাহ্ তাঁর নাবীকে সুকণ্ঠে জোর আওয়াজে কুর’আন তিলাওয়াত করতে যেভাবে শোনেন সেভাবে আর কিছুই শোনেন না।[১]

ইবনু কাসীর রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন, ‘এর অর্থ হলো, আল্লাহ্ সুবহানাহু কোনো কিছুই সেভাবে শোনেন না—যেভাবে তাঁর নাবীর তিলাওয়াত শোনেন। নাবী যখন উঁচু কণ্ঠে সুন্দর করে কুর’আন পড়েন, তখন নাবীদের সচ্চরিত্র ও পরিপূর্ণ আল্লাহ্‌ভীতি থাকায় তাদের গলার আওয়াজে এক ধরনের মিষ্টতা থাকে। এটাই তিলাওয়াতের চূড়ান্ত পর্যায়। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা তাঁর সব বান্দার—ভালো/খারাপ—তিলাওয়াত শুনে থাকেন। যেমন : ‘আয়িশা রাযিয়াল্লাহু ‘আনহা বলেছেন, ‘মহান সেই সত্তা—যার শ্রবণশক্তি সকল আওয়াজকে বেষ্টন করে আছে।’ তবে মু’মিন বান্দাদের জন্য তাদের তিলাওয়াত শোনাটা আরও মহান ব্যাপার। আল্লাহ্ সুবহানাহু বলেন—

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا۟ مِنْهُ مِن قُرْءَانٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ﴿٦١﴾

আর তোমরা যে অবস্থাতেই থাক না কেন এবং কুর’আন থেকে যা কিছু তিলাওয়াত করো না কেন এবং তোমরা যা-ই ‘আমাল করো না কেন, আমি তোমাদের সাক্ষী থাকি যখন তোমরা তাতে নিমগ্ন হও।[২]

[১] *সহীহ বুখারী*, ৭৪৮২- ৯/১৪১; *সহীহ মুসলিম*, ৭৯২- ১/৫৪৫
[২] সূরা ইউনুস, ১০ : ৬১

পরিশেষে নাবীদের তিলাওয়াত শোনাটা সবচেয়ে চূড়ান্ত পর্যায়।'

ভয়-ভীতি আপনাকে চড় দিলেও মুচকি হাসুন। আপনার রবের নৈকট্যের কথা চিন্তা করুন। আপনি যেসব বস্তুর ভয় পান—সেগুলো আপনার থেকে ততটা কাছে নয় যতটা কাছে তিনি আছেন।

আপনার চারদিকে বিপদ এলে আশাবাদী হোন। ভেবে দেখুন, তিনি আপনার ঘাড়ের রগ থেকেও কাছে। এ ভাবনা দিয়ে দূর করে দিন সব বিপদ।

বক্তারা বলেন, একলোক মরুভূমিতে সফর করছিল। তার পথরোধ করে দাঁড়াল তরবারী হাতে এক ডাকাত। তাকে হত্যা করতে উদ্যত হলে সে বলল, 'আমার মালামাল নিয়ে নাও।' ডাকাত বলল, 'না, আমি তোমাকে হত্যা করতে চাই। তারপর তোমার মালামাল নেবো।' লোকটা তার কাছে দুই রাকআত সালাতের জন্য অনুমতি চাইল। অনুমতি পেয়ে সালাত আদায় করতে গিয়ে সে বলল—আমি পুরো কুর'আন ভুলে গিয়েছিলাম। শুধু মনে ছিল—

أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ ۞

কে বিপদগ্রস্তের আহ্বানে সাড়া দেয়, যখন সে ডাকে? আর তার বিপদ দূর করে দেয়?[১]

আয়াতটা বার বার পড়লাম। সালাত শেষ করে দেখি, এক অশ্বারোহী কোত্থেকে যেন এসে লোকটাকে তরবারী দিয়ে এমন আঘাত করেছে যে, তার মাথাটা ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

আপনি কতই না পবিত্র ও মহান

তিনি অতি নিকটবর্তী। আপনি তাঁর স্মরণে ঠোঁট দুটো নাড়ুন, অমনি আপনার আওয়াজে আসমানের দরজাগুলো খুলে যাবে।

ইউনুস 'আলাইহিস সালাম তিমির পেট থেকে আল্লাহ্‌কে ডেকে বলেছিলেন—

[১] সূরা নামল, ২৭ : ৬২

لَّآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبۡحَٰنَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ٨٧

আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আপনি কতই না পবিত্র ও মহান। নিশ্চয় আমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছি।[১]

এ ক্ষীণ স্বর অন্ধকারের তিন স্তর পেরিয়ে মহাশূন্য ভেদ করে চলে গেল। আসমানের ফেরেশতারা এ আহ্বান শুনে মহান রবকে বললেন, 'আওয়াজটা চেনা, তবে জায়গাটা অচেনা।'

আল্লাহ্ হাদীসে কুদসীতে বলেন—

من ذكرني في نفسه، ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ، ذكرته في ملإ خير منهم

যে ব্যক্তি আমাকে মনে মনে স্মরণ করবে, আমি তাকে মনে মনে স্মরণ করব। আর যে আমাকে মাজলিশের মধ্যে স্মরণ করবে। আমি তাকে এর চেয়ে উত্তম মাজলিশের মধ্যে স্মরণ করব।

কারণ, তিনি যে সবচেয়ে নিকটে।

শুধু বলুন, 'ইয়া আল্লাহ্'। জবাবটা আপনাকে স্মরণ করেই আসবে।

এটা কতই না মহান ব্যাপার যে, আপনি রাজাধিরাজকে স্মরণ করার পরক্ষণেই তিনি আপনার নামটা উল্লেখ করে বললেন, 'আমার বান্দা অমুকের ছেলে অমুক আমাকে স্মরণ করেছে।'

এ মহান দৌলতের তুলনায় পুরো দুনিয়াটাই তুচ্ছ হয়ে যায়। কী সৌভাগ্য—আল্লাহ্ স্মরণ করলেন তাঁর বান্দাকে।

তাঁর এ নৈকট্য বাড়তে থাকে। তাওবা ও সৎকর্মের মাধ্যমে আপনি তাঁর কাছে যেতেই থাকেন। আল্লাহ্ হাদীসে কুদসীতে বলেন—

إذا تقرب مني شبراً تقربت إليه ذراعاً، وإذا تقرب مني ذراعاً تقربت إليه باعا

[১] সূরা আম্বিয়া, ২১ : ৮৭

সে যদি আমার দিকে এক বিঘত এগিয়ে আসে তাহলে আমি তার এক হাত কাছে আসি। সে যদি আমার দিকে এক হাত এগিয়ে আসে তাহলে আমি তার দিকে এক বাহু কাছে আসি।[১]

তাঁর নৈকট্য অর্জনে আপনার প্রতিটি প্রচেষ্টার ফলে তিনি আপনার নৈকট্যে আসেন তাঁর দয়া, অনুগ্রহ, নি'য়ামাত আর অবারিত দানের মাধ্যমে।

তাঁর কাছে পৌঁছে যাবেন...

তাঁর নৈকট্যের আরেকটি অর্থ হলো, তিনি আশেপাশের সবকিছুর মাঝেই এমন কিছু রেখে দেবেন—যা আপনাকে তার কথা স্মরণ করাবে।

আপনি বিভিন্ন সৃষ্টজীবের গঠনপ্রণালীর মাঝে তাঁর প্রজ্ঞা দেখতে পাবেন।

আসমানগুলো কোনো খুঁটি ছাড়াই উত্থিত করার মাঝে তাঁর কুদরত দেখতে পাবেন।

আকাশ থেকে বৃষ্টির ফোঁটা ও মাটি ফুঁড়ে গাছ জন্মানোর মাঝে তাঁর অনুগ্রহ দেখতে পাবেন।

পাহাড়ের সুবিশাল উচ্চতার মাঝে তাঁর বড়ত্ব দেখতে পাবেন।

ঝড়-ঝাপটা, ভূমিকম্প আর অগ্ন্যুৎপাতে আপনি তাঁর শাস্তি দেখতে পাবেন।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন—

سَنُرِيهِمْ ءَايَٰتِنَا فِى ٱلْءَافَاقِ وَفِىٓ أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ ۝٥٣

অচিরেই আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলি দেখাব, বিশ্বজগতের প্রান্তসমূহে এবং তাদের নিজদের মধ্যে; যাতে তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে—এটা (কুর'আন) সত্য।[২]

আপনি দু'চোখ ভরে কিছু দেখলেই সেটা আপনাকে সর্বদ্রষ্টা মহান আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ করিয়ে দেবে।

---

[১] *সহীহ বুখারী*, ৭৪০৫- ৯/১২১; *সহীহ মুসলিম*, ২৬৭৫- ৪/২০৬১

[২] সূরা হা-মীম সাজদাহ, ৪১ : ৫৩

আপনি গভীর নিশীথে ফিসফিস আওয়াজ শুনলে সেটা আপনাকে সর্বশ্রোতা মহান আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ করিয়ে দেবে। গোপন কোনো জ্ঞান জানতে পারলে তা আপনাকে মহাজ্ঞানী আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ করিয়ে দেবে।

প্রতিটি বস্তুর মাঝে নিদর্শন আছে। যে নিদর্শন এটি প্রমাণ করে দেয় যে, তিনিই সেই একক সত্তা।

একবার একদল শিশুর সাথে বসে আল্লাহ্‌র সৃষ্টির ব্যাপারে আলোচনা করছিলাম। তাদের মধ্যে একজন বলে উঠল, 'তোমরা যদি তাঁর সৃষ্টজগতের কথা চিন্তা করো, তাহলেই তাঁর কাছে পৌঁছে যাবে।' আমি কিছুটা বিস্ময়াভিভূত হয়ে গেলাম। আমি বুঝতে পারলাম যে, এই শিশু আমাদের থেকেও বেশি বুঝতে পেরেছে। সে আমার থেকে কী শুনবে, এর বদলে আমার উচিত তার থেকে শোনা।

তিনি এত কাছে যে, তাঁর কাছে যেতে আপনাকে শুধু ভাবতে হবে, শুধু তাঁর নৈকট্যকে অনুভব করতে হবে, শুধু অনুভব করতে হবে যে, তিনি আপনাকে দেখছেন। তারপর বলবেন—'আল্লাহ্'।

যদি তারা আপনার কাছে জানতে চায়

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ ۖ ﴿١٨٦﴾

তারা যদি আপনাকে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে তাহলে বলুন, 'আমি নিকটেই।'[১]

যে লোকই আপনাকে জিজ্ঞেস করবে আল্লাহ্ সম্পর্কে, তাকেই আপনি সর্বপ্রথম তাঁর 'নিকটবর্তী' গুণে গুণান্বিত বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেবেন। সুদূরের এক রবের 'ইবাদাত করার জন্য মানুষের হৃদয়সমূহ প্রস্তুত হয় না; তারা প্রস্তুত না এমন রবের 'ইবাদাতের, যে তাদের ডাক শোনে না, আর তাদের প্রয়োজন দেখে না। তাই যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে পরিচিত হতে চায় তাকে আপনি প্রথম যে পরিচয়টা জানাবেন তা হলো, তিনি 'অতি-নিকটে'। এভাবেই আপনার রব আপনাকে শিখিয়েছেন তাঁর ব্যাপারে জানাতে।

[১] সূরা বাকারা, ০২ : ১৮৬

এ নৈকট্য আপনাকে শেখাবে তাঁকে ভালোবাসতে, তাঁর কাছে একাকী চাইতে, তাঁকে ভয় করতে। আবার এর পাশাপাশি আপনাকে অভ্যস্ত করবে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইতে এবং ফিরে যেতে। তিনি নিকটবর্তী তাই আপনার কাছে ক্ষমা ও তাওবার তাওফীক পাওয়ারও যোগ্য তিনি। কারণ, আপনার নিকটে থাকায় তিনি আপনার প্রতিটা পাপকাজ, বিশ্বাসঘাতকতা প্রত্যক্ষ করছেন। আবার তিনি নিকটে বলেই আপনার এই ক্ষমা চাওয়া এবং তাওবা করা কার্যকরী হয়ে যাবে। আপনার ক্ষমাপ্রার্থনার আহ্বান ও তাওবার আকুতি তো শুধু তিনিই শুনে থাকবেন যিনি আপনার তাওবার ব্যাপারে অবগত আছেন। তিনি তো নিকটবর্তী, সাড়া দানকারী। আল্লাহ্‌র বাণীটা ভেবে দেখুন—

فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوٓا۟ إِلَيْهِ ﴿٦١﴾

তোমরা তাঁর কাছে ক্ষমা চাও তারপর তাঁর দিকেই ফিরে চলো।[১]

যে কথাগুলো আপনাকে নিকটবর্তী মহান স্রষ্টার ব্যাপারে লজ্জিত করবে সেটা হলো কোনো একজন মহান ব্যক্তির এই কথাগুলো—'তাকে ভালোবাসাই কি আপনার উচিত না? আপনি যখন দরজা বন্ধ করে তাঁর অবাধ্যতা করতে যান তখন তিনি দরজার নিচ দিয়ে অক্সিজেন প্রবেশ করিয়ে দেন যেন আপনি মরে না যান।'

এ নৈকট্যের সাথে আছে আল্লাহ্‌র দিকে বান্দার নৈকট্যের প্রচেষ্টা। তিনি বলেন—

أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ ﴿٥٧﴾

তারা যাদেরকে ডাকে তারাই তো তাদের রবের নৈকট্যলাভের উপায় সন্ধান করে যে, তাদের মধ্যে কে নিকটতর হতে পারে।[২]

এ যে প্রতিযোগিতা আর ছুটে চলার ক্ষেত্র, এখানে বান্দার সর্বোচ্চ কামনা শুধু নিকটে যাওয়া না, অধিকতর নিকটবর্তী হওয়া।

[১] সূরা হূদ, ১১ : ৬১
[২] সূরা বানী ইসরা'ঈল, ১৭ : ৫৭

এত ধোঁয়াশার মাঝে...

উম্মতের এ বিপদাপদ, এত যুদ্ধের ধোঁয়াশা যা মু'মিনের অন্তরে দুঃখ-কষ্টের স্পর্শ দিয়ে যাচ্ছে। এ সময়-ই মু'মিনের প্রয়োজন পড়ে 'নিকটবর্তী' নামের তিনটি স্তর জেনে রাখার।

প্রথমত, 'ঈমান ও দৃঢ়বিশ্বাসের সাথে আল্লাহ্‌র নৈকট্যকে জানা। ফলে মানবাত্মা চিৎকার করে সাধারণ মানুষকে আহ্বানের কষ্ট থেকে পরিত্রাণ পাবে। কারণ, মানুষের রব তো কাছেই আছেন। তিনি সবকিছু দেখছেন, প্রত্যক্ষ করে চলছেন। কুর'আনে একটা আয়াত সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছে—

إِنَّهُۥ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ۝٥٠

নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, নিকটবর্তী।[১]

এ জন্যই এ নিকটবর্তীর দুয়ারে হৃদয়ের পোড়া ও ক্ষতযুক্ত স্থানগুলো রাখা হয়। এ জায়গায় অতীতের সব কিছু পেশ করতে হয়।

দ্বিতীয়ত, এত সব কষ্টের মাঝে, চারদিকে বিরাজমান বিশৃঙ্খলার ফাঁকে, ঘরভাঙা, মানুষ মরা, ফল-ফসল বিনষ্ট হওয়ার মধ্যে মানুষ অনুগ্রহ খুঁজে বেড়ায়। এমন অনুগ্রহের ছোঁয়া—যাতে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক লাঞ্ছিত হওয়া বা বিশ্বাসঘাতকতার নিরবচ্ছিন্ন আঘাতপ্রাপ্ত হওয়া থেকে মানুষ বাঁচতে পারে। তাই সে সত্য রবের বাণীর সামনে দাঁড়ায়—

إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۝٥٦

নিশ্চয় আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ মুহসিনদের নিকটেই।[২]

যে মুজাহিদ বীর তার জীবন মহাপ্রতাপশালী আল্লাহ্‌র জন্যই বিলিয়ে দিয়েছে তার এবং তার প্রভুর মাঝে এক পাতলা পর্দা আছে। যে পর্দার ওপাশ থেকে উঁকি

---

[১] সূরা সাবা, ৩৪ : ৫০
[২] সূরা আ'রাফ, ০৭ : ৫৬

দিচ্ছে 'ইহসান'-এর সুবাতাস। বান্দাকে শুধু এ যমীনের ফেরেশতার মতো চেষ্টা করতে হবে, যেন সে আল্লাহ্‌কে দেখতে পায়। যদি আল্লাহ্‌কে সে দেখতে নাও পায় তবে আল্লাহ্ তা'আলা তো তাকে দেখেনই। তাই একটা বুলেট নিক্ষেপ করলেও তিনি জানেন, কেন সে তা নিক্ষেপ করল বা কখন তা করল। বান্দা এভাবে এক 'ইহসান' থেকে অন্য 'ইহসান'-এর দিকে যেতেই থাকবে। আর এর পরিবর্তে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহও তার কাছে আসতে থাকবে। একসময় চারিদিক থেকে অনুগ্রহ তাকে বেষ্টন করে ফেলবে। মৃত্যুর ধোঁয়াশার ভিড় থেকে সে বেরিয়ে জায়গা করে নেবে সন্তুষ্টির মেঘের রাজত্বে।

তৃতীয়ত, দিনগুলো অতিবাহিত হতে থাকে। দুঃখ-কষ্ট নিরন্তর আসতে থাকে। বিপদাপদ আরও তীব্র হয়ে যায়। সবদিক থেকেই অবরোধ জোরালো হয়। এ সময় সেই প্রচেষ্টাশীল বান্দার সামনে তৃতীয় একটি আয়াত হাজির হয়—

أَلَآ إِنَّ نَصۡرَ ٱللَّهِ قَرِيبٞ ۝

তোমরা শুনে নাও, আল্লাহ্‌র সাহায্য একান্তই নিকটবর্তী।[১]

তিনি যেমন তাঁর বান্দার অতি নিকটবর্তী, তেমনি তাঁর রাহমাতও তাঁর মুহসিন বান্দাদের অতি নিকটবর্তী। অনুরূপ তাঁর বাহিনীর সাহায্যও খুবই কাছে থাকে বান্দার।

وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ ٱلۡغَٰلِبُونَ ۝

আর নিশ্চয় আমার বাহিনীই বিজয়ী।[২]

এ আয়াতের মাধ্যমে অপেক্ষারত দুর্বল হৃদয় এবং ধৈর্যরত ক্লান্ত-শ্রান্ত মনের সাথে আল্লাহ্‌র সংযোগ স্থাপিত হয়। তারা দিন-রাত তাঁর এ নিকটবর্তী সাহায্যের প্রত্যাশায় থাকে।

---

[১] সূরা বাকারা, ০২ : ২১৪
[২] সূরা সাফ্‌ফাত, ৩৭ : ১৭৩

আল্লাহ্...

আল্লাহ্... আপনার ভয়েই তো চোখের পানি ফেলেছি। আমার দু'চোখের অশ্রুতে আপনার প্রতি যে ভালোবাসার আকুতি তার প্রতি আপনি অনুগ্রহ করুন।

আল্লাহ্... আপনার জন্যই তো আমার হৃদয় জ্বলে উঠেছে। আমার হৃৎস্পন্দনে ভালোবাসার এ অগ্নিশিখার প্রতি আপনি অনুগ্রহ করুন।

আল্লাহ্... আমার কথাগুলো হঠাৎ করেই মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে। সুতরাং উচ্চারিত শব্দের প্রতি খেয়াল না করে আমার বাক্যচয়নে ভালোবাসার যে অনুভূতি তার প্রতি আপনি অনুগ্রহ করুন।

আল্লাহ্‌র 'নিকটবর্তী' নামের অভ্যন্তরে এ ঝটিকা সফর শেষে তাঁর কাছে এ আকুতি রাখি, আমাদের যেন তিনি এমন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করেন—যারা তাঁর নৈকট্য অনুভব করতে পারে। তিনি যেন এ মহান নাম থেকে উৎসারিত বিনয়, আনুগত্য, ভয়-ভীতি ও তাকে পর্যবেক্ষণ করার গুণাবলি ধারণ করে কাজে পরিণত করার সুযোগ দান করেন। সাথে সাথে তাঁর থেকেই শুধু অনুগ্রহ ও সাহায্য চাওয়ার সুযোগ দান করেন।

আল্লাহ্, আপনি সেই সত্তা—যাকে ডাকা হলে, অথবা যার কাছে চাওয়া হলে পাওয়া যায়। আপনার অনুগ্রহ ও হিদায়াতের ছোঁয়ায় আপনার নৈকট্য আমাদের অর্জন করতে দিন। এ নৈকট্যে যেন আপনার সাথে একান্ত আলাপনে লিপ্ত হতে পারি, হৃদয় থেকে সব অপরিচ্ছন্নতা দূর করতে পারি আর এরই মাধ্যমে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি।

উপসংহার

আশা করি, বইটি পড়ে আপনি মহান আল্লাহর বর্ণিত নামগুলো সম্পর্কে কিছু জানতে পেরেছেন। তবে এই জানাই শেষ নয়; আপনাকে জানতে হবে আরও।

আল্লাহ্‌র পবিত্র নামসমূহের ব্যাপারে আপনাকে আরও জানতে হবে। এই বইয়ে বর্ণিত নাম ছাড়াও অন্য যেসব নাম রয়েছে তাঁর, সেগুলোও শিখতে হবে, জানতে হবে।

আল্লাহর নামগুলোকে আপনার জীবনপ্রদীপ হিসেবে স্মরণ রাখতে হবে। এই নামগুলোকেই আপনি আপনার হৃদয়ের হিদায়াতের উৎস বানাবেন। দিনশেষে আপনার রাতগুলোর বাতি হিসেবে জ্বালাবেন।

এর মাধ্যমে যেন আপনি অর্জন করে নিতে পারেন দুনিয়া-'আখিরাতের সফলতা।

আমার একটাই চাওয়া—এ বই যদি আপনার কোনো ব্যথা কমায়, আপনার মুখে হাসি ফোটায়, আপনার অবস্থার পরিবর্তন করে কোনো ভালো অবস্থায় পৌঁছে দেয়—তাহলে এ বইয়ের লেখক, তার সাহায্যকারী, তার গুণগ্রাহী, তার বাবা-মা'সহ সকল মুসলিমদের জন্য দু'আ করতে ভুলবেন না যেন।

সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নেতা মুহাম্মাদ ইবনু 'আব্দিল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর।

- 'আলী জাবির আল-ফীফী

যে তৃষ্ণার্ত হৃদয় প্রতিক্ষায় থাকে এক পশলা বৃষ্টির, যে পথভোলা পথিক খুঁজে ফেরে পথ, সঁপে দেওয়ার তাড়নায় যে নয়নযুগল হয়ে ওঠে অশ্রুসিক্ত, পাপে নিমজ্জিত যে অন্তর অন্বেষণ করে বেড়ায় রাহমাতের বারিধারা, তাদের রবের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার, রবের সাথে তাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার ক্ষুদ্র প্রয়াসই হলো *তিনিই আমার রব*।